হানিফের-গুরুদক্ষিণা।

Rich in Spirit is really rich.

শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী

প্রণীত।

—•:-০-:•-

১৩৩০—বৈশাখ।

Published by
Hemendra Lal Pal Chowdhury.
94, Manicktolla Street,
Calcutta.

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক ঃ—

১। সতীর মন্দির ... ১৲
২। মগের মুল্লুক ... ১৲ (যন্ত্রস্থ)
৩। লহরী মালা ... ।০ আনা
৪। পতি-হারা (শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে)

প্রাপ্তিস্থান—

গ্রন্থকারের নিকট,
৯৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অথবা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

বঙ্গের প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তরে যাঁহার যশ-গৌরবে সমগ্র বাঙ্গালী গৌরবান্বিত, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যাঁহার যশ-গান অহরহ গায়, যাঁহার অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ, নাট্য সমাজে অভিনেতা সম্প্রদায়ের যিনি একচ্ছত্র সম্রাট—সেই স্বনামধন্য নটরঞ্জন, আমার গুরু স্থানীয় পরম পূজ্যপাদ, নাট্যজগতের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রবান পরম সাধক—পরমভক্ত **শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ** (দানীবাবু) মহাশয়ের অকৃত্রিম স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ আমার এই ক্ষুদ্র উপন্যাস তাঁহারই চরণে ভক্তি-অঞ্জলী দিয়া কৃতার্থ হইলাম, ইতি।

লৌহজঙ্গ—ঢাকা,
বিক্রমপুর।
বৈশাখ,—১৩৩০।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—
'হেমেন্দ্র'।

PRINTED BY N. P. BOSE.

KOHINOOR PRINTING WORKS.
111-4 A. Manicktolla Street.
CALCUTTA.

উপহার।

প্রদত্ত হইল।

নিবেদন।

পাঠকগণের নিকট একটী বিষয়ের অবতারণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিষয়টীর মীমাংসা করা আমার পক্ষে অসাধ্য। তাই পাঠকগণের বিচারাধীনে রাখিয়া দিলাম। বিষয়টা এই ;—

লেখক ঐতিহাসিক নাটক লেখেন—উপন্যাস লেখেন না। ইতিহাস উপন্যাস নহে। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক কয়খানা আছে জানি না। ঐতিহাসিক নাটক মাত্রেই কল্পনার আশ্রয় লইয়া লিখিত হইতেছে। প্রধান প্রধান দু'একটী অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে ঐতিহাসিক চরিত্রে গঠন করিয়া বাদবাকী সমস্তই কল্পনাদ্বারা গঠন করেন। নামে ঐতিহাসিক নাটক। তবে উপন্যাস ঐতিহাসিক হয় না কেন? আমার এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের ঘটনাস্থলটী ঐতিহাসিক, গুরু মহাশয় ঐতিহাসিক, হানিফ ঐতিহাসিক হবে না কেন? তাহার চরিত্র পাঠ করুন, দেখিবেন নিতান্ত স্বাভাবিক, কার্য্যাদি স্বাভাবিক। তবে ঐ নামে কেহ না থাকিতে পারে—নামের পার্থক্য হ'তে পারে। আর এক কথা,—ইহাতে রাজনৈতিক বিষয় নাই—রাজ্য লইয়া লড়াই হয় নাই—কামান, বন্দুক ব্যবহার হয় নাই—যুদ্ধে ধন বা প্রাণীক্ষয় হয় নাই। কিন্তু জীবন সংগ্রাম হইয়াছে। মানবজীবনের উদ্দেশ্য সাধনের পথে নানা বিঘ্ন ও কঠোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য—মানুষ কি করিয়া জগতে মানুষ বলিয়া পরিচিত হয়, ইতিহাসে তাহা চির অক্ষয় (ever lasting) ভাবে প্রমাণ দেয়। মানুষ মরিয়াও অমর হয়। তবে এইরূপ ক্ষুদ্র জীবনী লইয়া

ইতিহাস লিখিতে গেলে বোধ হয় লিখিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু যে দেশে এরূপ মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন সেই দেশের ইতিহাসেও লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। তবে কয়জন তাহা ভাবে—আর ভাবিলেই বা কে কবে কার্য্যে পরিণত করিয়াছে! অতএব এক হিসাবে আমার এই ক্ষুদ্র উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিলে কোন দোষ হয় কি?

লৌহজঙ্গ—(ঢাকা)
১৩৩০—বৈশাখ।

বিনীত
গ্রন্থকার।

হানিফের

গুরুদক্ষিণা।

পথে।

গুরুমহাশয়। কে গো, হানিফের মা নাকি? যাচ্ছ কোথায়?

হানিফের মা। সেবা দেই গুরুমশাই! বায়োনদের ধান ভান্‌তে যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাচ্ছ?

গুরু। তোমাদের পাড়ায়ই যাচ্ছি। মোড়লের ছেলেটা আজ ক'দিন পাঠশালায় যায়নি, শুনছি তা'র বাপ আর তা'কে পড়াবে না।

হা-মা। তা আমাদের চাষারছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ কি গুরুমশাই? তার চেয়ে গরু চরালে, মাঠে কাজ করলে বরং লাভ আছে। লেখাপড়া শিখ্‌লেও ত সেই কাজ করেই খেতে হবে। চাষারছেলে আর চাক্‌রী কোথায় পাবে।

গুরু। তুমি ভুল বুঝেছ হানিফের মা! গরুই চরাক আর আফিসেই চাক্‌রী করুক, লেখাপড়া শিখা আবশ্যক। লেখা-

পড়া না শিখিলে মানবজীবনের উন্নতি কোথায়? বিদ্যাহীন মানুষত অন্ধ! তুমি ততদূর বুঝবে না, আমাদের শাস্ত্রে বলে, রাজা আর বিদ্বান কখনও সমান নহে। রাজা মাত্র তাঁহার রাজ্য মধ্যেই পূজিত হন, কিন্তু বিদ্বান সর্ব্বত্রই পূজিত হন! বিদ্যা অমূল্যধন।

হা-মা। ঠিক কথা বলেছ গুরুমশাই। সেদিন হানিফও এই কথাই বলেছিল। কে একজন মুসলমান—খুব নাকি বিদ্বান আপনার পাঠশালা দেখ্‌তে এসেছিল, তাঁ'র নাকি একশ-টাকা মাইনে। আর আমাদের জমিদারবাবু নাকি তঁাকে আদর করে চেয়ারে বসিয়েছিল! সে নাকি আমাদেরই জাতি—খুব গরিব ছিল। আমার হানিফকে একখানা কিতাব দিয়েছে।

এইরূপে কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে উভয়েই পথ চলিতেছিল। গুরু-মহাশয় হানিফের মাতার পশ্চাতে ছিলেন। কিছুদূর যাইতেই হানিফের মা একটু বিরক্ত হইল। একমণ ধানের বস্তা কাঁকে করিয়া গুরুমহাশয়ের সহিত কথোপকথন করিতে বড়ই কষ্ট বোধ করিতে লাগিল। কি করে, গুরুমহাশয় একজন পণ্ডিত ও সদাশয় ব্যক্তি। লজ্জার খাতিরেও কথার জবাব দিতে বাধ্য। হানিফের মাতার মুখে কিতাবের কথা শুনিয়া গুরুমহাশয় হৃষ্ট-চিত্তে আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিলেন,—

"শোন, শোন, হানিফের মা, একটু দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

হানিফের-গুরুদক্ষিণা



হানিফের মা মনে মনে বলিতে লাগিল,—কি বিপদেই আল্লা আমাকে ফেল্লে !

হা-মা। আমি যে আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে গুরুমশাই। কোমরে যে বড্ড লাগছে !

গুরু। আহা, তাইত ! আচ্ছা বস্তাটা ভূঁয়ে একটু নাবাও। আমার একটা কথা শোন।

হানিফের মা মনে মনে বিপদ গণিল। হা খোদা ! তুমি আমায় এবার নাও ! এই কথা ভাবিতে ভাবিতে বস্তাটা রাস্তার একপাশে নামাইল। গুরুমহাশয়ও হানিফের মায়ের সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"তুমি কি রাগ কচ্ছ হানিফের মা ?"

হা-মা। না না। সে কি গুরুমশাই, আপনি বলুন। আমি আপনার পায়ের যোগ্যও নই !

গুরু। আহা, তোমার হানিফ একটা রত্ন ! সেদিন হানিফই আমার পাঠশালার মান রেখেছে। হানিফকে আমি বড় ভালবাসি। দেখিও হানিফের মা, তোমার হানিফও একদিন এইরূপ উচ্চপদের চাকরী পাবে লেখাপড়ায় পণ্ডিত হবে। তোমার দৈন্য দুঃখ ঘুচে যাবে।

হা-মা। গুরুমশাই, মাপ কর আমি আর হানিফকে পড়াতে পারব না—দু'আনা করে মাসে মাইনেও দিতে পারব না। এখন আমার পেট চলা দায়।

গুরু। সে কি হানিফের মা ! তা হবে না। আমার

পাঠশালার সমস্ত ছাত্র একদিকে আর আমার হানিফ একদিকে। আচ্ছা বেশ আমি হানিফের মাইনে চাই না।

হা-মা। তাতে আর কি হবে গুরুমশাই! অন্য জায়গায় চাকরী করলে দু'টাকা মাইনেও পাবে, চাষের কাজও শিখবে। আমারও সাহায্য হবে।

গুরু। তা বটে। কিন্তু পরিণামটা ভেবেছ কি?

হা-মা। আমরা চাষা, আমাদের কি আর অতশত ভাবলে চলে গুরুমশাই।

হানিফের মাতার হাতধরিয়া গুরুমহাশয় বলিতে লাগিলেন, "আর বেশীদিন নয় হানিফের মা—একটা বছর মাত্র আমার পাঠশালায় পড়তে দাও। এই একবছর পরে সে তাহার নিজের উপায় নিজেই করিয়া লইতে পারিবে তোমারও সাহায্য করিতে পারিবে। আমার কথা বিশ্বাস কর তোমার হানিফের মঙ্গল হবে।"

গুরুমহাশয়ের কাতরবাণী শুনিয়া হানিফের মাতার মন গলিয়া গেল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিশেষত পণ্ডিত লোক এমন লোকের কথা মিথ্যা হ'তে পারে না। এবার হানিফের মা কল্পনা রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যদি সত্য সত্যই আমার হানিফ বিদ্বান হয়—বড় চাকরী পায় তবে ত বড়ই সুখের কথা। যদি সেই মুসলমানটীর মত বিদ্বান হয় তবে আমার হানিফের কত সুখ কত শান্তি হবে। হা খোদা! এমন দিন কি আমার হবে! এ দুঃখিনীর দুঃখের কথা কি খোদাতলার দরগায় পৌঁছিবে!

হানিফের মা মনে মনে এইরূপ কল্পনা জল্পনা করিতেছিল। এমন সময় গুরুমহাশয় পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "হানিফের মা! তুমি আমার কথা রাখবে না?"

ঘুমঘোরে স্বপ্নের মত চমকিয়া হানিফের মা ব্যস্ততা সহকারে বলিল,—"সে কি গুরুমশাই, আপনি আমার হাতে ধরিবেন না আপনাকে সেবা দিই। হানিফত আপনারই ছেলে। আপনি তা'কে যা'ভাল হয় করবে তাতে আমার আপত্তি কি গুরুমশাই।"

এতক্ষণে হানিফের মাতার হাত ছাড়িয়া দিয়া আনন্দচিত্তে দু'হাত তুলিয়া হানিফের মাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

আহ্লাদে আটখানা হইয়া গুরুমহাশয় হাসিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হানিফের মা ধানের বস্তা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কিন্তু একা উঠাইতে অক্ষম। অথচ গুরু-মহাশয়কেও বলিতে পারে না। পথিকও তখন কেহ ছিল না। গুরু মহাশয় কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একবার কি ভাবিয়া পশ্চাৎ দিকে তাকাইলেন। ইচ্ছা,—একবার দেখেন যে হানিফের মা কোন্ দিকে যায়। হানিফের মা তখনও বস্তা উঠাইতে পারে নাই। গুরুমহাশয় হানিফের মাতার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া পুনরায় তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন,—

"আমিই তোমার ধানের বস্তা তুলিয়া দিতেছি। তুমি আমায় তখন বল নাই কেন?"

হা-মা। ছিঃ! আপনি বায়োন—পণ্ডিত লোক, আপনি এ কাজ করো না—লোকে কি বল্‌বে!

গুরু। তুমি সে ভাবনা ক'রনা হানিফের মা।—এ আমার কর্ত্তব্য কাজ—না করলে পাপ হবে।

হা-মা। তোবা, তোবা, তোবা! এতে যে আমারও পাপ হবে গুরুমশাই!

গুরু। না হানিফের মা। আমি বলছি, এতে তোমার কোন পাপ হবে না। তুমি এখন ধর।

এইরূপ তর্কবিতর্কের পর হানিফের মা বাধ্য হইয়া গুরুমহাশয়ের কথা মত কার্য্য করিল। বস্তা কাঁকে করিয়া হানিফের মা কার্য্যস্থলে চলিয়া গেল। গুরুমহাশয়ও তাহার আপন কাজে চলিয়া গেলেন।

পরিচয়।

হানিফের মা।

কীর্ত্তিনাশা পদ্মা নদীর উত্তরাংশে * বিক্রমপুর পরগণা। পরগণাটী আয়তনে সুবৃহৎ। লক্ষ্মী ও সরস্বতী যেন চিরস্থায়ী ভাবে বিরাজ করিতেছেন! কিন্তু অধুনা পদ্মার ভীষণ আক্রমণে বিক্রমপুরের প্রায় কোনও কীর্ত্তির চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই। রাজা রাজবল্লভ হইতে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার পাল চৌধুরীগণের কীর্ত্তি একেবারে পদ্মার গর্ভে চিরকালের মত লীন হইয়া-গিয়াছে। চাঁদরায় ও কেদার রায়েরও অস্তিত্ব নাই। অধুনা ভাগ্যকুল নিবাসী রায় (কুণ্ড) বংশই ধনে মানে বিক্রমপুরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। জানিনা ভগবান কতদিন ইহার অস্তিত্ব রাখিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিক্রমপুরের পাল চৌধুরী জমিদারগণই বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রতিপন্নশালীছিলেন। জমিদারী প্রথানুসারে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাদিগকে "চৌধুরী" উপাধি দান করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি তাঁহারা সেই উপাধি ভোগ করিতেছেন। দিয়াগাঁও নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ইঁহাদেরই অধিকারে ছিল।

---

* এই বিক্রমপুরেই কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিজ্ঞানাচার্য্য সার জগদীশ চন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, দেশপূজ্যা সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির জন্মভূমি।

অধুনা প্রায় বিশ বৎসর কাল অতীত হইল এই ক্ষুদ্র গ্রামটী ও কীর্ত্তিনাশার করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। আর ইহার চিহ্নও নাই।

গ্রামটী ক্ষুদ্র হইলেও শস্য শ্যামলা সুজলা ও সুফলা ছিল। ধনে জনে বিদ্যায় গ্রামটীর বেশ লক্ষ্মীশ্রী ছিল!

গ্রামে প্রায় পাঁচশত ঘর লোকের বাস ছিল। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র এবং একশত ঘর মুসলমান ছিল। অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রায় একশত ঘর ধনবান কাঁসারীও ছিল। এতদ্দেশের লোকেরা চাকরী প্রিয় নহে। ব্যবসায়ই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। মুসলমানেরাও নানা প্রকার চালানী ব্যবসায় করিয়া থাকে। চাষ আবাদও যথেস্ট। জমিও খুব উর্ব্বরা। চাষ আবাদ খুব সহজসাধ্য। বর্ষাকালে বানের জলে সমস্ত মাঠ ঘাট, খাল, বিল প্রভৃতি জলপূর্ণ হয়। এই ভাবে প্রতি বৎসরই জমিতে সার জন্মে, পুকুরে ও বিলে যথেষ্ট মৎস্যের আমদানী হয়। মোটের উপর আজও বিক্রমপুরের এই সৌভাগ্য লক্ষণ ভগবান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই সুখেই বিক্রমপুরবাসী চিরসুখী —ধনে মানে ও বিদ্যায় বঙ্গদেশে অদ্বিতীয়।

এই দিয়াগাঁও গ্রামের মধ্যবর্ত্তিস্থানে একটী মুসলমান পাড়াছিল। এই পাড়ার পশ্চিমাংশে হানিফের মা বাস করিত। মাত্র খড়ের কুঁড়ে একখানা ছিল। এই কুঁড়ের বারান্দায় রান্না করিত আর ঘরের মেজেয় শয়ন করিত। স্বামীর মৃত্যুর পর হানি-

ফকে বুকে করিয়া অতিদুঃখে দিনপাত করিত। হানিফের পিতা মজুর খাটিত। মৃত্যুর সময় হাতে একটী কড়িও ছিল না বরং দশ টাকা ধার হইয়াছিল, পাড়ার লোকে হানিফের মাকে নীকা করিতে (পুনরায় বিবাহ করিতে) অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হানিফের মাতার সে প্রকৃতি ছিল না, সে বলিত, "এমন পাপ কথা মুখে আনিও না,—আমি দ্বিচারিণী নই; খোদার আশীর্ব্বাদে আমার হানিফ বেঁচে থাকলে আমার এদুঃখ ঘুচে যাবে। খোদা যা করেন তাই হবে—তোমরা বৃথা আমায় প্রলোভন দেখিও না। তোমাদের দয়া না হয় আমাকে সাহায্য করিও না। আমি হানিফকে বুকে করিয়া ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইব। খোদা মুখ দিয়াছেন, আহার কি দিবেন না।" এই কথা বলিতে বলিতে হানিফের মাতার দুনয়নে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল—বুক ভাসিয়াগেল! হানিফ তখন মায়ের কোলে ছিল। মায়ের চোখের [redacted] হানিফের সর্ব্বশরীর ভিজিয়া গেল! মায়ের কান্না দেখিয়া হানিফ আধ আধ স্বরে বলিতে লাগিল,—"মা তুই কাঁদিৎকেন? বাজান (বাবা) কবে আত্বে? আমার যে খিদে পেয়েতে আমি কি কাব?"

তিন বৎসরের শিশুর মুখে এই কথা শুনিয়া হানিফের মায়ের বুক একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। দ্বিগুণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, "হাঃ খোদা! তুমি আজ আমার একি কল্লে! আমার হানিফকে রক্ষা কর খোদা, আমাকে তোমার চরণে স্থান

দেও প্রভু! এ দুঃখ যে আর সহিতে পারি না খোদা! খোদা, খোদা, তোমার হানিফকে বাঁচাও! এ দুঃখিণীর যে আর কেউ নাই প্রভু!" এইভাবে হানিফকে বুকে করিয়া ঘরের মৈজে গড়াগড়ি করিতে করিতে শরীর অবসন্ন হইল। মাতা পুত্রে গভীর নিদ্রায় আক্রান্ত হইল।

অনাহারে ও শোকে দুঃখে মাতা পুত্রে ছট্‌ফট্‌ করিয়া সমস্ত রাত্রিটা কোনও প্রকারে কাটাইল। শোকে হউক দুঃখে হউক, আহারে হউক অনাহারে হউক, দিন কাহারও থাকে না। দিন যায় আবার আসে। দিন কাহারাও জন্য অপেক্ষা করে না! হানিফের মা সমস্ত রাত্রি কেবল হানিফের মঙ্গল কামনা করিয়া খোদাত-লার দরগায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। পর দিন প্রাতে উঠিয়াই হানিফকে বুকে করিয়া ব্রাহ্মণ পাড়ায় উপস্থিত হইল। হানিফের মা মনে মনে স্থির করিয়াছিল—"[redacted]া—[redacted] দুয়ারে ভিক্ষা মেগে খাব, তবু স্বজাতির পরমান্নও গ্রহণ করিব[redacted]। আপনার চেয়ে [redacted] ভাল, চেয়ে জঙ্গল ভাল! ভিক্ষাইবা করিব কেন? গতর খাটিয়ে খাব—হানিফকে মানুষ করিব।"

এই মন্ত্র সার ভাবিয়াই বুক ঠুকিয়া কাজের সন্ধানে ব্রাহ্মণ পাড়ায় উপস্থিত হইল। হানিফকে বাঁচাব, তাকে মানুষ করিব এই আশাটাই যেন তার বুকের মাঝে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। শরীরে যেন [redacted] শক্তি আশ্রয় লইল! হাত পা যেন দ্বিগুণ

বলে বলীয়ান হইল। একমণ বোঝা যেন পাঁচসের বোধ হইল। স্বামীর অভাব যেন আর মনেও স্থান পাইল না! হানিফের মুখের দিকে চেয়ে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল।

মুখুয্যেদের বড় গিন্নী হানিফের মাকে দেখিয়াই যেন হাতে স্বর্গ পাইল! সেদিন তাঁহার বাড়ীতে নাতির অন্নপ্রাশন, অনেক কাজ আছে। হানিফের মায়ের দ্বারা বাইরের অনেক কাজের সাহায্য পাইবেন। তাই আজ হানিফের মায়ের এত আদর। গিন্নী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এস হানিফের মা, ভালই হল, তুমি আজ আমাদের বাড়ীতেই খাবে, কাজ কর্ম্ম করবে, কিছু পয়সাও দিব'খন। এই নাও মুড়ি কটা তোমার ছেলেকে খেতে দেও।" এই বলিয়া গিন্নী হানিফের মায়ের হাতে একডালা মুড়ি প্রদান করিল। হানিফের মাও খুব খুসী হইল এবং হানিফকে মুড়িগুলি খেতে দিল।

অবশ্য হানিফের মা পূর্ব্বেও মাঝে মাঝে এই পাড়ায় ফায়-ফরমাস খাটীত। আজত অভাবেই পড়িয়াছে। হানিফ মুড়ি খাইতে লাগিল, আর হানিফের মা গিন্নীর ফরমাস খাটিতে লাগিল। সেই অবধি হানিফের মা এই পাড়ায় ধান ভাণে ও অন্যান্য কাজও করে। তাই আজও ধানের বস্তা কাঁকে করিয়া ধান ভানিতে যাইতেছে—পথি মধ্যে গুরুমহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এখন হানিফের বয়স প্রায় দশ বৎসর। নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়ে।

পরিচয়।

গুরুমহাশয়।

গুরুমহাশয়ের নাম বঙ্গচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। দিয়াগাঁও গ্রামের দক্ষিণাংশে তাঁহার বাস। পদ্মানদীর একটী শাখা হইতে একটী প্রশাখা উক্ত গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গ্রামটীকে দ্বিভাগে পরিণত করিয়াছিল। এই প্রশাখার নাম দিয়াগাঁও খাল। ইহারই দক্ষিণ পারে গুরুমহাশয়ের বাস এবং উত্তর পারে মুসলমান পাড়ায় হানিফের বাস। বর্ষাকালে খালটী জলে পরিপূর্ণ থাকে, অন্য সময় শুখাইয়া যায়।

গুরুমহাশয়ের সংস্কৃতে অধিকার যথেষ্ট। উপাধী—বিদ্যাবাগীস্। সংসারে তিনি গৃহশূন্য। একটী পুত্র ও একটী কন্যা ব্যতীত তাঁহার আপনার আর কেহই নাই। গৃহিণীর অকাল মৃত্যুতে গুরুমহাশয়ের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। লেখাপড়ায় বা শাস্ত্রে আর তত মন দিতেন না। স্বহস্তে রান্না করিয়া পুত্র ও কন্যাকে খাওয়াইতে হয়। সংসারের সমস্তই নিজেকে করিতে হইতেছে। তাহার উপর আবার পাঠশালার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আছে। এখন শাস্ত্র আলাপের তত সময়ও পেতেন না। পুত্রের বয়স ছয়-বৎসর আর কন্যার বয়স আট। আজ তিন বৎসর গৃহিণীর পরলোক হইয়াছে। কন্যাটীর দ্বারা এখন সংসারের অনেক

সাহায্য হইতেছে। কিন্তু বিবাহেরও উপযুক্ত। আর বেশী দিন ঘরে রাখা যাইবে না।

দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ—কন্যাদায় গ্রস্ত! অতিকষ্টে কিছু অর্থ ধার করিয়া—পদ্মার দক্ষিণ পারে কোটালীপাড়া গ্রামে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়বরে কন্যার বিবাহ দিলেন। সংসারে যাহার সহায় নাই, সম্পদ নাই তাহার মত দুরদৃষ্ট আর কে আছে! কন্যা সুন্দরী হইলেও অদৃষ্ট ত আর সুন্দর হ'তে পারে না! বিধির নির্ব্বন্ধ এইরূপেই ঘটিয়া থাকে!

কন্যাদায়-গ্রস্ত হইতে মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু সংসারে গুরু-মহাশয়কে সাহায্য করিবার আর কেহ থাকিল না। অনেকে পুনরায় বিবাহ করিতে পরামর্শ দিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি বেশ জানিতেন যে, কন্যাদায় কি বিষম সঙ্কট। অতএব দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করা অপেক্ষা গৃহশূন্য থাকা সহস্রগুণে শ্রেয়! তাই তিনি এতকষ্ট সত্ত্বেও পুনরায় আর বিবাহ করিলেন না। মনে মনে ভাবি-লেন,—ছেলেটা আর একটু বড় হউক—লেখাপড়া শিখুক—পরে বিবাহ দিলেই আমার এই কষ্ট ঘুচে যাবে। এই আশায়ই গুরু মহাশয় বুক বাঁধিলেন। বাস্তবিক, আশায় লোক বেঁচে থাকে!

গুরু মহাশয় ষোল আনা বিদায় পাইয়া থাকেন। বাড়ীতে একটী সংস্কৃত টোল আছে। পূর্ব্বে ছাত্র সংখ্যা দশ বার জন ছিল, এখন দু'একটী মাত্র।

খালের ধারে একটি সুবৃহৎ বটবৃক্ষ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পথিক-গণের মস্তকে যেন প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ নিবারণ জন্য ছত্রদণ্ডের ন্যায় ছায়া বিতরণ করিতেছে। কত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর পথিক এই বটের ছায়া উপভোগ করিয়া শরীর শীতল করিতেছে, আর ভগবানের সৃষ্টি কৌশলের মহিমা গান গাহিতে গাহিতে পথিক-গণ স্বস্ব কাজে চলিয়া যাইতেছে।

এই বটবৃক্ষের ছায়ার দক্ষিণপার্শ্বে গুরুমহাশয়ের টোল ও পাঠশালা। পাঠশালার পশ্চিমধারে গুরু মহাশয়ের বাস গৃহ। গৃহটি খড়ের। অর্থাভাবে মেরামত না হওয়ায় গৃহটী জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। বৃষ্টির সময় প্রায় সহস্র ঝরণার ন্যায় জল পড়িতে থাকে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, গৃহ মধ্যে এমন মূল্যবান কিছুই নাই যাহা বৃষ্টির জলে ভিজিয়া নষ্ট হইতে পারে। রাত্রিকালে চন্দ্রালোকেই গৃহমধ্যে আলোকিত হয়, আর প্রদীপের আবশ্যক হয় না। মোটের উপর ব্রাহ্মণটী সর্ব্বশূন্য দরিদ্রতা।

পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা ৪০।৫০টী। মাসে সাত আট টাকা আয় হয়। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দুই টাকা. মোটের উপর এই আয় লইয়াই তিনি সুখী। তিনি অতিরিক্ত আয়ের প্রত্যাশাও করেন না। গুরু মহাশয় তত বৃদ্ধ না হইলেও পঞ্চাশের কোঠা পার হইয়াছেন। শরীর বেশ সবল ছিল কিন্তু স্ত্রী বিয়োগে দেহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

রবিবার। পাঠশালার কার্য্য বন্ধ। অবসর পাইয়া আজ পণ্ডিত মহাশয় অনুপস্থিত ছাত্রগণের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। পথিমধ্যেই হানিফের মাতার সহিত সাক্ষাৎ হয়। অনেক চেষ্টার পর হানিফের মাতা গুরু মহাশয়ের কথায় স্বীকৃত হইল এবং হানিফ ও রীতিমত পাঠশালায় যাতায়াত করিতে লাগিল।



হানিফের পরীক্ষা।

এক বৎসর পরে হানিফ নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এখন উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়ে। পাড়ার একটী বন্ধুর নিকট অবসর মত ইংরাজী প্রথম ভাগও পড়িতে লাগিল। হানিফের লেখাপড়ার যত্ন ও একাগ্রতা যথেষ্ট। কিন্তু পাড়ার কেহ কেহ বলিত,—"চাষার ছেলের লেখাপড়া শিখে লাভ কি? আর শিখবেই বা কতদূর? শেষে হয় ত মাথায় বোঝা বইতে লজ্জা করবে—ঘোর বাবু হয়ে পড়বে—না হয় বদ খেয়ালী হ'বে।" হানিফ সে কথায় কর্ণপাতও করিত না। আবার হানিফকে প্রশংসাও অনেকে করিত। কত লোকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিত,—"আহা বেঁচে থাক বাবা, গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে জীবনের উন্নতি সাধন কর। বিদ্যা অমূল্য ধন।" আবার কেহ কেহ বলিত,—"তোমার সোণার দোত কলম হউক।" হানিফ তাহাদের পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিয়া বিনয় সহকারে বলিত,—"আপনাদের আশীর্ব্বাদেই আমার বাসনা পূর্ণ হবে।" এইরূপ আশীর্ব্বাদটা হিন্দুতেই বেশীর ভাগ করিত। হানিফের নম্রতায় ও মিষ্টভাষায় পাড়ার লোকে মুগ্ধ হইয়াছিল। মুসলমানের ছেলে বলিয়া কোন হিন্দু ঘৃণা করা দূরের কথা, বরং আদর করিয়া কাছে বসাইত, কত স্নেহ করিত। গরিব বলিয়া

অনেকে সাহায্যও করিত। হানিফের অনেক হিন্দু বন্ধু ছিল। এই সকল বন্ধুর বাড়ীতে কোনও ক্রিয়া উপস্থিত হইলে হানিফও তাহাদের মধ্যে একজন আপনার জন হইত। মোট কথা হানিফের ব্যবহারে তাহাকে কেহ মুসলমান বলিয়া ধারণা করিতে পারিত না। এই কারণে স্বজাতির মধ্যে অনেকেই হানিফকে বিষনয়নে দেখিত।

প্রতি বৎসরই পাঠশালার পরিদর্শক (Inspector) আসিয়া ছাত্রগণের পরীক্ষা করিতেন। প্রতিবারই হানিফ ভাল ভাল বই পুরস্কার (Prize) পাইত। কিন্তু এই পুরস্কারে হানিফের মাতার তত সুখ হইত না। সে বলিত,—"যাহাতে পেট না ভরে সেরূপ পুরস্কারে লাভ কি ?"

হানিফ মাতার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সহাস্যবদনে বলিত —"মাগো, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি তাহাতে যদি পেট না ভরে, তবে জানবে—এই দুনিয়াটা খেয়ে ফেল্‌লেও আমাদের পেট ভরবে না। আমি খোদাকে ডাকতে শিখেছি,—তিনি আমাদের এদুঃখ মোচন করবেনই করবেন। মা, আশীর্ব্বাদ কর যেন সত্বরই তোমার দুঃখ দূর করিতে পারি।"

হানিফ বুঝিয়াছে—তাহার মায়ের বড় কষ্ট হইতেছে। এখন পয়সা উপার্জ্জন না করিতে পারিলে মায়ের মনে সুখ হবে না। তাই হানিফ এবার লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

হানিফের শিক্ষকতা।

এবার হানিফ উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া সরকার হইতে মাসিক দুই টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইল। গুরুমহাশয়ের আদেশ ক্রমে হানিফ লৌহজঙ্গ গ্রামে জমিদার বাবুদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ভাবে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। পাড়ার একটী হিন্দু বালককে বাড়ীতে সকালে পড়াইয়া দুই টাকা বেতন পাইতে লাগিল। মোটের উপর মাসিক চা'র টাকা করিয়া নগদ মায়ের হাতে দিত। অবসর মত সময় সময় গুরু মহাশয়ের পাঠশালার সাহায্যও করিত। হানিফের মায়ের প্রাণ আহ্লাদে আটখানা হইল। দুই হাত তুলিয়া হানিফকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। মায়ের আনন্দ দেখিয়া হানিফ বলিল,—

"মা, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি যাহা পাইয়াছি তাহার তুলনায় এই সামান্য অর্থ কিছুই নয়।" এই কথা শুনিয়া হানিফের মা মনে করিল,—বোধ হয় আমার হানিফ আরও অনেক টাকা যোগাড় করিয়াছে। হানিফ মায়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"মা, এই অর্থ, অর্থ নয়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধনই বহু মূল্যবান অর্থ। সে উদ্দেশ্য কি তা শুন—প্রথমতঃ চরিত্র গঠন করা—সংসারে প্রকৃত মানুষ হওয়া। পরোপকার প্রধান কর্ত্তব্য। মিথ্যা বা প্রবঞ্চনার

ছায়া ও স্পর্শ করিতে নাই। সকলকে সমান চক্ষে দেখা মহত্তের কাজ। তুমি মা অত কথা বুঝবে না। ইতিহাসে এইরূপ কত শত মহাত্মার কীর্ত্তিকাহিনী লেখা আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মা তোমার মত মায়ের আশীর্ব্বাদ আর খোদার দয়া থাকিলে এ সংসারে আমরা কিনা করতে পারি।"

হানিফের মুখে এইরূপ সাধুবাদ শুনিয়া তাহার মা খোদাতলার দরগায় করুণ কণ্ঠে জানাইল,—"হে খোদা আমার হানিফকে রক্ষা করিও। তুমি ভিন্ন হানিফের আমার আর যে কেহ নাই প্রভু! তুমি দয়া করে হানিফের প্রতি মুখ তুলে চাও।" এই বলিয়া হানিফের মুখচুম্বন করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল। মনে হয় স্বর্গেও বুঝি এ সুখ মিলে না। হানিফের মা বলিল,—"চল বাবা, কালকের দু'টী বাসিভাত আছে তাই খেয়ে পড়তে যাবে, বেলাও হয়েছে।"

হানিফ। মা, আজ স্কুলে যাব না—ছুটি আছে। ঐ ভাত ক'টা খেয়ে তুমি কাজে যাও। আমার নেমন্তন্ন আছে।

হাঃ মাঃ। তুই রোজ রোজ যা'দের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে যাস্, কই তাদেরকে তুই একদিনও ত খাওয়াস্ নে?

হানিফ। মা, তারা যে হিন্দু—আমাদের হাতে খাবে কেন? আর তাদেরকে কি খাওয়াব—আমাদের কি আছে মা?

হানিফ মনে মনে স্থির করিল—একদিন বন্ধুদিগকে মিঠাই খাওয়াব।

পুত্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হানিফের মা বলিল,—"আচ্ছা তা হবেখ'ন। তোর বিয়ের সময় সকলকে নিমন্ত্রণ করিস্।

মায়ের মুখে বিবাহের কথা শুনিয়া হানিফ লজ্জায় অবনত মস্তকে বই লইয়া পড়িতে বসিল। হানিফের মা ও স্বকার্য্যে চলিয়া গেল।

পথে চলিতে চলিতে হানিফের মা কল্পনারাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। হানিফ লেখাপড়া শিখিলে ক্রমে ক্রমে মাইনে আরও বেশী পাবে। দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ, একশ, এইরূপে মেলা টাকা উপায় হবে। তখন হানিফের বিয়ে দিব! খুব সুন্দরী বৌ আনব। অনেক গহনা দিব। ক্রমে ক্রমে হানিফ পাকা বাড়ী করবে। তারপর কত ছেলে পিলে হানিফের হবে। তখন আমি-আর কি করব? কিছু টাকা হাতে করিয়া মক্কায় যাব। মক্কা থেকে ফিরে এসে—

এই বলিতে বলিতেই বায়োনদের বাড়ীর উঠানে উপস্থিত। আর গৃহিণীও বলিয়া উঠিল—"কি গো হানিফের মা আজ এত দেরী হ'ল কেন?"

হাঃ মাঃ। (অপ্রস্তুত ভাবে) এইত—এইত, মা ঠাকুরুণ হানিফের সঙ্গে ঝগড়া করছিলুম। ছেলেটা বড় অবাধ্য, আমি না খেলে সে কিছুতেই খাবে না।

গৃহিণী। না হানিফের মা, অমন কথা বলো না। তোমার

হানিফ লক্ষ্মী ছেলে। লেখাপড়াও বেশ শিখেছে। আহা বেঁচে থাক। হানিফ মানুষ হ'লে তোমার দুঃখ ঘুচে যাবে।

হাঃ মাঃ। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর্ মা, যেন আমার হানিফ বেঁচে থাকে। আমি যেন তার সাম্‌নে মরতে পারি।

এই বলিয়া স্বকার্য্যে নিযুক্ত হইল। গৃহিণীও আপন কাজে চলিয়া গেল।

হানিফ অনাথ।

এবার হানিফ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আর এক বৎসর বাদে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইবে। এযাবৎ সকল শ্রেণীতেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। হানিফ শিক্ষকদের ও ছাত্রগণের বড়ই প্রিয়পাত্র হইল। হানিফ না হইলে ছাত্রদের স্কুলের কোন ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইত না। হানিফের ব্যবহারে, হানিফের লেখাপড়ার একাগ্রতায় দেশের লোক মুগ্ধ হইল। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, হানিফের ভাগ্যে অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল! হানিফ আজ মাতৃ-হারা—কাঙ্গাল! পূজার বোধন না হ'তেই মঙ্গলঘট ভাঙ্গিয়া গেল! হানিফ চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিল। হানিফ চীৎকার করিয়া উঠিল,—"হায় খোদা, আজ তুমি আমার একি সর্ব্বনাশ করলে! কি অপরাধে আমার জীবনের একমাত্র সহায় মাকে হরণ করলে। প্রভু, আমার মা যে বড় দুঃখিনী! তাঁর যে আর কেউ নাই দয়াময়! আমি মাতৃ-হারা হয়ে এজীবন কেমন করে বইব!"

হানিফের চীৎকার শুনিয়া পাড়ার লোক একে একে জড় হইল। গুরুমহাশয়ও আসিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল—"কি হয়েছে হানিফ কাঁদছিস্ কেন? তোর মা কোথায়?"

মাতার মৃতদেহ ঘরের মেজেয় ছিল। গত রাত্রে ভোরে কয়েকবার ভেদবমী হইয়াই হঠাৎ মারা যায়। কবিরাজ ডাকিতেও সময় পাইল না। চীৎকার করিতে করিতে হানিফ ঘরের বাহির হইয়া উঠানে ছট্‌ফট্‌ করিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। হানিফকে সকলেই নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল! গুরুমহাশয় হানিফকে কোলে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"হানিফ তুমি লেখাপড়া শিখেছ। তুমি ধৈর্য্যধারণ কর। অবোধের মত এত উতলা হ'লে চলবে কেন? তোমার মা তোমাকে রেখে বেশ সুখেই গেছে। তুমিও এখন সংসার চিনেছ। তবে বৃথা আর কাঁদছ কেন বাবা, স্থির হও।"

গুরুমহাশয়ের কথায় আশ্বস্ত হইয়া হানিফ মুখ তুলিয়া যেমন তাঁহার দিকে চাহিল অমনি গদগদ কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল,—"তবে কি আর মাকে দেখ্‌তে পাব না!" কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষের জলে হানিফের বুক ভাসিয়া গেল!

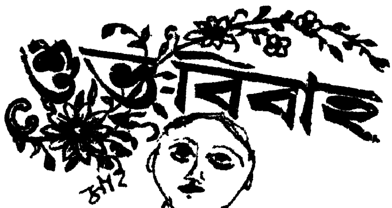
দেখিতে দেখিতে পাড়ার অনেক মুসলমান আসিয়া একত্র মিলিত হইল। হানিফের মায়ের মৃতদেহ সকলে মিলিয়া গোর-স্থানে লইয়া চলিল। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী বটগাছের পূর্ব্ব পার্শ্বে হানিফের মাতাকে কবর দেওয়া হইল। সেই অবধি হানিফ প্রত্যহ কবরের নিকট দাঁড়াইয়া মাকে ডাকিত আর মায়ের উদ্দেশ্যে কবরের গায়ে সেলাম করিয়া সকল কার্য্যে অগ্রসর

হইত। হানিফ এখন বুঝিল, সংসারে যা'র মা নাই, তার কেউ নাই!

হিন্দুর শবদাহ করিতে লোকের অভাব হয়। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে তাহা নহে। যে কাণে শুনিবে সেই বিনা বাক্যব্যায়ে এই শুভকার্য্যে যোগদান করিবে। তা'দের তখন শত্রু মিত্র অভেদজ্ঞান থাকে। কিন্তু হিন্দুর বাসি মরাও হয়, আবার লোক অভাবে শব ফেলেও দেওয়া হয়। হায়রে হিন্দু সমাজ!

মাতৃ-হারা হইয়া হানিফ পাড়ার কোন স্বজাতির ঘরে খোরাকী দিয়া খাইতে লাগিল। মাসিক চারি টাকা হিসাবে খোরাকী দিতে হয়। গুরুমহাশয়ের আদেশ মতে হানিফ পড়া-শুনা করিতে লাগিল।

হানিফের



মাতৃ-বিয়োগের পর বৎসর হানিফ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া সরকার হইতে দশটাকা ভাতা পাইতে লাগিল। এখন হানিফ আই, এ পড়ে। গুরুমহাশয়ের সুপারিসে ময়মনসিংহ জেলার জনৈক মুসলমান জমিদারের কলিকাতাস্থ আবাসে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল। উক্ত জমিদারের পুত্রের প্রাইভেট্ শিক্ষকতা করিয়া খোরাকী প্রাপ্ত হইয়াছিল। মোটকথা হানিফের বিদ্যা শিক্ষার আর কোন অভাব ছিল না।

ক্রমে হানিফ দক্ষতার সহিত আই, এ পাশ করিয়া মাসিক কুড়ি টাকা ভাতা পাইতে লাগিল। এবার হানিফ বি এ পড়ে। উর্দ্দূ ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। প্রতি বৎসরই সরকার হইতে ভাতা (Scholarship) পাইতে লাগিল। সরকারের সুদৃষ্টি হানিফের উপর ক্রমেই প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। অন্নদাতা জমিদারেরও সুনজরে পড়িয়া গেল। হানিফের এখন সময় ভাল—সোনায় সোহাগা হইল। জমিদার সাহেবের ইচ্ছা

তাহার দৌহিত্রী ইরানীর সহিত হানিফের বিবাহ দেন। কিন্তু হানিফ তাহার গুরুর আদেশ ছাড়া কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করিত না। অতএব হানিফ প্রকারান্তরে মনের ভাব ব্যক্ত করিল। হানিফের এবম্বিধ ব্যবহারে জমিদার সাহেব একটু বিরক্ত হইলেন।

আশ্বিন মাস। বড় পূজার ছুটি উপলক্ষে হানিফ এবার দেশে যাবে মনে স্থির করিল। এমন সময় গুরুমহাশয়ও এক চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ—

বাবা হানিফ, অনেক দিন তোমার খবর পাইতেছি না। পত্রপাঠ তোমার কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। খোদার আশীর্ব্বাদে তোমার বিদ্যাশিক্ষার কৃতকার্য্যতা দেখিয়া আমি পরমানন্দিত হইয়াছি। তুমি চিরসুখী হও ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

বাবা, তোমাকে অনেকদিন দেখি নাই। তোমাকে দেখবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল। অতএব এবার ৺পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিবে। আমার প্রাণের কথা তোমায় বলিব। বোধ হয় আমি আর বেশীদিন বাঁচিব না। দুঃখের বিষয় ছেলেটা মানুষ হইল না। আশা করি এবার তোমায় দেখে প্রাণের শান্তিলাভ করিব। ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীবঙ্গচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গুরুমহাশয়ের পত্র পাইয়া বারবার সেলাম করিয়া পত্রখানা পকেটে রাখিয়া দিল। ছুটীর আর তিন দিন মাত্র বাকী আছে। গুরুমহাশয়কে দেখিবার জন্য হানিফের প্রাণও কাঁদিয়া উঠিল। সংসারে আপানার বলিতে যদি কেহ থাকে তবে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গুরুমহাশয়। গুরুমহাশয়ও হানিফকে আপনার সন্তানের অধিক ভালবাসিতেন। হানিফ মুসলমান হইলেও গুরুমহাশয় তাহাকে আদরে কোলে করিতেন, কাছে বসাইতেন, নিজে হাতে খাওয়াতেন। হানিফেরও আচার ব্যবহার ঠিক হিন্দুর ন্যায়। হানিফকে দেখিয়া কেহ মুসলমান বলিয়া ধারণাও করিতে পারিত না। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মস্তকে কোঁকড়ান কেশরাশী ও নয়নদ্বয়ের ভ্রুযুগে ললাটের সৌন্দর্য্য, নিখুঁত ভাবে বিকশিত হইয়াছে। দেহ খানাও নধরকান্তি হানিফকে দেখিলে মনে হয় সৃষ্টিকর্ত্তা ভুল ক্রমে তাহাকে পাড়াগেঁয়ে মুসলমান চাষার ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ঠিক যেন গোবরে পদ্মফুল ফুটিয়াছে! তদুপরি মিষ্টভাষী, বিদ্বান ও চরিত্রবান। হিন্দুর ঘরেও এরূপ সন্তান অতি বিরল। মোটের উপর হানিফের ভিতর ও বাহির উভয়ই সুন্দর। বাস্তবিক জাতিগত বিচারে লোকের চরিত্র পাঠ করা যায় না। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। স্বভাব সুন্দরই সুন্দর। "The crown and glory of life is character."

যেদিন কালেজ ছুটী হইল সেই দিনই হানিফ বাড়ী রওনা হইল। আসিয়াই গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা

মস্তকে ধারণ করিল। গুরুমহাশয় ও দুই হাত তুলিয়া আশী-র্ব্বাদ করিয়া হানিফকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। হানিফও পুনরায় গুরুমহাশয়ের পায়ের ধুলা মাথায় দিল। এখানে বলিয়া রাখি—হানিফ মুসলমান হইয়াও গুরুমহাশকে কখনও সেলাম করিত না, পায়ের ধুলা লইত। যেহেতু হানিফ জাতিতে মুসলান হইয়াও ব্যবহারে হিন্দু।

গুরু। (হানিফের পিঠে হাত বুলাইয়া) ভাল আছিস ত বাবা?

হানিফ। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি বেশ ভালই আছি। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত?

গুরু। আমার নিজের দেহটা বড় ভাল নয় হানিফ। তুমি এসেছ ভালই হ'ল। আমার গোটাকতক প্রাণের কথা তোমায় ব'লব। দেখিও আমার কথা অমান্য ক'র না বাবা।

হানিফ। গুরুদেব, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। প্রাণ থাকতেও আপনার আদেশ অমান্য করব না।

গুরুমহাশয় ঘরের বারান্দায় মোড়ার উপর বসিয়া এবং হানিফ মাটীতে বসিয়া কথোপকথন করিতেছে। নিকটে আর কেহই ছিলনা। গুরুমহাশয় পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

"হানিফ এবার তুমি বিবাহ কর। তুমি বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিলেই আমার সকল আশা পূর্ণ হয়।

হানিফ এবার মাথা নীচু করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা

মাটিতে আঁকিবুঁকী করিতে লাগিল। কি আঁকিল তাহা হানিফও বুঝিতে পারিল না। কিন্তু ভাবে বুঝা গেল হানিফ গভীর-চিন্তা-মগ্ন।

গুরু। হানিফ! মাথা হেট্ করে রইলি যে? তবে আমার কথা——

গুরুদেবের কথা শেষ হইতে না হইতেই হানিফ চকিতের ন্যায় গুরুমহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিনয় সহকারে উত্তর দিল—"আপনার আদেশ পালনে আমার প্রাণপণ।

গুরু। তবে আমাদের আমিনার মেয়ে দুলালীকে বিবাহ কর।

আমিনা বিধবা। কন্যা দুলালীই অন্ধের যষ্ঠীর মত আমিনার একমাত্র অবলম্বন। গুরুমহাশয়ের বাড়ীতেই বেশীর ভাগ ধান ভানে, বাসন মাজে, ঘর নিকয়। হানিফের মায়ের মতই আমিনা দুঃখ কষ্ট করিয়া দুলালীকে বার বৎসর পুষিয়া আসিতেছে। দুলালী পরমাসুন্দরী সন্দেহ নাই। কিন্তু কাঙ্গালিনী। দুলালীর রূপ কেহ ভাল করিয়া পরখ করিতে পারে নাই। দেহখানি ধূলা মাটী মাখানই থাকিত। ময়লা ছিন্নবস্ত্র একখানা বই ছিল না। দুলালীর রূপ লুক্কায়িত ছিল। এইরূপ যদি বড়লোকের ঘরে থাকিত ঘর আলোকিত হইত। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে পারে না।

গুরুমহাশয় জানিতেন—হানিফ ইচ্ছা করিলে খুব বড়লোকের

ঘরে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে হয়ত হানিফের অর্থোপার্জ্জনে বা বিদ্যা অভ্যাসে বাধা জন্মাবে জীবনের উদ্দেশ্য ও সিদ্ধি হইবে না। হয়ত শ্বশুরালয়ই তখন মথুরাপুরী হইবে! ঘর জামায়ের মত স্ত্রীর অধীনে জীবন পাত করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া এই বিবাহেই গুরুমহাশয় মত প্রকাশ করিলেন। দুলালীর চরিত্র লক্ষণ ও হস্ত রেখা দেখিয়া ভবিষ্যৎ সুফল গণনা করিলেন।

হানিফ একবাক্যে গুরুদেবের কথায় স্বীকৃত হইল। হানিফ ভাল মন্দ জানে না—জানে গুরুবাক্য।

গুরু। তবে এই পূজার ছুটির ভিতরেই তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।

হানিফ। গুরুদেব, এই বিবাহে আমি বড়ই সুখী। কিন্তু যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন না করে বিবাহিতাকে ভরণ পোষণ করব কি করে?

গুরু। সে ভাবনা আর তোমায় ভাবতে হবে না বাবা। গরিবের ছেলে গরিবের মেয়েকে বিবাহ করিলে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন কি? গরিব গরিবের মতই থাকিবে। এই ধর— এখন তোমাদের চলছে কি করে?

হানিফ। তবু ঘরদরজাটা মেরামত করতে হবে। স্বজাতি গ্রামবাসী পাঁচজনের মতামত ও নিতে হবে।

গুরু। নিশ্চয়। আর যদি গ্রামবাসী এই বিবাহে মত না দেয়?

হানিফ। তথাপি গুরুবাক্য অমান্য হবে না।

গুরু। তবে যাও দু' একটাকা খরচ করে ঘরটা মেরামত করগে আর যা'দের মতামত নিতে হয় নাওগে। আমি বিবাহের দিন স্থির করিয়া দিব। তোমার বাড়ীতেই বিবাহ কার্য্য সমাধা হইবে। আমিনার ঘর নাই সে আমার এখানেই থাকে। বিবাহ হইলে আমিনাও তোমার বাড়ীতে থাকবে, দুলালীকে ঘর কন্না শিখাবে।

গুরুদেবের পায়ের ধূলা মাথায় করিয়া আপন গৃহে আসিয়া গ্রামবাসীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিল, স্বজাতির মধ্যে অধিকাংশই হানিফের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত। আবার কেহ কেহ হানিফের বিদ্যার পরিচয়টা যেন একটা ছেলেখালার মত মনে করিত। অবশ্য ইহারা নিতান্ত চাষা শ্রেণীর লোক। আবার কেহ কেহ বলিত, "আরে ভাই, হানিফ দুট' পাস দিয়েছে। মাসে পঞ্চাশ-টাকা মাইনে পায়, কত বড় বড় সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে, আবার লাটসাহেব নিজে হানিফকে একটা বড় চাকরী দিয়েছে।" ইত্যাদি বিষয় খুবই অন্দোলন হইত। মোট কথা হানিফ পাড়ার একটি রত্ন।

হানিফের চাকরী।

গ্রামবাসী স্বজাতির অধিকাংশের অমত হইলেও হানিফ গুরুদেবের আদেশ মতে দুলালীকে বিবাহ করিয়া গৃহলক্ষ্মীকে নিজগৃহে রাখিয়া পুনরায় কলিকাতায় রওনা হইল। আমিনাও জামতার গৃহ রক্ষা করিতে লাগিল। কলিকাতায় আসিবার সময় হানিফ তাহার মাতার কবরের পাশে হাটুগাড়িয়া হাত জোড় করিয়া কবরোপরি দু'ফোঁটা উষ্ণ অশ্রুজল ফেলিয়া মাতৃ চরণো-দ্দেশে বার বার সেলাম করিল। হানিফ জানিত—মায়ের আশীর্ব্বাদই এক মাত্র তাহার উন্নতির কারণ।

হানিফ যখন সেলাম করিতেছিল তখন মন মাতৃ চরণে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। হানিফ স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, তাহার মা যেন দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে, আর বলিতেছে, "হানিফ তুমি দীর্ঘায়ু হও।" এবার হানিফ প্রফুল্লচিত্তে দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে লাগিল। ষ্টেশনের পথেই গুরুমহাশয়ের বাড়ী। হানিফ গুরুমহাশয়েরও আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া হাসি মুখে বিদায় লইল। হানিফের সংসারের ভার গুরু-মহাশয় নিজেই লইলেন। হানিফকে কিছুই বলিতে হইল না।

নিয়মিত সময়ে হানিফ কলিকাতায় পৌঁছিল। হানিফ এবার বি, এ পরীক্ষা দিবে। প্রাইভেট শিক্ষকতা করিয়া মাসিক দশ

টাকা উপায় করিত। তা' ছাড়া ভাতা (Scholarship) কুড়ি টাকা পাইত, মোট কথা মাসিক পনের কুড়ি টাকা বাড়ীতে সাহায্য করিতে লাগিল। টাকা গুরুমহাশয়ের নামে আসিত। গুরুমহাশয় এই টাকা দ্বারা হানিফের স্ত্রী ও শাশুড়ীর সাহায্য করিয়া ও মাসিক পাঁচ সাতটাকা করিয়া জমা রাখিতেন।

বি, এ পরীক্ষা দিয়াই হানিফ চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রায় এক মাসের চেষ্টার পর হানিফের ভাগ্যে একটা চাকরী জুটিল। রাইটার্স বিল্ডিংএ শিক্ষানবিসের পদে (apprentice-ship) দশ টাকা মাইনের ব্যবস্থা হইল। বসিয়া থাকার চেয়ে বেগার দেওয়া ভাল। বিশেষতঃ হানিফের সহায় বা সম্পদ কিছুই নাই। অতএব এই চাকরীই হানিফের পক্ষে যথেষ্ট। যথা কালে হানিফ চাকরীতে প্রবেশ করিল।

যাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া হানিফ এতদিন বিদ্যাশিক্ষা করিতে-ছিল, সেই জমিদার সাহেব পুনরায় হানিফের বিবাহের প্রস্তাব করেন। হানিফ স্পষ্টই জবাব দিল—"আমি বিবাহিত।"

হানিফ বিবাহ করিয়াছে শুনিয়া জমিদার সাহেব মনে মনে বড়ই চটিয়া গেলেন। সামান্য একটা চাষার ছেলে কিনা আমার কথা অগ্রাহ্য করিল! নাঃ, এমন নিমকহারাম বেইমানকে আমার বাড়ীতে আর স্থান দেওয়া হবে না। এখুনি তাড়াতে হবে।

হানিফ পরঘরী বা পরভাতী ভালবাসে না। বিশেষতঃ এখন সে চাকরী করে। এমতাবস্থায় পরাধীনতা স্বীকার করিবে

কেন? হানিফ আরও বুঝিয়াছিল—"যখন আমি বিবাহিত, আমার আশ্রয়দাতার মনে রাগ স্বতঃসিদ্ধ। অতএব আর এখানে থাকা নিতান্ত অন্যায়।"

মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটস্থ মুসলমান মেসে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া হানিফ জমিদার সাহেবের নিকট বিদায় লইল।

কিছু দিন পর হানিফের পাশের খবর বাহির হইল। হানিফ এবারও খুব দক্ষতার সহিত প্রথম বিভাগে সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। হানিফের পাশের খবর পাইয়া গুরুমহাশয় পাড়ায় পাড়ায় আনন্দ উৎসব করিতে লাগিলেন। আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে দয়াময় প্রভু! আমার হানিফের মঙ্গল কর—হানিফকে রক্ষা কর।"

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রায় সকল আশাই পূর্ণ হইল। এখন চাই—হানিফের বড় রকমের একটা সম্মানের চাকরী।

হানিফ মনে মনে স্থির করিল,—এবার যদি একটা ভাল চাকরী পাই তবে প্রাইভেট্ এম্ এ ও বি এল্ পড়িব। ভগবানের রাজ্যে কিছুরই অভাব নাই। where there is will, there is way. চেষ্টার অসাধ্য কোন কাজ নাই। তবে পরাধীন চাকরী করা হানিফের একান্ত অনিচ্ছা। ভবিষ্যতে স্বাধীন কাজ করিবে ইহাই তাহার বাসনা। কিন্তু উপস্থিত পয়সা চাই,—সংসার প্রতিপালন করিতে হইবে।

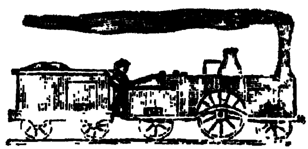
নানা প্রকার কল্পনা জল্পনার পর ভাল চাকরীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জনৈকবন্ধু আসিয়া বলিল—"হানিফ চাকরী করবে?"

হানিফ। কোথায়?

বন্ধু। স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের একটা কাজ খালি আছে।

হানিফ। হাঁ করব।

বন্ধুর উপদেশ মত হানিফ দরখাস্ত করিল।



মণিহারা ফণী।

সন্ধ্যার মৃদু সমীরণ সেবন জন্য হানিফ একদিন ছাদে উঠিল। একাকী ছাদের কোণে বসিয়া খোদার আলৌকিক সৃষ্টী কৌশল নিরীক্ষণ করিতে করিতে মনে মনে বলিতে লাগিল, "খোদা! এই দুনিয়া তোমার,—তুমি ও দুনিয়ার! আমরা সেই দুনিয়াই বাস করি, নাচি গাই খাই বেড়াই। সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম সবই করি। পাপ পুণ্য দুই আমাদের সাথী। তাই কেহ হাসে কেহ কাঁদে, কেহ সুখী, কেহবা দুঃখী! শুধুপাপ বা শুধুপুণ্য লইয়া সংসার নহে। পাপ পুণ্য দুই সংসারে বিরাজ করে। স্বর্গ আর নরক বলিয়া অন্য কোনও দেশ নাই। স্বর্গ আর নরক এই দুই লইয়াই এই সংসার। জন্ম মৃত্যু এই দুই সংসার নাট্যমন্দিরের প্রধান অভিনয়। এই অভিনয়ে অভিনেতা এবং অভিনেত্রী দুই-ই অভিনয় করে। কখন ও কেহ রাজা সাজে কেহ বা রাণী সাজে; আবার কেহ দস্যু কেহ বা সাধু সাজে। সাজ সজ্জা যতক্ষণ, ততক্ষণই অভিনয়! সাজ পোষাক পরিত্যাগ করিলে যেই নেড়া সেই নেড়া, আর যেই নেড়ী সেই নেড়ী! কেবল মোখস পরিবর্ত্তন! পরিবর্ত্তনশীল জগতে সবই পরিবর্ত্তিত হয়।

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে হানিফের চোখে জল আসিল

দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক করুণ স্বরে বলিল,—"হায়রে আজ আমার মা নাই !"

এমন সময় জনৈক বন্ধু চীৎকার করিয়া হানিফকে ডাকিল। হানিফ তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। দেখিল টেলিগ্রাফ্ পিয়ন ! "একি ! আমার টেলিগ্রাফ্" ! সই করিয়া টেলিগ্রাফ পড়িল। পড়িয়াই হানিফ চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল ! সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরিতে লাগিল। "হায়, হায়, আমার গুরুদেব বুঝি আর নাই !" এই কথা বলিতে বলিতে বন্যার জলের ন্যায় চোখের জলে হানিফের বুক ভাসিয়া গেল।

বন্ধু। কিসের টেলিগ্রাফ হানিফ্ ?

হানিফ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভাই, সংসারে আমার একমাত্র সহায়, যাঁহার দয়াতে আমি এত বড়টা হয়েছি—যিনি আমার পিতা মাতার চেয়েও পূজ্য—যিনি আমাকে তাঁহার সন্তানের চেয়েও স্নেহ করিতেন—যাঁহার আশীষ বাক্যে ও স্নেহ সম্বোধনে আমি আমার মাতৃশোক পর্য্যন্ত ভুলিয়াছিলাম, সেই পরমারাধ্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—আমার গুরুদেব বোধ হয় ইহ-লোকে আর নাই !"

বন্ধু। দেখি কি লেখা আছে ?

বন্ধুর হাতে টেলিগ্রাম্ দিয়া, নিজ পরিধানের বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখ চাপিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বন্ধু। হানিফ, এত উতলা হ'ওনা। তুমি এই ট্রেনেই

রওনা হও। কোনও ভয় নাই—তুমি যেয়ে তাঁকে দেখতে পাবে'খন।

বন্ধুর কথায় যেন হানিফ একটু আশ্বস্ত হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—হয়ত দেখতে পাব। ব্যারাম কঠিন। এখনই রওনা হওয়া উচিত। এই বলিয়া বাজারে গেল। ভাল ভাল ফল এক ঝুড়ি খরিদ করিয়া সঙ্গে লইল। হানিফ গাড়িতে উঠিল, গাড়ি ছাড়িয়া দিল। সে রাত্রে হানিফের আর আহার নিদ্রা হইল না। কেবল গুরুদেবের চিন্তায়ই মগ্ন! এক একবার ভাবে,—যদি দেখা না হয়? যদি না বাঁচেন? তবে গুরুদেবের পুত্রের গতি কি হবে? খোদা! আমার আপনার বলতে যে আর কেহ নাই! দোহাই খোদা, আমার গুরুদেবকে বাঁচাও।

সেদিন হানিফের পক্ষে রাত্রিটা যেন অতি দীর্ঘ বলিয়া মনে হ'তে লাগিল! রাত আর ভোর হয় না! মনে হয় একদৌড়ে ছুটে যাই। আহা কতক্ষণে গুরুদেবের দেখা পাব! চক্ষের পলক আর পড়ে না। কত কল্পনা জল্পনা করিতে লাগিল।

তৎপর দিবস যথাকালে হানিফ ষ্টেশনে পৌছিল! কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না। পাছে কেহ বলে "হানিফ তোমার গুরুদেব মারা গিয়েছে!" নাঃ, কাকে জিজ্ঞাসা করব? কে কি বলবে তাই বা কে জানে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হানিফ আর অপেক্ষা না করিয়া ফলের ঝুড়ি নিজেই বহিয়া দ্রুত গুরুদেবের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

প্রদীপ নিবিল।

ষ্টেশন হইতে গুরুদেবের বাড়ী প্রায় এক পোয়া রাস্তা। বাহ্যজ্ঞান শূন্য মনে হানিফ পথ চলিতেছে। প্রখর রৌদ্র তাপ। ভ্রূক্ষেপও নাই! কত হোচট খাইয়াছে তাহারও সংখ্যা নাই! গ্রামের নিকটবর্ত্তী আসিয়া কাণ খাড়া করিল। যদি কোন অমঙ্গল ধ্বণী শুনিতে পাই! যদি গুরুদেবকে আর দেখিতে না পাই! প্রাণে অন্য কোনও আশা নাই মনে অন্য কোনও চিন্তা নাই—কেবল গুরুদেবের বিষয়ই তোলাপাড়া করিতেছে। আর বিরাম নাই—উদাস প্রাণে চাতকের ন্যায় পথ চলিয়াছে। এত বড় তুনিয়াটার মাঝখানে গুরুদেবের প্রতিমূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না—আর কোন চিন্তাও খুঁজিয়া পাইল না! সংসারে গুরুদেব ছাড়া বোধ হয় হানিফের তখন আর কেহই ছিল না। কতক্ষণে বাড়ী পৌছিবে,—গুরুদেবের চরণের আশীর্ব্বাদ মাথায় লইবে! কতক্ষণে এই বেদনা, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলগুলি তাঁহাকে খাওয়াবে। গুরুদেব কতক্ষণে "বাবা হানিফ" বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিবেন। এই চিন্তা করিতে করিতে গুরুমহাশয়ের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। বুকটা ধরফর্ করিয়া উঠিল। হাত পা শিথিল হইল। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক প্রায়।

গুরুদেবের পুত্র শিবু বাইরে খেলা করিতেছিল। হানিফ সাহস করিয়া কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতেও পারিল না। শিবু হানিফকে দেখিয়াই ঘরের ভিতরে ছুটিল।

শিবু। বাবা! হানিফদাদা এসেছে। ঘাড়ে করে কি একটা মস্ত ঝুড়ি এনেছে!

গুরুদেবের তখনও চৈতন্য ছিল। হানিফ আসিয়াছে শুনিয়া হাতে আকাশের চাঁদ পাইলেন। শরীর যেন সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। এতক্ষণ বিকার গ্রস্থ ছিল। এখন যেন আর মরিবে না মনে করিতে লাগিল। উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না—শক্তিহীন। নয়নদ্বয়ের কোণে জল বিন্দু দেখা দিল! দেখিতে দেখিতে বান ডাকিল—জলে বালিস ভিজিয়া গেল, নয়ন মুদ্রিত করিল।

এমন সময় হানিফ ফলের ঝুড়ি বারান্দায় রাখিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিল,—"বাবা, বাবা, এই যে আমি এসেছি। একবার তোমার হানিফকে তেমনি করে কোলে নাও বাবা। তোমার সাধের হানিফকে "বাবা হানিফ" বলে একবার তেমনি করে ডাক বাবা। বাবা, এই দুনিয়ায় আমার আর যে কেউ নেই!" এই বলিয়া হানিফ গুরুমহাশয়ের পদতলে লুটিয়া পড়িল।

গুরুমহাশয় অতিকষ্টে হানিফকে একবার ডাকিলেন, "বাবা হানিফ, আমার কাছে আয় বাবা!"

স্নেহমাখা ডাক শুনিয়া হানিফ যেন এক মুহূর্ত্তের জন্য সংসারের সমস্ত শোক তাপ ভুলিয়া গেল। আবার সজল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদেবের মুখের সামনে আসিয়া বসিল। গুরুদেব বহুকষ্টে দুই হাত তুলিয়া হানিফের মাথায় স্থাপন করিলেন,—স্পষ্ট কিছু বলিতে পারিলেন না। মনে মনে হানিফকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এমন সময় কবিরাজ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাড়ী দেখিয়া বুঝিলেন, বড় ক্ষীণ দুর্ব্বল! পার্শ্বে দণ্ডায়মানা গুরু-মহাশয়ের কন্যা লীলা। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—"লীলা, একটু দুধ নিয়ে এস? আর যদি বেদনা কিম্বা আঙ্গুর থাকে তবে তাহার রস তৈরী কর।"

লীলা তাড়াতাড়ি দুধ আনিয়া দিল। কবিরাজ মহাশয় গুরু মহাশয়কে একটু দুধ খাওয়ালেন। হানিফ ও তাড়াতাড়ি চোক্ মুছিতে মুছিতে বারান্দায় যাইয়া ঝুড়িথেকে দুটী বেদনা ও কতক গুলি আঙ্গুর আনিয়া লীলার হাতে দিল। লীলা বেদানার রস করিয়া আনিয়া পিতাকে খাওয়াতে লাগিল।

হানিফ ব্যাকুলভরে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল,—"কবিরাজ মহাশয় কেমন দেখিলেন? আমার গুরুদেব কি বাঁচবেন না? বলুন কবিরাজ মহাশয়, সত্যবলুন?" এই বলিতে বলিতে হানিফ আবার কাঁদিতে লাগিল।

কবিরাজ। হানিফ, অমন করে রোগীর সাম্নে কাঁদতে নেই।

ব্যামো কি লোকের হয় না। ভাল হবে ব'ই কি। তুমি একটু চুপকর ত বাবা, আমি ওষুধ দিই।

হানিফ এবার একটু আশা পাইল—ধৈর্য্য ধরিল। গুরুদেবের শুশ্রুষায় মনোনিবেশ করিল।

হানিফ যেখানে ঝুড়িটা নামাইয়াছিল তাহারই পাশে ঘরের ভিতর মুখ করিয়া তাহার স্ত্রী দুলালী ও শাশুড়ি বসিয়া গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। জাতিতে মুসলমান। কখনও গুরুমহাশয়ের ঘরের ভিতর প্রবেশ করে নাই। কাজেই হতাশ প্রাণে উভয়ে বসিয়া কেবল খোদাতলার দরগায় গুরুমহাশয়ের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছিল। এমন সময় হানিফ আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়েরই প্রাণে আনন্দ লহরী খেলিতে লাগিল! কিন্তু হানিফ কাহাকেও দেখিতে পাইল না বা সেদিকে তাহার ভ্রুক্ষেপও ছিল না।

ঔষধ ও সামান্য পথ্য পাইয়া গুরুদেব একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।

হানিফের আগমন বার্ত্তায় গুরুমহাশয়ের অত্যধিক আনন্দ হওয়ায় ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীর আরও ক্ষীণতর হইয়াছিল। আনন্দ প্রকাশ করিতেগিয়া বাধা প্রাপ্ত হইলেন। প্রায় একঘণ্টা শুশ্রূষার পর একটু সুস্থ হইলেন।

গুরুমহাশয়ের বাড়ীতে হানিফের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রবেশাধি-

করিছিল। হানিফকে গুরুমহাশয় আপনার পুত্র বলিয়া মনে করিতেন—ভাল বাসিতেন; হানিফ মুসলমান একথা তাঁহার ধারনাতীত। তাই হানিফ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে কোনও দ্বিধা করিলনা।

গুরুমহাশয় কাতর কণ্ঠে সস্নেহে ডাকিলেন,—বাবা হানিফ, আমার কোলে আয় বাবা, প্রাণটা জুড়ক্। আমার প্রাণের কথা তোকে বলি আয় বাবা।

হানিফের মুখে এবার হাসির রেখা দেখাদিল; বিশেষ মনোযোগের সহিত গুরুদেবের কাছে বসিয়া তাঁহার প্রাণের কথা শুনিতে লাগিল। গুরুমহাশয় হানিফের মস্তকে হস্তদ্বয় স্থাপন করিলেন। বেশীক্ষণ রাখিতে পারিলেন না। হাত পড়িয়া গেল। বহুকস্টে আবার বলিতে লাগিলেন,—

"বাবা, আমার শরীরের অবস্থা বড় ভাল নয়। এবার আর আমি বাঁচব না। হানিফরে! মৃত্যু যন্ত্রনা কি ভীষণ। এত কষ্টে ও যে আমার প্রাণ বেরুচ্ছে না ইহাই আমার দুঃখ। আর ত আমার কোন সাধ অপূর্ণ নাই। তোকে দেখবার জন্যই প্রাণ টা ছুট্ ফট্ কচ্ছিল। তোকে না দেখে মরতে ও পারব না। মৃত্যু কিছু আশ্চর্য্য নয় হানিফ। সংসারে যে মূহুর্ত্ত আমরা বেঁচে থাকি সেইটুকই আশ্চর্য্য। আর সেই টুকুর জন্যই সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট কৃতজ্ঞ, তাঁহাকে ধন্যবাদ। হানিফ্ সংসার বড় জটিল ক্ষেত্র। মানুষের হৃদয় প্রবঞ্চনাময় আর সংসারটি মহামায়া পূর্ণ।

প্রবঞ্চনা আর মায়া এই দু'টির ভিতরদিয়া সংসার যাত্রা করিতে হইবে, জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিলে তবে মানুষ বলিয়া পরিচিত হওয়া যায়। খুব সাবধান হয়ে চলিবে। কোন "ও প্রলোভনে পড়িওনা। সত্যপথে থাকিয়া সংসারের কর্ত্তব্য সাধন করিবে। পরোপকার মহাব্রত। অহঙ্কারই পতনের মূল। তুমি দীনভিখারীর পুত্র এই কথাটী সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগাইয়া রাখিয়া চলিবে। লেখাপড়া শিখেছ বলিয়া কিম্বা হয়ত বড় চাকরী করিয়া অর্থোপার্জ্জনে মত্ত হইয়া ধন গর্ব্বে গর্ব্বিত হইও না। তুমি চাষার ছেলে চাষার মতই থাকবে। অধিক অর্থ যদি ও উপায় হয়, তবে তাহা সদ্ব্যয় করিও। নিজের আবশ্যকের অতিরিক্ত কিছু করিও না। প্রথমতঃ স্বদেশের স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিবে। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিওনা।"

গুরুমহাশয় মনে করিলেন—আজকাল ইংরাজী বিদ্যার পরিণাম—হয়ত খৃষ্টিয়ান নয়ত ব্রাহ্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া। তখন স্বধর্ম্মটা আর ভাল লাগে না।

হানিফ। গুরুদেব, আপনার উপদেশ আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আপনার চরণ স্পর্শকরে বলতে পারি—আমি প্রাণান্তেও সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব না।

গুরু। তা আমি জানি। যদি তাই না হবে হানিফ, তবে কি আর সাধকরে তোকে প্রাণতুল্য ভালবাসি। আর এককথা, তোকে একটা গরিবের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি বলিয়া যেন

দুঃখ করিস্‌নে। আমি ইচ্ছা করলে তোকে একটা বড় জমিদারের ঘরের মেয়ে এনে দিতে পারতুম। কিন্তু তা কেন করি নাই জানিস্ কি হানিফ্ ?

হানিফ। আজ্ঞে তা জানি বইকি। ত'াহলে আমাতে আর একটা পোষাকুকুরে পার্থক্য থাকিত না।

গুরু। তবে এই বিবাহে তুই সুখী হয়েছিস্।

হানিফ। নিশ্চয়, সহস্রবার।

গুরু। এই বিবাহের আর একটি কারণ আছে। আমি ওকে বড় সাধকরে দুলালী নাম রেখেছি। দুলালীর করকুষ্ঠি, ললাট রেখা ও স্বভাব অতি চমৎকার। ভবিষ্যতে দুলালীর দ্বারা তোর জীবনের যথেষ্ট উন্নতি সাধন হবে। দুলালী হিন্দুরমনীর ন্যায় সাধ্ব্যা সতী পতিব্রতা। আশীর্ব্বাদ করি তোরা চিরসুখী হয়ে থাক।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। পশ্চিমাকাশ রক্ত বর্ণ। গোধূলিলগ্নে হাম্বা হাম্বা রবে গোধন সমূহ স্ব স্ব গোশালাভিমুখে ছুটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাখাল বালকগণও তাড়া করিতেছে। কতক্ষণে আপন গৃহে পৌঁছিবে। তাই কথায় বলে—আপনার কুঁড়ে বাস, স্বর্গ সুখ বার মাস।

দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিকে কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ বাজিয়া উঠিল—দেবালয়ে দেবতার আরতি আরম্ভ হইল। খোল করতাল বাজাইয়া সেবাইতগণ হরিনামে মত্ত হইল। আহা! স্বর্গ বলে যদি

কোনও স্থান থাকে তবে এই সেই। এহেন স্থানে যা'র বাস, তার স্বর্গ কামনা তা'র বিড়ম্বনা।

এমন সময় গুরুমহাশয়ের ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। জ্বর অত্যাধিক বিকার গ্রস্থ। কেবল ভুল বকিতে লাগিলেন। হানিফ কতবার ডাকিল কিন্তু ঠিক জবাব পাইল না। হানিফ বিপদ গণিল। তাড়াতাড়ি কবিরাজের বাড়ী ছুটীল। গুরুমহাশয়ের কন্যা ও পুত্র এবং দুলালী ও তাহার মা নিকটে থাকিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। গুরুমহাশয় উন্মাদ প্রায়।

গুরু। ঐ, ঐ—ঐ আমার হানিফ! হানিফ রাজা হয়েছে—হানিফ বাদসা হয়েছে! হানিফ! আমার কোলে আস্‌বিনে? কেন? তুই রাজা হয়েছিস্ বলে?

এই বলিতে বলিতে গুরুমহাশয় হাত বাড়াইলেন—উঠিতে চেষ্টা করিলেন উঠিলেন আবার তখনই পড়িয়া গেলেন। কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আবার ভুল বকিতে লাগিলেন—

"কে ও শিবু? তুই ব্যাটা বদমাইস্ হয়েছিস্, যা—তুই দূর হয়ে যা। তুই আমার কুলঙ্গার পুত্র! আমার দুই ছেলে—একটা মানুষ আর একটা পশু।"

লীলা। বাবা বাবা,—আপনি কি বলছেন, একটু শান্ত হউন। হানিফ দাদা কবিরাজ ডাকতে গেছে।

গুরু। ক'ই—হানিফ ক'ই? বাবা হানিফ, তবে আমি যাই—

পুনরায় গুরুমহাশয় নিস্তব্ধ হইলেন। মনে হইল, এবার বুঝি ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় কবিরাজ সঙ্গে করিয়া হানিফ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। কবিরাজ নাড়ী ধরিলেন। হানিফ বাতিটা উস্কিয়া দিল। গুরুমহাশয়ের মুখের উপর উপুড় হইয়া বসিল।

হানিফ। কেমন দেখছেন কবিরাজ মহাশয়?

হানিফ! আর বুঝি বাঁচাতে পারলুম না। হানিফ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "কবিরাজ মশাই কত টাকা চাই—আমার বাবাকে বাঁচান? আমি যে—আজও আমার গুরুদক্ষিণা দিতে পারি নাই।"

কবিরাজ। অসম্ভব হানিফ। শীগ্‌গির তোমরা লোক ডাক, আর সময় নাই।

লীলা পিতার বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। শিবু ভগ্নির কান্নায় অধীর হইল—চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হানিফ শিবুকে কোলে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"ভাই শিবু, আজ আমরা পিতৃ-মাতৃ হারা হলেম। ভাইরে, আমার যে আর কেউ নাই শিবু।"

শিবু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—দাদা আমাদের কি হবে? আমরা কি করে থাকব? আমার আর কে আছে দাদা।

কবিরাজ মহাশয়ের কথা কেহই শুনিলনা। অতঃপর আমিনা ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পাড়ার লোক ডাকিতে গেল।

কিন্তু আপনার কেহই আসিল না, আসিল মাত্র কয়েকজন অপর-জাতি, পাঠশালার ছাত্র। তন্মধ্যে একটী ব্রাহ্মণবালক মাত্র। হায়রে হিন্দুজাতি এইকি তোমার ধর্ম্ম!

অবস্থা শোচনীয় বুঝিয়া ঐ ব্রাহ্মণ বালকের সাহায্যে কবিরাজ মহাশয় অতিকষ্টে গুরু মহাশয়কে ঘরের বাহিরে আনিলেন।

হানিফ, শিবু প্রভৃতি সকলেই বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হানিফ! বাবা, বাবাগো—আমার আশা যে সম্পূর্ণ অসম্পন্ন রয়ে গেল। আমি কত আশা করে বুক বেঁধে ছিলাম বাবা, তোমায় আমি কত সুখী করব—তোমায় নিয়ে আমি জীবনের কত উদ্দেশ্য সাধন করব—আরও কত উচ্চতর আশা লয়ে আমি বুক বেঁধেছিলাম—সে আশায় আমার কে বাদ সাধিল, আমার বুক কে ভেঙ্গে দিল! বাবা, তোমার ঋণ আমি কেমন করে শোধ করব? তুমি আমার জীবনের এক মাত্র ধ্রুবতারা। তোমার দয়া অসীম।" হানিফ গুরুদেবের মুখের উপর ঝুকিয়া চীৎকার করিয়া পুনরায় বলিল,—"গুরুদেব, তোমার সাধের হানিফের গতি কি হবে। তোমার দক্ষিণা যে আমি পরজীবনেও শোধ করতে পারব না। আমি যে তোমার নিকট ঋণী—আমায় ঋণ মুক্ত কর গুরুদেব।"

ভগবানের রাজ্যে কেবল মায়ার খেলা! মানব-হৃদয়টা মায়া, মমতা, আশা, ভরসা দ্বারা বিজড়িত। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত

আশার, কত মায়ার খেলা মানুষের প্রাণে খেলা করিয়া বেড়ায়। তাই মানুষ কখনও হাসে কখনও কাঁদে। আবার আশায়ও লোক বেঁচে থাকে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সবই সম্ভবে।

গুরুমহাশয়ের জীবনের আর এক মুহূর্ত্ত মাত্র বাকী আছে। কিন্তু প্রাণের একটা গভীর আশা রহিয়া গিয়াছে। মরিতেও পাচ্ছে না। প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও তখন নাই। অথচ প্রাণের কথাটা ব্যক্ত না করেও মরতে পাচ্ছে না। কেবল মুখ নাড়ছে।

এইরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় হানিফকে ডাকিলেন। হানিফ ও শিবু, কবিরাজ মহাশয়ের কাছে আসিল। আশা—বোধ হয় এবার রক্ষা পাইবেন। হায়রে, মানবের আশা বৈতরণী!

হানিফ গুরুমহাশয়ের মুখের উপর কাণ রাখিল। ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল হানিফ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। কবিরাজ মহাশয় সকলের কান্না থামাইলেন। গুরুমহাশয় শিবুর হাত ধরিলেন—হাতখানা হানিফের হাতে দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন,—"এই তোমার গুরুদক্ষিণা। না—রা—য়—ণ—হরি!"

গুরুমহাশয়ের প্রাণবায়ু আকাশে উড়িয়া গেল—কেহ তাহা দেখিল না! হানিফ শিবুকে বুকে করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি গেল। সকলে মিলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিল! কিন্তু গুরুমহাশয় আর তাহা শুনিলেন না।

কবি গাইল,—

"কবে ভবের সুখদুঃখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিবগো শ্রীহরি স্মরিয়া,
(তখন) চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
কাহারও আকুল ক্রন্দনে।"

হিন্দুর শ্মশান

কবিরাজ। হানিফ, তুমি না লেখাপড়া শিখেছ! এ কি কান্নার সময়? ধৈর্য্যধর, উঠ—তোমার গুরুদেবের সদ্গতি কর।

হানিফ। আমার যে আর কেউ নাই কবিরাজ মহাশয়! প্রাণ যে আর ধৈর্য্য মানে না। বলুন কবিরাজ মহাশয়—আর কি এমন মহাত্মা পাব?

কবিরাজ। হানিফ, চুপ কর বাবা—আর কেঁদ না। রাত অনেক হয়েছে। চল, পাড়ায় লোক ডাকতে যাই। ব্রাহ্মণ না হলে এ শব স্পর্শ করা তোমার ও আমার অনধিকার। হিন্দুর মড়া বাসি হলে মহাপাপ। চল, এখন গুরুদেবের কর্ত্তব্য কর—শব শ্মশানে নেওয়ার ব্যবস্থা কর। বৃথা কেঁদে ফল কি? তুমি হাজার কাঁদিলেও তিনি আর শুনবেন না—আর আসবেন না।

হানিফ। কবিরাজ মহাশয়, আমি আমার জন্য এত ভাবি না। ভাবি শিবুর উপায় কি হবে!

কবিরাজ। সে ভাবনা বৃথা। যাঁর কর্ম্ম তিনিই করেন। তুমি আমি কে হে? তোমার নিজের জীবনকেই পরীক্ষা কর না—তুমি কি ছিলে—আর এখন কি হয়েছ—পরে হয়ত আরও

কি হবে। যাঁ'র ভাবনা সেই ভাব্‌ছে। তোমার আমার ভাবনায় কিছু আসে যায় না। চল, বৃথা সময় নষ্ট কর না।

চোখ মুছিতে মুছিতে হানিফ কবিরাজ মহাশয়ের সহিত লোক ডাকিতে চলিল। পথ চলিতে চলিতে কবিরাজ মহাশয় হানিফকে অনেক উপদেশ দিলেন। গুরুমহাশয়ের জনৈক দূর আত্মীয় শশীকান্তের বাড়ীতে উভয়ে উপস্থিত হইয়া—কবিরাজমহাশয় ডাকিলেন,—"চক্রবর্ত্তীমহাশয় বাড়ী আছেন কি ?"

শশী। কে ?

কবিরাজ। আজ্ঞে আমি—কবিরাজ ম——

শশী। এত রাত্রিবে কি দরকার! আমি এখন উঠতে পারব না—কাল সকালে এস।

কবিরাজ। আজ্ঞে বিশেষ দরকার। আপনাকে একবার উঠতেই হবে। গুরুমহাশয় মারা গেছেন।

শশী। ভাল আপদ! আমি তার কি করব? আরও ত ঢের লোক আছে দেখগে। আমার শরীর ভাল নয়।

কবিরাজ। আপনি তাঁ'র আত্মীয়। আপনি যদি না যান তবে অপর লোক ত যাবেই না।

শশী। বার বার বিরক্ত ক'র না। সরে পড়—আমি যাব না। আমি না গেলে তোমার জোর কি ?

কবিরাজ। না মহাশয়, আমার যদি জোরই থাকবে তবে কি

আর আপনি না যেয়ে পারতেন। তবে কাজটা ভাল হ'ল না চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

হানিফ। মহাশয়, আপনার ডু'টি পায়ে পড়ি একবার দয়া করে চলুন।

শশী। কি ব্যাটা নেড়ে এসেছে আমার পায় ধরতে! তবে রে ব্যাটা দাঁড়াত! গুরুকে আর পোড়াতে হবে না—কবর দে—গে।

এই বলিতে বলিতে রাগে গস্ গস্ করিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হানিফকে মারিতে উদ্যত। অবস্থা ভাল নয় বুঝিয়া কবিরাজ মহাশয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ধরিলেন। কাতর-কণ্ঠে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—"মহাশয়, হানিফ ছেলেমানুষ, ওরকথায় রাগ করতে আছে কি?"

হানিফ অবাক হইয়া কবিরাজ মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে থামাইয়া কবিরাজ মহাশয় হানিফকে লইয়া অন্যত্র লোকের চেষ্টা করিতে গেলেন। রাস্তায় চলিতে চলিতে হানিফ বলিল,—"কবিরাজ মহাশয়, এই কি আপনাদের হিন্দু ধর্ম্ম!" হায়রে হিন্দুর শ্মশান!! শ্মশানেও শত্রুতা!!!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কেন,—পাড়ায় অনেক ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, গুরুমহাশয়ের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। তাহার প্রধান কারণ, —সকলেরেই বিশ্বাস যে, গুরুমহাশয় জাতি ভ্রষ্ট হইয়াছেন,—

হানিফের সঙ্গে আহারাদিও করিতেন। তাই চক্রবর্ত্তী মহাশয় হানিফকে দেখিয়া আরও চটিয়া গিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়ের জীবিত অবস্থায় কেহ কিছু বলিতে সাহস পায় নাই—সকলেই তাঁহাকে বড় পণ্ডিত বলিয়া মান্য করিত এবং ভয়ও করিত।

উভয়ে চলিয়া আসার পর শশী চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী তাহাকে অনেক বুঝাইলেন। পরে নিমরাজি হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বুদ্ধির গোঁড়ায় ধূমা দিতে বসিলেন—হুকা কলকে লইয়া তামাক খাইতে বসিলেন। মন্তব্য স্থির করিলেন—তবে যাওয়াই উচিৎ। আহা তিনি একজন দাঁ-পণ্ডিত ছিলেন—আমাদের মুখ উজ্জ্বল রাখিয়া গিয়াছেন।

শশী। তবে আমার গামছা খানা দেও ত?

শশীর স্ত্রী তাড়াতাড়ি গামছা আনিয়া দিল। শশী গামছা কাঁধে করিয়া গুরুমহাশয়ের বাড়ীর দিকে চলিল। হানিফকে সঙ্গে করিয়া বিফল মনে কবিরাজ মহাশয় শরৎ চাটুয্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয় ডাকিলেন,—"চাটুয্যে মহাশয়, চাটুয্যে মহাশয়, বাড়ী আছেন কি?"

চাটুয্যে মহাশয় তখন সহধর্ম্মিনীর সহিত গৃহসংসারের বিষয় লইয়া ঝগড়া করিতেছিলেন। উভয়েই শয্যায় পাশ পরিবর্ত্তন করিয়া শুইয়াছিলেন। কিন্তু ঘুম কাহারও হয় নাই। কবিরাজ মহাশয়ের ডাক শুনিয়াও কেহ জবাব দিল না, বরং উভয়েই চুপ করিয়া রহিল—ঝগড়া থামিয়া গেল! অনেকক্ষণ ডাকাডাকির

পর চাটুয্যে মহাশয় বিরক্ত সহকারে উত্তর করিলেন,—"তুমি কেহে বাপু, এত রাত্রিতে জ্বালাতন করতে এসেচ—তোমার কি একটা বিবেচনাও নাই—তুমি কি ধানের চা'লের ভাত খাও না?

এইকথা শুনিয়া হানিফ রাগে গস্ গস্ করিতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় হানিফের ভাব দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিলেন, "বাবা হানিফ, এ রাগের সময় নয়—কোনও প্রকারে আজ বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়া চাই,—ধৈর্য্যচ্যুত হওনা।"

কবিরাজ। আজ্ঞে মাপ করুন, আমি বড় বিপদাপন্ন। দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

শরৎ। কেও, কবিরাজ মহাশয় নাকি! আসুন, আসুন।

চাটুয্যে মহাশয় কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারা উপকৃত। বিশেষতঃ কবিরাজ মানুষ—কখন কি অসুখ বিসুখ হয় তা বলা যায় না, এই ভাবিয়া অনিচ্ছা সত্বেও দরজা খুলিয়া বহিরে আসিলেন। কবিরাজ মহাশয় গুরু মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ দিলেন। চাটুয্যে মহাশয় একটু সহানুভূতিও প্রকাশ করিলেন।

শরৎ। আহা, গুরু মহাশয় বড় ভাল লোক ছিলেন। দেশ বিদেশে আমাদের মান রাখিয়াছেন—বড় পণ্ডিত ছিলেন ষোল আনা বিদায় পেতেন।

কবিরাজ। তবে দয়া করে একবার চলুন—ব্রাহ্মণের সদ্‌গতি করুন।

শরৎ। মাপ করুন কবিরাজ মহাশয়, আমি যে মাদুলী ধারণ করেছি—মৃতদেহ স্পর্শও করতে নাই।

কবিরাজ মহাশয় অবাক হইলেন! হানিফ আর ধৈর্য্য রাখ্‌তে পাচ্ছে না। যদি হানিফ ব্রাহ্মণ হ'ত তা'হ'লে আজ এ পাড়ায় একটা তুমুল কাণ্ড ঘটাইত! কিন্তু কি করে—হানিফের মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল!

কবিরাজ। মহাশয়, যদি সঙ্গেও থাকেন, তবুও একটা—

শরৎ। আজ্ঞে তাতে আর কি লাভ। বরং পাড়ার আর কাউকে দেখুন।

কবিরাজ মহাশয়ও এবার বড় বিরক্ত হয়ে উঠলেন! তাই ফস্‌ করে বলে ফেল্‌লেন,—"তবে আপনি যাবেন না?"

শরৎ চাটুয্যে বুঝিতে পারিল যে কবিরাজ মহাশয় চটে গেছেন। যা হউক, তবে যাওয়াটাই উচিৎ। একটু ভেবে চিন্তে বলিল,—"তবে চলুন—কিন্তু আমার দ্বারা কোনও সাহায্য হবে না।" এই বলিয়া কাঁধে গামছা ফেলিয়া কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

আর বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয় মনে করিয়া কবিরাজ-মহাশয় হানিফকে ও চাটুয্যে-মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া পুনরায় গুরুমহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

রাত্রি তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। উঠানে গুরুমহাশয়ের মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। শিবুকে দুলালী কোলে করিয়া

বসিয়া রহিয়াছে, লীলা বুক চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, আমিনা তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না, ছুটিয়া ছুটিয়া পিতার বুকের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে। লীলার কান্না দেখিয়া শিবুও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। কবিরাজ মহাশয় ও হানিফ প্রভৃতিকে দেখিয়া লীলা দ্বীগুণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—"ও গো তোমরা আমার বাবাকে এনে দেও গো, ও গো আমার কি হ'ল গো, ও গো আমরা কার কাছে থাকব গো!"

লীলার কাতর ক্রন্দনে কবিরাজ মহাশয়ও ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। লীলা ছুটিয়া গিয়া কবিরাজ মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিল। শিবু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। কবিরাজ মহাশয় লীলাকে বুকে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল. "মা, চুপ কর. শিবু বেঁচে থাকলে তোর ভাবনা কি; ভগবান মুখ দিয়াছেন আহারও দিবেন. তা ছাড়া হানিফ রয়েছে. আমরা রয়েছি ভাবনা কি লীলা।" এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয়ও পুনরায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

হানিফ কবিরাজ মহাশয়ের পশ্চাতে ছিল। লীলার চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। নিজে বুক বাঁধিয়া লীলাকেও কবিরাজ মহাশয়কে সান্ত্বনা করিল। রাত অনেক হইয়াছে, আর দেরী করিলে বাসিমড়া হইবে, এখন কাঁদিবার সময় নয়। অনেক চেষ্টার পর সকলে স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দোলা

আসিয়া হাজির হইল। সাজসজ্জা পরাইতে সকলে মনোনিবেশ করিল। সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত হইল, তিলক ছাপা পরান হইল, লক্ষ জপের নামাবলী অঙ্গে ঢাকিয়া দিল। কবি গাহিলেন,—

"কৃষ্ণনাম দু'টী অক্ষর আমার ভালে লিখে দিও,
(লিখে যে দিও)"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। চাটুর্য্যে মহাশয় গুরু মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নামাবলী ঢাকা দিলেন। বিবাহ বাসরের বাজনা বাজিয়া উঠিল, বর যেন ফুলশয্যায় শায়িত হইল, সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "বল হরি, হরি বল।"

"বাঁশের দোলাতে বসে কেহে
বট শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে,
ভাই কাঁদে বন্ধু কাঁদে, ছেলে কাঁদে বাবা বলে।"

কতলোক কত প্রকার বিলাপ করিয়া, কত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু কে শুনিবে, যে শুনিবে সে সমস্ত মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া চির-বিদায়, চির অবসর গ্রহণ করিয়াছে; হাজারকাঁদলেও সে আর ফিরেও চাহিবেনা। হায়রে মানব জন্ম! এই নশ্বর দেহের জন্য এত অহঙ্কার, এই মায়া-সংসারের জন্য এত হিংসা, এত প্রবঞ্চনা! যাও, সে দেশে যাও, যে দেশে সংসারের কোলাহল নাই, মায়া মোহ নাই,—শান্তি, কেবল শান্তি!

গুরু মহাশয়ের মৃত দেহ শ্মশানে আনিত হইল। শব শয়ে স্থাপিত হইল, শিবু মুখাগ্নি করিল। দেখিতে দেখিতে শব ভস্মীভূত হইল, অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাও গঙ্গারজলে ভাসাইয়া দিল। এমন সময় অন্তরীক্ষে কে গাহিল;—

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু ভবসিন্ধু পার কর।
আমি হে অধম, নাজানি সাধন, তুমি হে দয়াল, জগত জীবন,
করুণা করনা তাপিত জনে, প্রেমবারি বিতর॥
শুনেছি পুরাণে তোমারি কারণে, মহা মহা পাপী গেল শান্তিধামে,
আমি হে নারকী, ডাকি হে কাণ্ডারী, পার কর ভব সাগর।
প্রবঞ্চনাময় এভব সংসার, মহামায়া পূর্ণ মানব হৃদয়,
আরনা রহিব, আরনা সহিব, দয়া করে এদুঃখ নিবার॥

যাঁ'র কর্ম্ম সেই করে।

গুরুমহাশয়ের মৃত্যুর পর হানিফ শিবুকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিল। লীলাকে পূর্ব্বেই তাহার স্বামীর নিকট পাঠাইয়াছিল। গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হানিফের প্রাণ তুল্য। গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে উক্ত পাঠশালার রক্ষার ভার দিলেন। হানিফ যথাসাধ্য পাঠশালার সাহায্য করিবে অঙ্গীকার করিল। গুরুমহাশয়ের ঘর বাড়ী জমাজমী দেখা শুনার ভার ও উক্ত ব্রাহ্মণের উপর অর্পণ করিল। সময় সময় লীলা ও স্বামী সহ, গুরুমহাশয়ের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল।

হানিফের ইচ্ছানুসারে গুরুমহাশয়ের শব তাঁহার পাঠশালা গৃহের নিকটস্থ দাহ করা হইয়াছিল। হানিফ মনে মনে স্থির করিয়াছিল,—যদি খোদার দয়ায় আমার ভাল চাকরী হয় তবে গুরুদেবের চিতার উপর একটী শ্মশান মন্দির স্থাপন করিব। খোদা হানিফের করুণ নিবেদন মঞ্জুর করিলেন।

হানিফ কলিকাতা পৌঁছিয়াই শিবুকে একটা ব্রাহ্মণের হটেলে আহারের ব্যবস্থা করিয়াদিল। শিবু হটেলে খায় আর হানিফের কাছে শোয়। শিবু বঙ্গবাসী স্কুলে পড়ে।

নিজের চাকরীর চেষ্টায় ব্যস্ত থাকায় হানিফ শিবুর লেখা পড়ায় তত যত্ন লইতে পারে নাই। প্রায় একমাস পর হানিফ

মাসিক একশত টাকার বেতনে এসিস্ট্যাণ্ট স্কুল ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত হইল।

প্রায় ছয়মাস কাল হানিফ কলিকাতায় অবস্থান করিবার পর মফস্বলে বদলি হয়। সেই সময় শিবুকে একটি মেসে রাখিয়া হানিফ তাহার সমস্ত খরচ বহন করিতে লাগিল। প্রায় একবৎসর এই-ভাবেই কাটিয়া গেল।

হানিফ এবার স্কুল ইন্স্পেক্টার পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকা ডিভিসনে বদলী হইল। পদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হানিফের মাসিক বেতন আড়াইশত টাকা হইল। হানিফ গবর্ণমেন্টের খুব সুখ্যাতি লাভ করিল। সকলের প্রিয় পাত্র হইল!

হানিফ শিবুর পড়াশুনা সম্বন্ধে সর্ব্বদা খবরা খবর লইত। যখন যত টাকার আবশ্যক হয় হানিফ তাহা অম্লানবদনে পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু শিবু আর সে শিবু নাই। অযাচিত পয়সা লাভ করিয়া শিবু লেখা পড়াটা একটা সামান্য ছেলে খেলার মত অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। ইয়ার বন্ধু ও দু' চারজন জুটিল। বিড়ি সিগারেট পান পকেট ভর্ত্তি থাকিত। স্কুল গৃহে যাওয়ার পরিবর্ত্তে রাস্তায় রাস্তায় ইয়ারকী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। পাঠ্য পুস্তকের সহিত তাহার সম্পর্কটা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিবু এবম্বিধ কুসংসর্গলাভ করিয়াছে তাহা হানিফের ধারণও ছিল না!

এবার বড় পূজার ছুটির সময় হানিফ একমাসের বিদায় লইয়া

বাড়ী আসিল। শিবুকে ও বাড়ী আসিবার জন্য বারম্বার চিঠি লিখিল; কিন্তু শিবু তাহার প্রতি উত্তরে লিখিল,—"বাড়ী গেলে পড়াশুনা হইবে না।" তথাপি হানিফ নাছোরবান্দা। কলিকাতায় ইয়ার বন্ধু ফেলিয়া শিবু বাড়ী আসিতে অস্বীকার সত্বে ও হানিফ পুনরায় লিখিল,—"যদি তুমি পত্র পাঠ বাড়ী না এস, তবে আমি যাইয়া তোমাকে আনিব।"

শিবু ভাবিল,—যদি হানিফ দাদা এখানে আইসে তবে আর আমার উপায় থাকিবে না। অতএব এবার বাড়ী যাওয়াই ঠিক। অতিকষ্টে বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইয়া শিবু বাড়ী আসিল। স্কুল খুলিবার মোটে দশ দিন বাকী আছে। এই ক'দিন চোক কাণ বুজে কাটাতেই হবে।

হানিফ বাড়ী আসিলে পাড়ার কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই আনন্দিত হইল! কেহ কেহ মৌখিক কাষ্ঠ পিরীত দেখাইল। সকলেই হানিফের প্রশংসা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল,—আহা, এসময় হানিফের মা নাই! কেহ কেহ শুরু-মহাশয়ের জন্য ও দুঃখ প্রকাশ করিল। দেশে নানা প্রকার অভাব অভিযোগ হানিফ শুনিতে লাগিল এবং তাহার প্রতিকারের জন্য প্রাণ পণ করিল।

প্রথমত হানিফের—মাতৃকবরের উপর একটী সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা ও মস্‌জিদ নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইল। ধর্ম্মশালার চূড়ায় লিখিত হইল,—"মাতৃমন্দির" আর প্রবেশ দ্বারে লিখিল—

এস হে পথিকবর, লভশান্তি মাতৃ অঙ্কে মোর :
জুড়াও তাপিত প্রাণ,—দূর হোক বিপদের ঘোর।
মায়ের আশীষে তব পুরিবেক আশ,
মা-বিনা সংসারে হায় - যমালয়ে বাস!

সেবকাধম—হতভাগ্য হানিফ!

ধর্ম্মশালা ও মস্‌জিদ নির্ম্মাণে হানিফের কিছু টাকা দেনা হইল। শিবুর ভগ্নি লীলা আজ প্রায় দু'মাস বিধবা হইয়াছে। সংসারে আর তার কেহ নাই। হানিফ বলিল,—"যত দিন তোর হানিফ দাদা বেঁচে থাকবে ততদিন তোকে একমুষ্টি অন্ন দিতে পারবে, সে ভরসা আমি রাখি—খোদা আমাকে সে বিষয়ে সাহায্য করবেন। কিন্তু তোর দুঃখ ঘুচাতে ত আর পারব না বোন্।"

লীলা কাঁদিয়া ফেলিল। হানিফের চোখে বান ডাকিল। ভাই বোনে আবার কাঁদিতে বসিল। এই দৃশ্য দেখিয়া শিবুও দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলিল। হায়, মানুষ যতই কঠিন হউক, মানুষ, মানুষ। পশুরও প্রাণে শোক আছে, চোখে জলধারা প্রবাহিত হয়।

গুরুমহাশয়ের বাড়ীতেই লীলাকে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। হানিফের ইচ্ছা,—এইভাবে গুরুদেবের ভিটা বাড়ীও রক্ষণাবেক্ষণ হইবে, পরে শিবুকে বিবাহদিলে নববধূ লইয়া ঘর

সংসার ও করিতে পারিবে। এই রূপে যতদূর সাধ্য—গুরু-দেবের আদেশ পালন করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিব।

গ্রামের যত মুসলমান ছাত্র গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িত সকলকেই হানিফ বিনা বেতনে (ফ্রি) পড়াইতে আদেশ দিল এবং ইহাদের বেতন জন্য বর্ত্তমান শিক্ষককে মাসিক দশ টাকা সাহায্য করিল। গ্রামে জলাশয়ের বড় কষ্ট ছিল। হানিফ গব-র্ণমেন্টকে জানাইয়া জলাশয় স্থাপন করিল। স্বজাতির গরিব দুঃখীকে যথা সাধ্য সাহায্য করিতে ও কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু এত করিয়া ও হানিফ স্বজাতির মধ্যে অনেকের বিদ্বেষ ভাজন হইল। হানিফের ধর্ম্মনীতি ও অনেকটা সাত্বিক ভাবের ছিল।

যতদূর সাধ্য এই একমাসের মধ্যে হানিফ সকল কার্য্যেরই বন্দোবস্ত করিয়া স্ত্রীকে লইয়া কার্য্যস্থলে যাত্রা করিল। শিবুকে ও কলিকাতা পাঠাইয়া দিল।

পণ্ডিতের পুত্র মূর্খ

কলিকাতায় আসিয়া শিবু এবার আর স্কুলে গেল না। মোট কথা লেখাপড়া ছাড়িয়া দিল। পাছে হানিফ তাহার মাসহারা বন্ধ করে দেয় এই কারণেই মেসে থাকিত দু'এক খানা বই রাখিত, আর স্কুলে যাওয়ার নামকরে খেয়ে দেয়ে বেরুত! আহা-রের সময় ছাড়া শিবুকে মেসে কেউ প্রায় দেখ্‌তে পেত না। কোথায় যায় কি করে সে বিষয়ে মেসের লোকে বড় একটা খবর রাখিত না। সকলেই আপন কাজে ব্যস্ত থাকিত। আর শিবুও মেসের ছেলেদের সঙ্গে মিশিত না। শিবুর ইয়ার ছিল বাইরের লোক, ছোট জাত। তন্মধ্যে প্রায় সকলেই "বাপে খেদান মায়ে তাড়ান।"

লেখা পড়ায় শিবুর কোন কালেও মনোযোগ ছিল না! গুরুমহাশয়ের জীবদ্দশায়ও শিবু অমনোযোগী ও অবাধ্যছিল। মাতৃহীন বালক মনে করিয়া অপত্যস্নেহ নিবন্ধন গুরুমহাশয় নিজেও কঠোর শাসন করিতে পারেন নাই। আট বছর বয়সে শিবু ক খ লিখিতে শিখে। স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াও কখনও পাশ করিয়া উত্তীর্ণ হয় নাই। দু'বছরের কমে কোনও শ্রেণীতে ছিল না। ক্লাসের সর্ব্বশেষ বেঞ্চে বসিয়া সমপাঠিদের সহিত ইয়ারকী করিত, তাস খেলিত, বিড়ি ও পান খাইত। নভেল নাটক ছাড়া

পাঠ্য বই পড়িত না। শিক্ষকগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও শিবুকে বা তাহার ইয়ারদিগকে কোনও শাসন করিতে পারে নাই। স্কুলের আয় কমিয়া যায় এই ভয়েই তাহাদিগকে তাড়ান হয় নাই। শিবুও কোন প্রকারে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়াই সরস্বতীর বরপুত্র হইলেন! আর এত কষ্ট স্বীকার করে লেখা পড়া শিখা যায় না। আমোদে প্রমোদে যে ক'টাদিন যায় তাই ভাল। মোটের উপর শিবুর ভবিষ্যত চিন্তা তাহার মন থেকে একেবারে বিদূরিত হইল। শিবু মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—আহা এমন সুখ বুঝি আর কিছুতেই নাই—চিরদিন বুঝি এই ভাবেই যাবে!

মেসে একজন ম্যানেজার ছিলেন। তিনিই ছাত্রদের তত্ত্বাবধারণ করিতেন, খোরাকী ইত্যাদির হিসাব রাখিতেন, টাকাকড়িও আদায় করিতেন। কিছুদিন পর শিবুর প্রতি ম্যানেজারের সন্দেহ হইতে লাগিল, তাই তিনি শিবুর উপর কঠোর নজর রাখিলেন—গুপ্তভাবে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

মানুষের আত্মা পাপেই কলুষিত হউক আর পুণ্যেই পবিত্র হউক—অন্তরঙ্গের ঢেউটা বাহিরে আসিয়া স্পষ্ট ভাবে প্রস্ফুটিত হয়। তাহার প্রতি কার্য্যে, প্রতি বাক্য এবং নানা প্রকার ব্যবহারে লৌকিক জগতে তাহা পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ পায়। ছাই চাপা আগুন আপনিই জ্বলিয়া উঠে—ঘর বাড়ী পুড়ে যায়! লৌকিক জগতে যদিও কেহ ফাঁকি দেয় তথাপি সৃষ্টিকর্ত্তার হাতে

তাহাকে পড়িতেই হইবে। তাঁ'কে কেহ ফাঁকি দিতে পারে না। আমাদের শিবুও লোকের হাতেই ধরা পড়িল!

শিবুর নামে একদিন পঁচিশ টাকার মনিঅর্ডার আসে। প্রেরক—হানিফ খাঁ। শিবু তখন মেসে ছিল না। ম্যানেজার সই করিয়া টাকা রাখিলেন আর হানিফের ঠিকানাও নোটবহিতে লিখিয়া রাখিলেন। টাকাটা ম্যানেজার গোপন করিয়া রাখিয়া হানিফকে শিবুর দুশ্চরিত্র সম্বন্ধে এক পত্র লিখিলেন। শিবু টাকা না পাইয়া হানিফকে বারম্বার পত্র লিখিয়া শেষে টেলিগ্রাফ করিল। হানিফ ম্যানেজারের পত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া শিবুর পত্রের কোনও উত্তর দিল না। হানিফের ইচ্ছা—এক সপ্তাহের বিদায় লইয়া শিবুর একটা ব্যবস্থা করিবে। মেসের খরচের টাকার জন্য ম্যানেজার শিবুকে তাগাদা করিতে লাগিলেন।

ম্যানেজার। শিবু, গত মাসের টাকা দেও?

শিবু। আজ্ঞে কাল দিব। টাকা এখনও আসে নাই। আজ টাকার জন্য টেলিগ্রাফ করিয়াছি।

ম্যা। কাল যদি টাকা না দেও তবে আর মেসে থাকতে পাবে না।

শিবুর হাতে একটি পয়সাও নাই। পান বিড়ি খাইবার পয়সাও নাই। এখন উপায়! মেসের দু'একটী ছেলের নিকট কিছু হাওলাত করিল। কিন্তু তাহাতেও কুলয় না! গায়ের ভাল জামা বাঁধা রাখিয়া ম্যানেজারকে পাঁচ টাকা দিল।

ম্যা। আর টাকা কই ?

শিবু। আজ্ঞে দিব। এখনও টাকা আসে নাই।

ম্যানেজার বাবুরও তাই ইচ্ছা। কারণ তাঁহার তদন্ত এখনও শেষ হয় নাই। এখনও দু' একদিন সময় লাগিবে। আর হানিফ খাঁরও আসিবার সময় হইয়াছে। এখন টাকার জন্য বেশী কড়া তাগাদা করিলে হয় ত শিবু উধাও হয়ে যাবে!

মেসে একটা ঝি ছিল। তাহার নাম বিন্দু। বিন্দুর মেয়ে ইন্দুও তাহার মায়ের সহিত মেসে কাজ করিতে আসিত। বয়স ষোল কি সতের। দেখিতে কুৎসিৎ। জাতিতেও বাগ্দি। ইন্দুর যত রূপ তত গুণ! হাড়কাটার গলিতে একটা খোলার বাড়ীতে মায়ে ঝিয়ে বাস করিত। এইখানেই আমাদের শিবুর আড্ডা বাড়ী। তাড়ি খানার মত দিন রাতই ইয়ারবন্ধুর সমাগম হয়। নেশারও কোন জিনিষ প্রায় বাকী নাই। 'তথায় বিরাজে চরস গাঁজা ভাঙ্: কোকেন আর মদ সবই সমান। যা'র যা খুসী—খেয়ে নাও ভাই টপ্ করে, ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না গিলে ফেল গপ্ করে।' শিবু যখন মাতাল হয় তখন এই বোলটী বলে আর ইয়ারবন্ধুগুলি শিবুকে কাঁধে করিয়া নাচিতে থাকে। বিন্দু যদি বাড়ীতে থাকে তবে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসে। শিবুর প্রতি বিন্দুর আদৌ গ্রাহ্য নাই। বিন্দু মনে করে—আমার মেয়ে এখন মাসে একশ টাকা মাইনে পাবে। বড় লোক জামাই হবে। আমি গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে

বেড়াব—কত গওনা পরব—বাড়ী করব—বাড়ীওয়ালী বলে আমায় সকলে ডাকবে—বাড়ীতে ভাড়াটে রাখব—কত দেশ বিদেশ বেড়াব—মদটা ভাঙ্‌টা খাব—বায়োন চাকর রাখব—আমি বুক ফুলিয়ে চলব। আমার কি আর এখন এমন করে থাকলে পোষায়! শিবু ব্যাটাকে তাড়াতেই হবে। মেয়ে-টাকে খারাপ করে ফেল্লে! এইত উপায়ের সময়—এখন টাকা উপায় না করতে পাল্লে আর করবে কখন? নাঃ, এই ব্যাটাদের তাড়াইতেই হবে। কিন্তু এত ঝাঁটা মারি তবুত নড়ে না!

ম্যানেজার বাবু একদিন রাত্রে বারটার সময় বিন্দুর পাছে পাছে তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত গেল। তথায় শিবুর সমস্ত ব্যাপারই বুঝিলেন। হানিফ খাঁ না আসা পর্য্যন্ত ম্যানেজার বাবু শিবুকে আর কিছুই বলিলেন না। শিবুও ইচ্ছামত চলিতে লাগিল।

ঘুঘু ফাঁদে পড়িল !

শিবু মনে করে দিন বুঝি এমনি করেই যাবে। যাচ্ছেওত চলে ! যদ্দিন হানিফ দাদা বেঁচে থাকবে তদ্দিন আর আমায় খরচ না দিয়ে যাবে কোথায়। যদি কখনও টের পায় যে, আমি পড়া ছেড়ে দিয়েছি, তবে হয় ত আমাকে পড়বার জন্য অনুরোধ করবে। তখন আমি বলব—না, আর পড়া শুনা করব না—আমায় একটা চাকরী করে দেও। যদি তা না করে দেয় তবে তাহার সর্ব্বনাশ করতেও ত্রুটী করব না। হানিফের বাক্স ভাঙ্গব—চুরি করব। টাকা চাই—যে করেই হোক্ টাকা চাই ! আমার সাধের আড্ডা ছেড়ে দিতে পারব না—ইন্দুকে ছেড়েও আমি বাঁচব না !

একদিন সন্ধ্যার সময় শিবু গাঁজায় দোম দিয়া একাকী ঘরে বসিয়া টাকার অভাব মনে করিয়া নানা প্রকার কল্পনা জল্পনা করিতেছিল। ইয়ারবন্ধু তখন কেহ ছিল না। ইন্দু গাধুইতে গিয়াছে। বিন্দু কাজে চলিয়া গিয়াছে। শিবুর নেশাটা একটু জোর হইয়াছিল। অনেক চিন্তার পর মনে মনে স্থির করিল,—যদি ম্যানেজার কালও টাকার তাগাদা করে তবে শালাকে দু'ঘা বসিয়ে দিব—আর তার বাক্স পেটারা, কাপড় চোপড় নিয়ে

পালাব। এখানে আর আমায় কে ধরবে—কে টের পাবে—যে আসবে তা'রই মাথা কাটব।

দেখিতে দেখিতে ইয়ার বন্ধু সকলেই আসিয়া জুটিল। ইন্দুও আসিল। শিবুর পোটম্যানে কাপড় জামা যাহাছিল সমস্তই বাঁধা পড়িয়াছে। আজ এখন আর হাতে পয়সা নাই। নেশার ও সময় প্রায় অতীত। আর ধৈর্য্য মানে না! এখন মদ চাই। ইন্দুর হাতে পায়ে ধরিয়া কত বিনয় করিয়া বলিল, হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতেও স্বীকার করিল, কিন্তু শিবুর কোন কথাই কাজে আসিল না। ইন্দু সহজ মায়ের মেয়ে নয়! এক পয়সা ও দিবে না। পয়সা না থাকে, নিকাল্ যাও!

ইয়ার বন্ধুর সাম্‌নে অপমানিত হওয়ার চেয়ে মরাইভাল। এই ভাবিয়া শিবু মেসে আসিল। মনের বাসনা—চুরি করা। টাকা চাই। টাকা না পাইলে আজ মান থাকবে না—ইন্দু ও ঢুক্‌তে দিবে না।

শিবুর চরিত্রে মেসের সকলেই সন্দেহ করিত। শিবু মেসে ঢুকিলে সকলেই সতর্ক হইত। অভাবেই স্বভাব নষ্ট। শিবু মনে করিল তাহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই। আস্তে আস্তে ম্যানেজার বাবুর ঘরে প্রবেশ করিল। ম্যানেজার বাবু তখন হানিফ খাঁর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। শিবুকে দেখিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ম্যানেজার বাবু একটু গা-ঢাকা দিলেন। শিবু ঘরের আলো নিবাইয়া দিল। ক্যাশ বাক্সটী বগলে করিয়া ঘরের

বাহিরে আসিল। ম্যানেজার বাবু ও শিবুর অনুসরণ করিতে লাগিল।

শিবু যখন ইন্দুর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী আসিয়াছে তখন ম্যানেজার বাবু তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, শিবু একটু ভয় পাইল—অপ্রস্তুত হইল! শিবুর এই মাত্র প্রথম চুরি, কাজেই একটু লজ্জা ও ভয় হইল। শিবু বাক্স ছাড়িল না—কিন্তু থম্‌কে দাঁড়াইল।

মা। শিবু, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে শেষ চুরি বিদ্যা শিখ্‌লে! এখনও ভাল চাও ত এই বদখেয়াল ছেড়ে দেও লেখাপড়া শিখে মানুষ হও।

শিবুর মুখে আর কথা সরিল না! বাক্স ও ছাড়িল না। ম্যানেজার বাবু অনেক চেস্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। যখন দেখিলেন আর উপায় নাই, তখন তিনি জোর করিয়া বাক্স টানিলেন। এবার শিবু ও জোর করিয়া ধরিল, ক্রমে ক্রমে উভয়েই টানাটানি করিতে করিতে শেযে হাতাহাতি মারা মারি আরম্ভ হইল। শিবু প্রাণান্তেও বাক্স ছাড়িবে না।

শিবুর বিলম্ব দেখিয়া একজন ইয়ার তখন রাস্তায় বাহির হইয়া শিবুকে খুঁজিতে ছিল। পথিমধ্যে উভয়ের গোলমাল শুনিয়া তথায় যাইয়া শিবুকে সাহায্য করিল। বাক্স লইয়া ইয়ার পলায়ন করিল! ম্যানেজার বাবু পুলিশ পুলিশ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পুলিশ আসিল, শিবুকে ধরিল। পুলিশ শিবুকে

লইয়া ম্যানেজারের আদেশ মতে ইন্দুর বাড়ী খানা তল্লাস আরম্ভ করিল। একে একে সকলেই মাল সহ ধরাপড়িল !



গুরুদক্ষিণার প্রথম কিস্তি।

হানিফ কলিকাতায় পৌছিয়া ম্যানেজারের নিকট সমস্ত অবগত হইল। শিবুকে উদ্ধার করা তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। হানিফ ম্যানেজার বাবুকে সঙ্গে করিয়া থানায় উপস্থিত হইয়া শিবুকে জামিনে খালাস করিল। হানিফের মত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি শিবুর জামিন, অতএব ইন্‌স্পেক্টর বাবু এক বাক্যেই জামিন মঞ্জুর করিলেন। আগামী দিবস কোর্টে উপস্থিত হইবে—ফৌজদারী মোকদ্দমা।

হানিফ গর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, অথচ একজন চোর বা বদমাইসের সহায়কারী। হাকিম যখন হানিফের পরিচয় লইবেন তখন হানিফের মুখে কালি চুণ পড়িবে—সরকারের নিকট মাথা হেট হইবে লোকেও নিন্দা করিবে—হয়ত তাহার চাকরীটীও যাবে। এখন উপায় কি ?

ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত রাত্রিটা কাটিয়া গেল। ভোর বেলা উঠিয়াই ম্যানেজার বাবুর সহিত পরামর্শ করিল। শিবুকেও নানা প্রকার উপদেশ দিল। কিন্তু শিবু সে ছেলে নয়। সে জানে, তা'র হানিফদাদা থাক্‌তে আর ভয় কি ? মনে মনে এই কথা ভাবিল, কিন্তু হানিফের সাক্ষাতে বলিল,—"না দাদা,

তোমার পায়ে পড়ি, আমি এমন কাজ আর কখন ও করব না—আমায় এবার মাপকর।”

হানিফের দয়ার শরীর। শিবুর কপট বিনয়ে হানিফের হৃদয় গলিয়া গেল! হানিফ মনে করিল, যতই অনিষ্ট হউক—শিবুকে উদ্ধার করিতেই হইবে। আহা, শিবু তাহার গুরুদেবের পুত্র! অতএব শিবুকে উদ্ধার করা তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। যাঁহার দয়ায়, যাঁহার স্নেহে, যাঁহার যত্নে সংসারের কর্ত্তব্য সাধনের পথে অগ্রসর হইয়া, দীন ভিখারীর পুত্র হানিফ আজ সরকারের নিকট একজন সম্মানপদস্থ কর্ম্মচারী রূপে পরিচিত হইয়াছে,—সেই পরমারাধ্য গুরুদেবের পুত্রকে সাহায্য করা তাহার জীবনের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। যাঁহার কৃপায় সে এই উচ্চপদ লাভ করিয়াছে—যদি তাহারও বিনিময়ে শিবুর উদ্ধার হয়, তাহাতে ও সে কুণ্ঠিত হইবে না। তাঁহার দেয় জিনিষ না হয় তাঁহারই কাজে উৎসর্গীত হইবে।

শিবুর উদ্ধারে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া হানিফ ম্যানেজার বাবুকে এবং শিবুকে সঙ্গে করিয়া জনৈক নামজাদা উকিলের নিকট গমন করিল। উকিল যে ভাবে পরামর্শ দিলেন হানিফ সেই ভাবেই কাজ করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

থানায় আসিয়া আগেই ইনস্পেক্টার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। যতই খাতির প্রণয় থাকুক, পয়সা না দিলে পুলিশ লোক কথা কয় না—কথা কহিলে পাপ হয়, দিব্বি দেওয়া আছে;

বোধ হয় পুলিশ শাস্ত্রেও নিষেধ আছে। তাই উকিলের আদেশ মতে হানিফ পুলিশকে মিষ্টিমুখ করাইলেন। কিছু কম হইল বলিয়া পুলিশের পেট ভরিল না। অতএব হানিফ আর ও কিছু দিল। এবার ইনস্‌পেক্টার বাবু কাষ্ঠহাসি হাসিলেন! যাহাই হউক শিবুর উদ্ধার এবার অনিবার্য। পুলিশ শিবুর প্রতি যে চার্জ্জ আনিয়াছিল তাহা এবার উলটাইয়া লইল।

পয়সায় কি না হয়! হায় রে অর্থ! তুই ইস্ট অনিষ্ট দু'ই করতে পারিস্! তোর শক্তি অসীম! তোর জোরেই আজ শিবু নির্দ্দোষ প্রমানিত হইল! যে ইয়ার শিবুর হাত হইতে বাক্স লইয়া পলয়ান করিয়াছিল তাহারই উপর প্রধান চার্জ্জ হইল। অন্যান্য ইয়ার প্রভৃতির উপরও নানাপ্রকার চার্জ্জ হইল।

বিচার শেষ হইল। শিবু খালাস পাইল। অন্যান্য সকলেরই কঠোর কারাদণ্ড হইল। ইন্দু ও বিন্দুরও সশ্রম কারাদণ্ড হইল, কারণ তাহারাই এই গুণ্ডা বদমাইসদের আশ্রয় দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে।

হানিফের বিস্তর পয়সা খরচ হইল। কিন্তু শিবুকে উদ্ধার করিতে হানিফ পয়সার প্রতি ভ্রুক্ষেপ ও করিল না। শিবুকে লইয়া হানিফ কার্যাস্থানে রওনা হইল। শিবুকে অনেক উপদেশ দিল, বলিল,—"ভাই, এমন কাজ আর কখনও করিও না। মান ইজ্জৎ নষ্ট করিও না—গুরুদেবের নাম হারিও না। মানুষ হ'তে চেষ্টাকর।"

হানিফ মনে মনে ভাবিল,—শিবু আর এমন কাজ কখনও করিবেনা। এবার বেশ শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু এখন শিবুর বিবাহ দেওয়া উচিত।

যাহা হউক, সময় মত শিবুকে লইয়া হানিফ কার্যাস্থলে উপস্থিত হইল। শিবু কিছু দিন ভাল মানুষটী হয়েইছিল। বিশেষতঃ নূতন অপরিচিত স্থান।

কিছু দিন পরে হানিফ শিবুর বিবাহ দিল। নূতন বৌ, লীলা, শিবু—তিনজনেই গুরুমশায়ের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। মাসে মাসে হানিফ বাড়ী খরচ পাঠায়। এই টাকা দ্বারাই শিবু ঘর সংসার করিতে লাগিল। লোকে কথায় বলে—চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিণী। শিবুও তাহা কার্য্যে পরিণত করিল। হানিফের উপদেশ শিবুর পক্ষে বিষের মত বোধ হইল।

বাড়ী বসিয়া থাকিতে শিবুর আর ভাল লাগিল না। তাই চাক্‌রীর জন্য হানিফকে পত্র লিখিল। মোট কথা কোন ও প্রকারে বিদেশে যাওয়া চাই।

উপাধি ও সম্মান।

শিবুর পত্র পাইয়া হানিফ বিরক্ত হইল। পত্রের উত্তরে লিখিল,—"তোমাকে আর চাক্‌রী করিতে হইবে না। তুমি দেশে থাকিয়া, বাড়ীর ভাত খাইয়া—জমাজমী আর বাড়ী ঘর দেখা শুনা কর, মাসিক যাহা খরচ লাগে আমি দিব। আমি জমি খরিদ করিব তুমি তাহার মালিক হইয়া ভোগ করিবে।"

হানিফের পত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া শিবু কিছু দিন চুপ করিয়া থাকিল। বার বার বিরক্ত করিতে গেলে হয়ত নিজের পক্ষেই অমঙ্গল হবে, কিন্তু স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লৎযায় না ধু'লে! চরিত্র যা'র খারাপ হয় তাহার সর্ব্বত্রই হ'তে পারে, আবার ভালও হ'তে পারে। কিন্তু আমাদের শিবুর স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল না। বাড়ী থাকিয়াও নূতন এক দল গঠন করিল। দলের প্রধানই শিবু, আর তার সকলেই ছোট জাত। শিবুর ইয়ারের মধ্যে ভদ্রলোক বা সৎলোক কেহ ছিল না, ইহাদের কাজের মধ্যে ছিল নানা প্রকার বদনেশা—আর পাড়ার স্ত্রীলোকের উপর ব্যাভিচার। তারিখানার মত শিবুর বাহির বাড়ীর ঘরে দিন রাত আড্ডা চলিত। শিবু বিবাহ করিয়াও স্ত্রীর সহিত বড় একটা দেখা শুনাও করিত না। লীলা খুঁজিয়া ডাকিয়া আনিলে কখন ও কখনও শিবুর পেটে অন্নপূর্ণার

আবির্ভাব হইত নচেৎ প্রায় হরিমটর খাইয়াই আড্ডা দিয়া শিবুর দিনাতিপাত হইত। লীলা না থাকিলে গুরুমশায়ের সংসার শ্মশানে পরিণত হইত—ভুতের তাণ্ডব নৃত্য হইত।

হানিফ শিবুর নামে দশ বিঘা জমি খরিদ করিয়া দিল। মাসিক যত টাকা আবশ্যক শিবু চাহিলেই বরং কিছু বেশী পরিমানেই পাঠায়, পাছে ইহাদের কষ্ট হয়। হানিফের সাহায্যের বিষয় লীলা এতদূর জানিত না। বাজার খরচের টাকা চাহিলেই শিবু গালাগালি করিত তেড়ে মারতে আস্‌ত। দায় দৈবি কখনও দু' পাঁচ টাকা দিত। লীলা চরকায় সূতা কাটিত –পৈতা বিক্রী করিত। শিবুর বৌ ও সূতা কাটিতে শিখিয়াছিল এই সূতা বিক্রী করিয়া যাহা পাইত তাহাতেই তেল নূন তরকারী ইত্যাদি খরিদ করিয়া উদরানলের জ্বালা জুড়াইত। নিজ জমির ধান যাহা পাইত তাহাতেই বছরের খোরাকি চলিত। জমিগুলি ভাল লোকের অধীনেই ছিল এবং উপস্থিত পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়ই দেখা শুনা করিতেন। কিন্তু হানিফের প্রেরিত টাকাগুলি শিবুর হাতেই পড়িত। শিবুর বিষয় হানিফ এযাবৎ কিছুই জানে না। হানিফ মনে করিল শিবু এখন ভাল হইয়াছে। হায় রে, চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী!

হানিফের কার্য্য কুশলে সরকার বাহাদুর বড়ই খুসী হইলেন। বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হানিফ উচ্চ সম্মান ও লাভ করিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া বৎসরের প্রথম দিন (১লা জানুয়ারী)।

উপলক্ষে সরকার বাহাদুর হানিফকে 'খাঁ বাহাদুর' উপাধী প্রদান করিলেন। শিবুর সংসার লইয়া হানিফ এত ব্যস্ত যে, এম্ এ, বি এল্ পড়িবার আর সময় করিয়া উঠিতে পারিল না। হানিফ এই চাকরীই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিল। টাকা উপায় যথেষ্ট করিত কিন্তু কিছুতেই দু'পয়সা হাতে রাখিতে পারিত না,—যত্র আয় তত্র ব্যয়। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলকেই সমান চক্ষে দেখিত। কন্যাদায়, পিতৃমাতৃদায়, গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি সাহায্য অকাতরে করিত। গরিব ছাত্র প্রায় বিশ পঁচিশ জন তাহার বাসায় থাকিয়া পড়িত। ইহাদের স্কুলের বেতন, খোরাকী ইত্যাদি হানিফই যোগাইত। হানিফের এবংবিধ সদব্যয়ের কারণেই, বেতন বৃদ্ধি হইলেও হাতে পয়সা জমাইতে পারে না। হানিফ জানে এই সমস্ত কর্ত্তব্য পালনের জন্যই পরমদয়াল জগদীশ্বর আমাকে উপলক্ষ করিয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন,—তাঁহার দয়াতেই আমি এই অযাচিত ও আশাতীত অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছি,—অতএব তাঁহারই কার্য্যে এই অর্থের সদব্যবহার করিব।

গুরুদক্ষিণার দ্বিতীয় কিস্তি।

পরমপিতা সৃষ্টিকর্ত্তার সংসারে কিছুই অভাব নাই। যেখানে যে সময় যাহা আবশ্যক তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন, জীবকে কিছু ভাবিতেও হয় না। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই মাতৃ-স্তনে সুধারাশি ঢালিয়াছেন—সন্তানের আহারের জন্য আর কাহা-কেও ভাবিতে হয় না। ভাবনা জীবের নয়—সৃষ্টিকর্ত্তার। ক্ষেত্র-পতি জমি আবাদ করে, বীজ বপন করে; কিন্তু জল, বায়ু, উত্তাপ প্রভৃতি যাহা না হইলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না—ফসল হয় না, সেই সৃষ্টিকর্ত্তাই তাহা যোগাইয়া থাকেন, জীব তদ্দ্বারা প্রাণ ধারণ করে। জীব ভাবিয়াও কিছু করিতে পারে না। যাঁহার ভাবনা সেই ভাবে। এতদিন আমাদের হানিফও মনে করিয়া-ছিল,—"যদি আমার ছেলেপিলে হয় তবে কি করে ভরণ পোষণ করব কি করে মানুষ করব।" কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার অপার করুণা অপার মহিমা! হানিফ পর্য্যায় ক্রমে একটী পুত্র একটী কন্যা লাভ করিল। সন্তান লাভের সঙ্গে সঙ্গে হানিফের পদ বৃদ্ধি ও বেতন বৃদ্ধি দুই হইল। সন্তানের আহারের জন্য আর হানিফকে ভাবিতে হইল না। যাঁহার কর্ম্ম তিনিই করিলেন। জীব উপ-লক্ষ মাত্র। এই সমস্ত আশাভরসা, মায়া মমতা, সুখদুঃখ, হাসি কান্না লইয়াই জীব সংসার ক্ষেত্রে নিত্যকর্ম্ম সাধন করে।

এতদূর সুখের সংসারেও আমাদের হানিফ শিবুর চিন্তায় দিন রাতই অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। কি করিলে শিবু মানুষ হইবে গুরুমহাশয়ের নাম থাকিবে—আমার গুরুদক্ষিণার ঋণ শোধ হইবে—আর সেই স্বর্গধামে আমার স্বর্গগত গুরুমহাশয় শান্তি সুখে বিরাজ করিবেন, এই চিন্তায়ই হানিফ দিনপাত করিতেছে। কিন্তু হায় রে জীব! সংসারের জটিল রহস্য ভেদ করিয়া আমাদের স্ব স্ব আশা পূর্ণ করিতে পারি কি? তা পারি না। বড় করে পাত বিছাইলে কি হইবে যে দিবে তার ত একটা ওজন আছে। জীব যদি অন্ধবিশ্বাসের ন্যায় সেই সর্ব্বশক্তিমানের উপর সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া সংসার ক্ষেত্রের আবাদ করে, আর প্রাণের সহিত বলে—"জানামিধর্ম্মং, নচমে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তি, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযোক্তঽস্মি তথা করোমি," তাহা হইলে জীবের আর ভাবিবার বিষয় কিছুই থাকে না, যাঁহার ভাবিবার তিনিই ভাবিয়া ঠিক করিয়া লইবেন। সংসার ক্ষেত্রের আবাদ আমরা করব, কিন্তু ফসল উৎপাদনের ভাবনা তিনিই ভাববেন, আমরা শুধু তাঁহার আদিষ্ট মত কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইব, তাহা হইলেই আমরা সুখী হইতে পারিব।

অনেক দিন পর আমাদের হানিফ সপরিবারে দেশে ফিরিল। এবার দু' মাসের বিদায় পাইয়াছে। দেশে অনেক কাজ আছে। জীবনের অনেক কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে।

দেশের এবং দশের উন্নতি চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের অনেক গলদ আছে, সেগুলি সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে। সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে। কুপ্রথা বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ নিয়ম গুলি একেবারে উচ্ছেদ করিতে হইবে। আর এক প্রধান কাজ—শিবুর সম্বন্ধে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা।

হানিফ বাড়ী আসিয়াই শিবুর খবর লইল, গুরুমহাশয়ের বাড়ীর সকলের কুশল সম্বাদ লইল। কিন্তু হানিফ বাড়ী আসিতেছে শুনিয়াই শিবু আজ প্রায় দু' দিন বাড়ী ছাড়া। লীলার মুখে এই সম্বাদ এবং প্রতি বাসীদের মুখেও শিবুর নানা প্রকার কুব্যবহার ও কুসংসর্গের বিষয় শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইল। প্রথমত শিবুর অনুসন্ধানের চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিন রাত্রে প্রায় বারটার সময় জেলে পাড়ার এক বৃদ্ধা রমণী আসিয়া হানিফকে ডাকিল,—"হানিফ, হানিফ! বাবা, আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, আমায় রক্ষা কর।"

হানিফ তখন নিদ্রাদেবীর কোলে শান্তি ভোগ করিতেছিল। বৃদ্ধার ডাক শুনিয়া হানিফ চমকিয়া উঠিল, হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল, বুকটার ভিতর যেন ধান ভানা ঢেঁকির মত দুপ্ দাপ্ করিতে লাগিল! প্রথমত মনে করিয়াছিল, এটা কিছু নয়—স্বপ্ন। কিন্তু দ্বিতীয়বার বৃদ্ধার কাতর ধ্বনি যেমন কাণে গেল অমনি মনে মনে বিপদ গণিল! নিশ্চয় শিবু বিপদে পড়িয়াছে। হানিফ শিবুর বিপদ পদে পদে গণনাকরে। আহা, শিবু যদি না বাঁচে! যদি

কেহ তাঁহাকে অপমান করে—খুন করে! এই ভাবনায়ই হানিফ ব্যাকুল। শিবুর চরিত্র যেরূপ কলুষিত হইয়াছে, বিপদ ত কথায় কথায়, এমন কি জীবন সংশয়ও হইতে পারে। যাইহোক, হানিফ আর বিছানায় বসিয়া থাকিতে পারিল না। বৃদ্ধার শেষ ডাক শুনিয়াই সাড়া দিল,—"কেগা বাছা—তোমার কিহয়েছে—তুমি এত রাত্রিবে কেন এসেছ বাছা?" এই কথা বলিতে বলিতে ঘুম বিজড়িত অলস নয়নদ্বয়ে করমর্দ্দন করিতে করিতে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—"বাবা, তোমার শিবু আমাকে মেরে হাত পা ভেঙ্গে দিয়ে আমার নেড়াকে জোরকরে কোথায় নিয়ে পালিয়ে গেছে, আমি কোথাও খুঁজে পেলুম না!"

নেড়ী জেলে পাড়ার এই বৃদ্ধার একমাত্র কন্যা। জাতিতে জেলে, বাল বিধবা, স্বামীকুলের প্রায় কেহই নাই, তাই মায়ের নিকট থাকিত, সূতা কাটিত, জাল বুনিত, দুঃখ কষ্ট করিয়াই মায়ে ঝিয়ের সংসার চলিত। নেড়ীর বয়েস এখন প্রায় আঠার। গরিব দুঃখীর মেয়ে বটে কিন্তু কুলটা নয়।

শিবু তাহার ইয়ারগণ সঙ্গে করিয়া নেড়ীর মায়ের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য জোর পূর্ব্বক নেড়ীকে ঘরের বাহিরে আনিয়া জেলে পাড়ার মাঠের দিকে লইয়া যাইতেছিল। নেড়ীর মুখ বাঁধা ছিল—চীৎকার করিতেও পারে নাই, কিন্তু দস্যুদের হাত ছাড়াইয়া পলাইতে

প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় চা'রজন জেলে মাছ ধরিতে নিকটবর্ত্তী সেনেদের ঝিলের দিকে যাইতেছিল। অন্ধকার রাত্রি—স্পষ্ট কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না। কিন্তু মানুষের পুনঃ পুনঃ অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা ও পদ শব্দ শুনিয়া জেলেদের মনে সন্দেহ হইল। সকলে পরামর্শ করিয়া মাঠের এক পার্শ্বে একটা ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া রহিল। সকলের হাতেই বড় বড় লাঠী। মনে মনে স্থির করিল, যদি চোর হয় তবে মারপিট করিয়া চোরাইমাল কাড়িয়া লইব।

অসহায়ের সহায় ভগবান শ্রীমধুসূদন! সৃষ্টিকর্ত্তার রাজ্যে যদি এই নিয়ম না থাকিত তবে অধর্ম্মেরই জয় হইত। জগতে যাহার কেহ নাই, তাহার একজন আছে। যাহার সেই এক জন আছে, তাহার সবই আছে। আবার 'সেই একজন' যাহার নাই—জগতে সে ধনী হইয়াও নির্ধনী, জন সমবেষ্টিত হইয়াও জন শূন্য। সেই "একজন" একাই একসহস্র। বিপদে বা সম্পদে সেই 'একজনকে' যে ডাকতে পারে, তার আর ভয় কি, অভাবই বা কি! তিনি ত কাঙ্গালেরই ঠাকুর—বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন!

নেড়ার মুখ বাঁধা ছিল বটে, কিন্তু কাঙ্গালের ঠাকুরকে মনে মনে ডাকিয়া হৃদয়ের আসনে বসাইয়াছিল। হাত পা মুখ বাঁধলে কি হবে—মন ত কেহ বাঁধতে পারবে না। নেড়া ভয়ানক বিপদ মনে করিয়া ভগবানকে মনে মনে খুবই ডাকিয়াছিল।

"দীন বন্ধু তুমিত সর্ব্বত্রই বিরাজ কর, এদাসীর এবিপদ থেকে রক্ষা কর প্রভু!"

সত্য সত্যই নেড়ীর কাতর ক্রন্দন ভগবান শুনিয়া ছিলেন। যদি তাই না হবে, তবে তাঁকে দয়াল ঠাকুর বলবে কেন। নেড়ীর দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। কি করে, চীৎকার করিয়া কাঁদিবার শক্তি নাই--মুখ বাঁধা। তার উপর দস্যুদের অত্যাচার! দস্যুগণ নেড়ীকে কাঁধে করিল, কেন না, টানাটানি করিয়া পথচলা বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। চা'র পাঁচজন দস্যু নেড়ীকে কাঁধে করিয়া যেমন সেই ঝোপের নিকট-বর্ত্তী হইল, অমনি জেলেরা পশ্চাৎদিক হইতে দস্যুদের উপর সজোরে লাঠির আঘাত করিতে লাগিল। কাহারও মাথা ফাটিল কাহারও হাত ভাঙ্গিল কাহারও বা ঠ্যাং খোঁড়া হইল! দস্যু-গণ প্রাণ ভয়ে নেড়ীকে ভূতলে ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিল। জেলেরা কেহ কেহ দস্যুদের অনুসরণ করিল কিন্তু আর তাহাদের ধরিতে পারিল না। দস্যুদের ধরা বৃথা চেষ্টা মনে করিয়া সক-লেই পুনরায় ঝোপের নিকট মিলিত হইল। নেড়ীকে দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল যে মরিয়া গিয়াছে। বালিকা দস্যুদের অত্যাচারে ও ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়াছিল। জেলেরা নেড়ীর মৃত্যু সংশয় করিয়া পাড়ার ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে অনাদিকুমার সেন নামক একজন কবিরাজের বাস ছিল। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর শেষ হইয়া আসিতেছে। এমন সময় নেড়ীকে কাঁধে করিয়া উক্ত

কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কবিরাজ মহাশয় তখন গুড়ুক্ তামাক খাইতে ছিলেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া একজন জেলে ডাকিল, "কবিরাজ মহাশয়!"

কবিরাজ। (নিরুত্তর) হুকার আওয়াজ হইল—গুড়ুক্।

জেলে। কবিরাজ মহাশয় ঘরে আছেন কি?

কবিরাজ। (এবার কাণ খাড়া করিয়া নিরুত্তর।) গুড়ুক্।

জেলে। কবিরাজ মহাশয়, আমরা বিপদাপন্ন, একবার দরজা খুলুন।

কবিরাজ। কেরে, নদেরচাঁদ নাকি? মাছ এনেছিস্ বুঝি, তা ভালই করেছিস্। দাঁড়া আমি যাচ্ছি।

কবিরাজ মহাশয় তাড়াতাড়ি তাহার স্ত্রীকে ডাকিল,—"ওগো, শীগ্গীর উঠ, নদে মাছ এনেছে, দরজা খুলে দাও।"

জেলে। মাছ নয় কবিরাজ মহাশয়! একজন রোগী এনেছি।

কবিরাজ। বলিস্ কি! মাছ নয়! রোগী?

এই কথা বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় স্বয়ংই দরজা খুলিয়া দিল। জেলেরা নেড়ীকে ঘরের ভিতর একখানা মাদুরের উপর শয়ন করাইল। কবিরাজ মহাশয় নেড়ীকে ভাল করিয়া হাত পা চোখ মুখ দেখিতে লাগিলেন। জেলেরাও সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর কবিরাজ মহাশয় স্থির করিলেন, মৃত নয়—মূর্চ্ছা গত। নেড়ীর মাথায় ঠাণ্ডা জল

দিলেন, জেলেরা বাতাস করিতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় নেড়ীর মুখে চোখে জল দিলেন। এইরূপ শুশ্রূষায় অল্পক্ষণ পরেই নেড়ীর জ্ঞান হইল।

রাত্রি ভোর হইল। ডুলি করিয়া নেড়ীকে তাহার মায়ের নিকট লইয়া গেল। নেড়ী যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল। জেলেদের দয়াতে আজ নেড়ীর সতীত্ব রক্ষা ও কবিরাজ মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রাণ রক্ষা পাইল। নেড়ী তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইল।

নেড়ীর মা তখন বাড়ীতেছিল না। হানিফের নিকট নালিশ করিতে গিয়াছিল, তখনও ফিরে নাই : জেলেরা নেড়ীর মায়ের পাড়ার লোকের উপদেশ মতে হানিফের নিকট গমন করিল। হানিফ জেলেদের নিকট ইতিবৃত্ত. শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইল। হানিফ সকলকে সান্ত্বনা করিল এবং শিবুকে উপযুক্ত শাস্তি দিবে এই বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল।

হানিফ সকলকে সঙ্গে করিয়া নিজেই নেড়ীব মায়ের বাড়ীতে গমন করিল। নেড়ীকে দেখিয়া হানিফের বড়ই আন্তরিক দুঃখ হইল। নেড়ীকেও তাহার মাকে মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য করিবে অঙ্গীকার করিল। উপস্থিত জেলেদেরকে দশ টাকা ও নেড়ীর মাকে দশ টাকা দান করিল। হানিফের এই সদ্ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইল এবং এই বিষয় ভবিষ্যতে আর কোন গোলযোগ করিবে না স্বীকার করিল। হানিফের শিষ্টাচারে সকলেই মুগ্ধ হইল।

বাস্তবিক, মানুষের সদ্ব্যবহারই সকল গুণের শ্রেষ্ঠ। সদ্-ব্যবহার দ্বারা মানুষ জগতে মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে—সদ্ব্যবহারে মানুষ আবার দেবত্বও লাভ করিতে পারে। দুনিয়ার সবই লয় হয় কিন্তু সৎগুণই অক্ষয়---অমর, মানুষ মরিয়াও বেঁচে থাকে !

হানিফ লেখক।

মানুষ একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য করিয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হীন ব্যক্তি জীবনের কোনও উন্নতি সাধন করিতে পারে না। আবার এমনও দেখা যায় যে, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াও নানা কারণে উদ্দেশ্য হীন বা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। এইরূপ ব্যক্তি বড়ই হতভাগ্য। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া শত যত্নেও যদি কৃতকার্য্য না হওয়া যায়, তাতে তত দোষ হয় না। মানব জীবনের প্রথম স্তরে আত্মোন্নতি, দ্বিতীয় স্তরে আপন পরিবারের উন্নতি, তৃতীয় স্তরে নিজ গ্রামবাসীদের উন্নতি, চতুর্থ স্তরে দেশের ও দশের উন্নতি পরিশেষে সমগ্র জগতের উন্নতি সাধনের পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হওয়াই উদ্দেশ্য। আমাদের হানিফও সেই সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছে। সাধনায় সিদ্ধি লাভও করিয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্য বিহীন শিবুর জীবন বৃথা অতিবাহিত হইতে লাগিল। হানিফ দীন দুঃখী চাষার পুত্র, কিন্তু গুরুবাক্যই তাহার ব্রহ্মঅস্ত্র—প্রধান লক্ষ্য। হানিফ যখন পাঠশালায় প্রথমভাগ পড়িত তখনই গুরুমহাশয় তাহাকে ভবিষ্যৎবাণী বলিয়া দিয়াছিলেন। হানিফ মায়ের কথায় যখন পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করিয়া রাখালের কাজে নিযুক্ত

হইল তখন হানিফ সংসারের কোনও বিষয় জ্ঞাত ছিল না—নিরেট পাড়াগাঁয়ের মুর্খ চাষার ছেলেই ছিল। মনে করিত,--"আমার মত ছেলে সকলেইত গরু চরায়, রাখালের কাজ করে, আমিও করি এবং এই কাজই করিতে হয় ও করিতে হইবে। বড় হইলে না হয় চাষ আবাদ করিব। বাপ দাদাও ত তাই করেছিল—আমিও তাই করিব।" কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা কা'কে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বুঝিবার শক্তি মানুষের কোথায় ? গোবরে পদ্মফুল ফোটে, মৃণালে কণ্টক আছে, চাঁদেও কলঙ্ক আছে। হানিফ চাষার ঘরে জন্মেছে, কিন্তু মহান উদ্দেশ্য সাধনার শক্তিদ্বারা তাহার প্রাণ, মন, হৃদয় প্রভৃতি গঠিত হইয়াছিল। তাই ছাই চাপা আগুণ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গুরুমহাশয় যখন হানিফের মাকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে রাজি করিয়া পুনরায় পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া লইলেন তখনই হানিফের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছিল। দিন দিন হানিফের দেহ কান্তি উজ্জ্বল হইতেছিল। ললাটের শোভা যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ক্রমেই যেন অন্তরঙ্গের গুণরাশি বাহিরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। হানিফের সদ্ব্যবহারে ও সদালাপে সকলেই যেন মুগ্ধ হইল। সকলেই স্নেহচক্ষে দেখিত। হানিফও গুরুর আশীর্ব্বাদ দৈববাণী মনে করিয়া অন্ধ বিশ্বাসে কর্ত্তব্য পথে চলিতে লাগিল। গুরুমহাশয় মাকে বলিয়াছেন—"হানিফ যদি লেখাপড়া শিখিতে পারে তবে তোমার দুঃখ থাকিবে

না—বড় চাকরী করবে—দশজনে মান্য করবে—তখন তুমিও কত সুখী হইবে। সেই স্কুল পরিদর্শক যেমন সম্মান লাভ করিতেছে, তোমার হানিফও সেইরূপ উচ্চপদ লাভ করিতে পারিবে—দশজনেও মানবে—কত টাকাও উপায় করবে।" এই কথাগুলি হানিফের প্রাণে সদা সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত থাকিত। হানিফ মনে করিত,—"যদি আমি সেইরূপ উন্নতিই না করতে পারব তবে গুরুমহাশয় এমন কথা মাকে বলিলেন কেন। নিশ্চয় আমি জীবনের উন্নতি করিতে পারিব।" এই মূল মন্ত্র হৃদয়ে পোষণ করিয়াই হানিফ আজ এত বড় পদে নিযুক্ত হইয়াছে। বোধহয়, বাঁচিয়া থাকিলে আরও উন্নতি করিতে পারিবে।

শিবুকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া সৎপথে আনিবার জন্য হানিফ নিজের সঙ্গে করিয়া পুনরায় কার্য্যস্থলে সপরিবারে আগমন করিল।

হানিফের পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেতনও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু অভাব অভিযোগও ততোধিক বাড়িতে লাগিল। হাতে পয়সা জমা করিতে আর পারে না। একদিকে গুরুদক্ষিণার ঋণ শোধ অপরদিকে নানা প্রকার দাম ও সাহায্য। এতদিন চাকরী করিয়াও স্ত্রীর গায়ে দু'খানা গহনাও দিতে পারিল না! সাধ্বীসতী দুলালীও সেজন্য মনে কোনও দুঃখ করে না। সে জানে,—"আমি অতি দীন দুঃখীর মেয়ে—মোটা খাব মোটা পরব—আর স্বামী সেবা করব।" দুলালী তাহার ছেলে পিলে

এবং সাহায্য প্রার্থী বালকগণ, যাহারা তাহাদের বাসায় থাকে, খায়, স্কুলে পড়ে, তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করাই পরম আনন্দ অনুভব করিত ; গহনা পরে কি হবে। এতগুলি গরীব দুঃখী ছেলে-পিলে নিয়ে যে সুখ অনুভব হয়, একগা গহনা পরে থাকলে কি আর সে সুখ হ'ত ! খোদা, এই ভাবেই যেন দিন গুজরাণ করে দেন —এই মাত্র প্রার্থনা।

বস্তুতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা এমন ভাবে জগতের চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যেখানে যে'টি যেমন আবশ্যক —যে সময় যে'টি দরকার, ঠিক সেই ভাবেই—সেই সময়েই সে'টি যোগাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। মানুষকে সে জন্য ভাবিতে হয় না। ভাবনা মানুষের নয়—সৃষ্টিকর্ত্তার। তাই আজ আমাদের হানিফ—দুলালীর এই শুভমিলন। গরিবে গরিবে কি উচ্চ প্রাণের আদর্শ—কি পবিত্র মিলন—কি সুখেরেই সংসার ! অভাব নাই, অভিযোগ নাই—যা'তে তা'তেই সুখী ! ভগবান ! এমন সংসার সকলের হয়না কেন ? চিরদিন একভাবে যায় না কেন ? তোমার লীলা তুমিই জান প্রভু !

আজ হানিফ একজন বড় উচ্চদরের লেখকপদে নিযুক্ত। স্কুল পাঠ্য দুই তিন খানা বই লিখিয়াছে। ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া দুই খানি মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়াছে। মাসিক পত্রিকায়ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

বই লিখিয়া হানিফের কেবল যে সুনাম রটিয়াছে তাহা নয়—

প্রচুর অর্থাগমের পথও প্রশস্ত হইয়াছে। কিন্তু হায়, এত পয়সা উপার্জ্জন করিয়াও হানিফের হাতে পয়সা জমে না! দিন দিনই খরচ বাড়্চে। খরচ বাড়িলেও হানিফের কখনও অভাব হয় নাই। অনেকে পরামর্শ দিল যে, এবার তুমি পাকা বাড়ী কর। কিন্তু হানিফ বলিল,--"আমি দীন ভিখারী চাষার ছেলে, আমাকে কি পাকা বাড়ীতে বাস করা শোভা পায়? বিশেষতঃ আমার পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিটুকু ঐ কুঁড়ে আমি ভাঙ্গ্তে পারব না। আমার বংশ পরম্পরায় সকলেরই স্মৃতিপটে অহরহ অঙ্কিত থাকিবে যে, আমরা দীন ভিখারী চাষার বংশধর,—ভবিষ্যতে আর কাহারও আত্ম অহঙ্কার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কি জানি, এই অহঙ্কারই যদি পতনের মূল হয়—আবার যদি সেই গরু চরাতে হয়—লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া, জমি চাষ করিয়া সংসার করিতে হয়! তখন ত আর পাকা বাড়ীতে বাস করা পোষাবে না। অতএব এই কুঁড়েই আমার লক্ষ টাকার ধন, এই কুঁড়েই আমার উন্নতির মূল। এই কুঁড়ে আমি ভাঙ্গব না। কিন্তু হায়, ভবিষ্যতের মানচিত্রের রেখা, সরল কি জটিল কে বলিতে পারে।"

গুরুদক্ষিণার তৃতীয় কিস্তি।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি যে, হানিফ তাহার পিতার আমলের কুঁড়ে ঘরটী তাহার বংশপরম্পরায় সমভাবে ও সম-আদরে ব্যবহার করিতেছে। ১৩০৬ সালের ভাঙ্গনে পদ্মার গর্ভে নিমজ্জন হইবার সময় কুঁড়ে ঘরের চালা ও খুঁটীগুলি যতদূর সম্ভব হানিফের বংশধর অন্যত্র লইয়া গিয়া কুঁড়ে নির্ম্মাণ করতঃ অদ্যাবধি বসবাস করিতেছে। এই স্থানটীর নাম বড় মোকাম। পদ্মানদীর প্রায় ৮ ক্রোশ উত্তরে এই গ্রামটীর অবস্থিতি। যাহা হউক এ স্থলে হানিফের বংশধরের পরিচয় দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

হানিফ শিবুকে সঙ্গে করিয়া সপরিবারে চাকরীস্থলে আসিয়া মনে করিয়াছিল যে, শিবুকে চোখে চোখে রাখবে—শিবু আর বিপথে যাইতে পারিবে না। কিন্তু হায়, সরল প্রাণ হানিফ জানে না যে, মানুষের মন কেহ বাঁধিতে পারে না! দুই তিন মাস ভালয় ভালয় কাটিল। হানিফও মনে করিল—শিবুর চরিত্র আর কলুষিত হইবে না। কিন্তু হায় সময়ে সবই সম্ভবে।

হানিফের ছেলেপিলের তত্ত্বাবধান ও অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত একজন দরোয়ান নিযুক্ত ছিল। অধুনা এই দরোয়ান অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া হানিফের আদেশ মত সর্ব্বদাই শিবুর

সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। হানিফ শিবুকে হাত খরচের জন্য মাসিক কুড়ি টাকা দিত। খাওয়া পরা জামা কাপড় ইত্যাদি সবই হানিফ যোগাইত। প্রথমত হাত খরচের টাকা হইতে দু'পাঁচ টাকা খরচ করিয়া আর সবই বাঁচাইত, পোষ্ট আফিসে জমা রাখিত। কিন্তু শিবু আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না—কুপ্রবৃত্তির লালসা বাড়িতে লাগিল—কুসঙ্গ খুঁজিতে লাগিল।

এস্থলে আমার পাঠ্য জীবনের একটি ঘটনা মনে পড়িল। ইংরেজী ১৯০০ সালে আমি কলিকাতার সেণ্ট্রেল কলেজের স্কুল বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই। এই কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষুদীরাম বসু। আমি পূর্ব্ববদেশীয় বিক্রমপুরবাসী। পাঁড়াগায়ের ছেলে মনে করিয়া ক্ষুদীরাম বাবু আমাকে ক্লাসে বসাইয়া দিবার জন্য স্বয়ংই সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। উপরে উঠিবার সময় সিঁড়ির ধাপে ধাপে প্রতিপদ বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "দেখ হে বাপু, আমি পূর্ব্ববঙ্গের লোককে বড় ভালবাসি। তাহারা বড় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী। তোমাকে দেখে আমার মনে হয় তুমি উচ্চবংশীয় ও সংস্বভাবসম্পন্ন। দেখো বাপু কলকাতার বকাটে ছেলেদের সঙ্গে যেন মিশিও না। তুমি ইচ্ছা করিলে খুব ভাল ছেলে হ'তে পার, আর তা'না হলে যতদূর খারাপ তা'ও হ'তে পার, সে তোমার ইচ্ছা। ক্লাসে দুই রকম ছেলেই আছে। তবে তুমি প্রথম বেঞ্চে বসিবার চেষ্টা করিবে। কারণ, বকাটে ছেলেরা পড়া করে না

তাহারা গল্প করে, আড্ডা দেয়, পান সিগারেট খায়, কেহ কেহ নভেল নাটক পড়ে আবার কেহ কেহ বা জুয়া খেলে ; কাজেই তাহারা ক্লাসের কোণে বা শেষ বেঞ্চে বসে। আমরা তাহাদেরকে বলে ও মেরে হার মেনে গিয়েছি। এই সব ছেলেদের মধ্যে বড় লোকের ছেলের সংখ্যাই বেশী। এই সংসর্গ দোষে কত গরীবের ছেলে যে মাথা খেয়েছে তাহার সংখ্যা নাই। আমি বাপু তোমার ভালর জন্যই বল্‌ছি, যাহা ভাল বুঝবে করবে।”

কথায় যা' কাজেও তা'! অতিকষ্টে আমি দ্বিতীয় বেঞ্চে একটু স্থান পেয়েছিলাম। কিছুদিন পর আমার স্বদেশের কতিপয় বন্ধুও জুটিল। তখন আর কলিকাতার বকাটেদের ছায়াও মাড়াইতাম না। বিশেষতঃ শিক্ষকগণ ও স্বয়ং প্রিন্সিপাল আমাদের সহায় ছিলেন। যাক্ বাজে কথায় কাজ কি। যা'র মাথা তা'রই ব্যথা। বস্তুত সংসর্গ দোষে বা সংসর্গ গুণে মানুষের চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় সন্দেহ নাই।

আমাদের শিবু যদি ইচ্ছা করিত তবে সৎসংসর্গও পাইত। কিন্তু শিবুর ত সে মন ছিল না। এই ক'মাস চুপ করে থাকাটাই তা'র পক্ষে যেন অতীব কঠোর সাধনার কাজ হইয়াছিল! শিবুর মন আর ঘরে নাই! মন কেবল আকাশ কুসুম ভাবিতেছে,—“যদি একজন মনের মতন বন্ধু পাই, রোজ মদ খাই গাঁজা খাই, কত স্ফূর্ত্তি করে বেড়াই। এখন আর টাকার ভাবনা কি? হানিফ দাদা রয়েছে অর্থাৎ আমার ব্যাঙ্ক রয়েছে, ট্যাঁকশালও রয়েছে!”

ভগবানের রাজ্যে কিছুই অভাব নাই। কেবল একটু চেষ্টা ও যত্নের অভাব। চেষ্টা করিলে ভালটা শীগ্‌গির না হউক—মন্দটা হ'তে বেশী দেরী লাগে না। সৎপথে যাওয়া একটু সময় লাগে কিন্তু অসৎ পথটা এত প্রশস্ত—এত সরল যে, অন্ধ আতুর খোঁড়া কাহারও আর তেমন পরিশ্রম করিয়া খুঁজিতেও হয় না। পা বাড়ালেই বা হাত বাড়ালেই সহজে মিলে। আমাদের শিবুর ভাগ্যেও তাই ঘটিল।

শিবু ভাল হইয়াছে বলিয়া হানিফ আর ততদূর কড়া পাহারা দিত না। দরোয়ানকে সময় সময় শিবু কিছু মিষ্টিমুখ করাইত। পয়সায় কি না হয়, বাঘেরও চোখ মিলে! পয়সার খাতিরে দরোয়ান আর সব সময় শিবুর সঙ্গে থাকিত না। শিবু এখন নিশা-চোর হইল—রাত্রে প্রায়ই বাসায় থাকে না।

ঢাকার সহর। বেশ্যার অভাব নাই। বাইজী আর খেমটা-ওলী ঘর ঘর। হানিফের বাসা ছিল নবাবপুর। শিবুর আড্ডা-বাড়ী মোগলটুলী। মানদা নামে এক বেশ্যার প্রেমে শিবু হাবুডুবু খাচ্চে! এখন আর কুড়ি টাকায় চলে না। একা মানদা নয়—শিবুর ইয়ার জুটেছে চা'র পাঁচ জন। মদ গাঁজা প্রভৃতি নেশাও চাই। কিন্তু পয়সার এখন বড়ই অভাব।

আজ ইংরাজী মাসের দোসরা। হানিফ মাহিনার টাকা আজই পাইয়াছে। কাল সকল পাওনাদার মাসিক হিসাবের পাওনা টাকা নিতে আসিবে। সব চেয়ে মুদীদোকানের টাকাই বেশী

দেনা দিতে হয়। মাহিনার টাকা ছাড়া বই বিক্রীর টাকাও মাসের প্রথমেই হানিফের হাতে আসে। মোটকথা শিবু মনে মনে স্থির হিসাব করিয়া দেখিল, সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচশত টাকা হানিফের বাক্সে জমা আছে। আজ যদি বাক্স চুরি না করে তবে কাল আর টাকা থাকিবে না—সবই পাওনাদারদের দিয়ে দিবে।

রাত্রি দশটার সময় শিবু সদলবলে মানদার বাড়ীতে নেশার মজলিসে বসিয়া হানিফের বাক্স চুরির কল্পনা জল্পনা করিতেছিল। আজ শিবু মদের মাত্রা একটু চড়িয়ে দিল। দিল খোলসা হইল—সাহসও বাড়িল। টাকা চাই—মদ চাই!

প্রধান ইয়ার হাবু চীৎকার করিল, "কুচ্ পরোয়া নেহি!"

দ্বিতীয় ইয়ার মণ্টু বলিল, "চালাও পান্সী বেলঘরিয়া, যাহা ভবিষ্যৎ চায় তাহা খাড়া করো!"

শিবু। আলবাৎ, টাকা চাই বাবা।

রাত্রি বারটা। হানিফ প্রভৃতি আহারাদি করিয়া নিদ্রা-দেবীর কোলে শান্তি উপভোগ করিতেছে। হানিফ যে ঘরে শয়ন করিত তাহা শিবুর বেশ জানা ছিল। বাক্সের চাবি হানিফের ট্যাকে থাকিত তাহাও শিবুর অবিদিত নাই। শিবু ঘরের ছেলের মত থাকিত, কাজেই কোনও বিষয় গোপন ছিল না।

শিবু সাঙ্গ পাঙ্গ লইয়া হানিফের বাসা বাড়ী ডাকাতী করিতে চলিল ইয়ারগণ বাড়ীর আশে পাশে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় শিবু খিরকির দরজা খুলিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ খুলিয়া রাখিয়া প্রায়ই রাত্রে বাহির হইয়া যায়। এই খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। গ্রীষ্মকাল। হানিফ জানালা খুলিয়া শয়ন করিয়াছিল। জানালায় কাঠের শিক ছিল। বাড়ীটিও পুরাতন —জানালা কবাট প্রভৃতিও ততদূর মজবুত ছিল না। শিবুরও এসবই জানা ছিল। সহজেই জানালার শিক ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

রাত্রি সাড়ে বারটা বাজিল। আকাশে সামান্য মেঘ ছিল। চাঁদের আলো তত ঘরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তবে ঘোর অন্ধকারও নয়। শিবু মনে মনে স্থির করিল—যদি চাবি পাই তবে সহজেই কার্য্য উদ্ধার হয়। কারণ, টাকা বোঝাই ক্যাস বাক্সটী একটা বড় কাঠের সিন্দুকের ভিতরে আছে। এই ভাবিয়া হানিফের টাঁক খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইল। যদি হানিফ টের পায়—জেগে উঠে! এই ভাবিয়া দক্ষিণ হস্তে শাণিত ছোরা হানিফের বুকে লক্ষ্য করিল। বাম হস্তে চাবি খুঁজিতে লাগিল। চাবি পাইল কিন্তু কাপড়ের টানে হানিফ চমকিয়া উঠিল। তখন আকাশের মেঘখানা সরিয়া গিয়া চাঁদের কিরণ-রশ্মি শিবুর মুখের উপর পড়িল,—শাণিত ছোরা যেন চক্‌মক্ করিতে লাগিল—হানিফের চোক ঝলসিয়া গেল—বুক ধড়্ফড়্ করিতে লাগিল! হানিফ শিবুর ডান হাত বজ্রমুষ্টিতে ধরিল। শিবু

চানিক্যের-গুরুদক্ষিণা ।



অলস অসার হইয়া পড়িল। হানিফ অবাক হইয়া একদৃষ্টে শিবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শিবুর হাতের ছোরা শুষ্ক মুকুলের ন্যায় খসিয়া পড়িয়া গেল। সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। শিবু মাথা হেট করিয়া রহিল, হানিফ শিবুর মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কাহারও মুখে কথাটীও নাই। কিছু ক্ষণ পরে হানিফ কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "শিবু।"

শিবু তখন বেজায় কাবু। ঘাড় তুলিবারও শক্তি নাই, সাহস নাই। হানিফ আবার ডাকিল, "শিবু।" শিবু যেন আরও কাবু হইয়া পড়িল। নড়িতেও পারিল না। মনে মনে ভাবিল, —"যদি হানিফ দাদা একবার আমার হাত ছাড়িয়া দেয় তবে আমি এক দৌড়ে পলাইয়া যাই।"

শিবুর কোন জবাব না পাইয়া হানিফ বলিল,—"শিবু—ভাই আমার! তুমিই কি আমার সেই শিবু—সেই গুরু পুত্র! যা'র জন্য আমি আমার সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়াছি আপন সন্তানের ভাবনা ভাবিয়াও ভাবি না, স্ত্রীর দুঃখ কষ্ট দেখিয়াও দেখি না; যে শিবু সুখী হইলে আমার সুখ, যে শিবু না খেলে আমি খাই না, যে শিবুর অসুখ হইলে আমার আহার নিদ্রা থাকে না,—তুমি কি আমার সেই শিবু! না, আমি এখনও তা বিশ্বাস করিতে পারি না। বল, বল শিবু, তুমি আমার সেই শিবু নও—তুমি আমার সেই গুরুপুত্র ত নও!"

এই কথা বলিতে বলিতে সজল নয়নে হানিফ শিবুকে বুকে

জড়াইয়া ধরিল। হানিফের চোখের জলে শিবুর বুক ভাসিয়া গেল।

শিবু এবার জোর পূর্ব্বক হানিফের হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হানিফ প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার উত্তপ্ত হৃদপিণ্ডকে শান্তি বারি প্রদান করিতেছিল। শিবুর সাধ্য কি যে, সে হাত নড়াইতে পারে। হানিফ গদগদকণ্ঠে আবার বলিল,—"ভাই শিবু, আজ তোমার এ দুর্ম্মতি হ'ল কেন ভাই, তুমি কি চাও শিবু? আমায় মেরে তোমার কিছু সুখ হবে কি? যদি তোমার সুখ হয়, তবে এই নেও আমি বুক পেতে দিচ্ছি, তুমি ঐ ছোরা আমূল আমার বুকে বসাইয়া দেও, আমি হাসি মুখে তোমায় সুখী দেখে শান্তিধামে চলে যাই। আমি তোমার সুখ-শান্তি ভিন্ন এ দুনিয়ায় আর কিছুই চাই না। কেবল তোমায় সুখী দেখতে চাই। বল শিবু তুমি কি চাও?"

এই বলিতে বলিতে হানিফ উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। হানিফের স্ত্রী একটী শিশু বুকে করিয়া পাশের ঘরে শয়ন করিয়াছিল। গোলমাল শুনিয়া হঠাৎ হানিফের ঘরে ছুটিয়া আসিল। স্ত্রীকে দেখিয়া হানিফ বলিল,—"ভয় করো না, চুপ করে দাঁড়াও।" স্বামীর কথা ভাল না বুঝিতে পারিয়া হানিফের পাশে দাঁড়াইল। ছোরাটা বিছানায় পড়িয়াছিল। হানিফের স্ত্রীর হঠাৎ সেই দিকে নজর পড়িল। ছোরা দেখিয়াই হানিফের স্ত্রী 'মা গো' বলিয়া মূর্চ্ছা গেল! হানিফ সে দিকে লক্ষ্যও করিল

না। শিবু শক্তি প্রয়োগ করিতেছে দেখিয়া হানিফ পুনরায় বলিল,—"কি চাও শিবু, কি হলে তুমি সুখী হও, আমায় স্পষ্ট বল, ভয় নাই, আমি প্রাণ বিনিময়ে তোমার সে বাসনা পূর্ণ করিব। তুমি নির্ভয়ে আমাকে সকল কথা খুলে বল।"

এবার শিবু কোন উপায় না দেখিয়া বলিল,—"টাকা চাই, কুড়ি টাকায় বুঝি একটা মানুষের চলে!"

হানিফ। এই কথা! টাকা হলেই তুমি সুখী হও? কত টাকা চাই শিবু?

শিবু এবার থতমত খাইয়া বলিল,—"এক শ।"

হানিফ প্রফুল্লচিত্তে বলিল, "এক শ! উত্তম। আমি এখনই দিচ্ছি। শুধু এক শ নয় শিবু—আজ থেকে বলে দিচ্ছি, তোমার যখন যা' দরকার হবে, অম্লানবদনে তুমি আমার নিকট চাহিলেই পাইবে। আমার যতই অভাব হউক, তোমার অভাব আমি সর্ব্বাগ্রে পূর্ণ করিব—তবু তুমি সুখী হও।" এই বলিতে বলিতে হানিফ সিন্দুক খুলিয়া এক শ টাকা শিবুর হাতে দিল। শিবু টাকা পাইয়া ভাল মন্দ কিছু না বলিয়া সোজা রাস্তায় সদলবলে মানদার আশ্রমে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি প্রায় দেড়টা।

বঙ্গচন্দ্র মিলন মন্দির।

শিবুর হাতে টাকা দিয়া হানিফ একদৃষ্টে শিবু যে পথে প্রস্থান করিল সেই পথের পানে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তৎপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সিন্দুক বন্ধ করিল। স্ত্রীর অচেতন অবস্থা দেখিয়া তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। রাত্রি প্রায় দু'টার সময় হানিফের স্ত্রী সুস্থ হইল। বাড়ীর দু' একজন প্রাণী ছাড়া আর কেহই এই রাত্রের এই দুর্ঘটনা জানিতে পারে নাই। হানিফ তাহার স্ত্রীকে শিবুর কীর্ত্তিকলাপ ব্যক্ত করিল; কিন্তু শিবু যে তাহাকে মারিতে আসিয়াছিল তাহা গোপন করিল। পাছে শিবুর প্রতি তাহার স্ত্রীর একটা ঘৃণারভাব প্রকাশ পায়—পাছে শিবুকে ভাল না বাসে এই কারণেই শিবুর অন্যায় ব্যবহার হানিফ সর্ব্বদা গোপন রাখিত। শিবুর নিন্দা হানিফের প্রাণে বড় লাগে। হায়রে গুরুদক্ষিণা!

সে রাত্রে আর হানিফের নিদ্রা হইল না। তাহার স্ত্রী তাহাকে ঘুমাইবার জন্য অনেক যত্ন করিল কিন্তু হানিফের আর এক নূতন ভাবনা আসিয়া জুটিল। ভাবনা আর কাহারও জন্য নহে—শিবুর জন্য। শিবু টাকা লইয়া কোথায় গেল? যদি কোন ডাকাতের হাতে পড়ে। যদি শিবুকে কেহ খুন করে। এই ভাবিতে ভাবিতে দরোয়ানকে ডাকিল। দরোয়ান কাছে

আসিল। হানিফ হুকুম করিল,—"যেখানে যেভাবে পার শিবুর সন্ধান কর।"

দরোয়ান। বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

এই বলিয়া দরোয়ান শিবুর অনুসন্ধানে বাহির হইল। শিবুর আড্ডা তাহার জানা ছিল। কাজেই তাহাকে খুঁজিতে আর বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। শিবু এখন মানদার আশ্রমে নূতন উদ্যমে পূর্ণমাত্রায় স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা তুলিয়াছে। সংসারে টাকারই অভাব, টাকা থাকিলে অসময়ের বা দুষ্প্রাপ্যের দ্রব্যও সহজে পাওয়া যায়। আমাদের শিবুর হাতে এখন টাকার অভাব নাই, অতএব মদেরও অভাব নাই! দরোয়ান আসিয়া হানিফকে শুভসংবাদ দিল। তখন রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসিতেছে।

তৎপর দিবস শিবু প্রায় বেলা দশটার সময় বাসায় ফিরিল। স্নানাদি সমাপন করিয়া বেলা প্রায় বারটার সময় মেসে আহারাদি করিয়া বাসায় আসিয়া শয়ন করিল। হানিফ আফিসে যাইবার সময় দেখিল শিবু স্নান করিতেছে। বৈকালে পাঁচটার সময় আসিয়া দেখিল শিবু নিদ্রাগত। শিবুকে দেখিয়া যেন হানিফ গত রাত্রের ঘটনা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেল। হানিফের যেন আর কোনও অশান্তি নাই মনে হইল।

দরোয়ান হানিফের আদেশ মত শিবুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। যখন যে টাকার আবশ্যক হয় হানিফ তৎক্ষণাৎ তাহাই যোগায়।

হানিফ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যখন শিবুকে সৎপথে আনিতে পারিল না, তখন মনে মনে এই স্থির করিল যে, শিবু কিছু দিন আপন ইচ্ছানুসারে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতে থাকুক। হয়ত একদিন এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, শিবু আপনা হইতেই তার দুষ্কর্ম্মের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিবে—শিবু তখন স্বেচ্ছায়পাপ কার্য্যের অনুতাপ করিবে, সেই অনুতাপই তার দুস্কৃতির প্রায়শ্চিত্ব হইবে। তাই হানিফ শিবুকে আর কোনও বাধা দিত না।

শিবু মনে করিল চিরদিনই এইভাবে কাটিবে চিরদিনই হানিফ বাঁচিয়া থাকিবে। দুঃখী না হ'লে দুঃখের মর্ম্ম অনুভব করিতে পারে না। সমুদ্র তীরে বাস করিয়া মরুভূমির উত্তপ্ত জল বিহীন দেশের তীব্র পিপাসার শুষ্ক কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ অনুভব করিতে পারিবে কেন! আমাদের শিবুও মনে করিল—এমন করেই আমার দিন যাবে। শিবু পরিণাম ভাবিতে জানে না—ভাবিবার অবসরও নাই। শিবু যে মানুষ, তাহার যে সংসারে কতগুলি কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে তাহাও সে ভাবে না—ভাবিতেও শিখে নাই। হায়রে অন্ধ মানব! একবার চোখ মেলে দেখ, ভগবানের এই বিশাল রাজ্যে মানুষের কত কর্ত্তব্য সাধনের পথ মুক্ত ও প্রশস্ত রহিয়াছে।

সংসারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কোন কাজই ভাল নয়—পরিণাম বিষময়। শিবু আমাদের বড়ই বাড়াবাড়ি করিতে

লাগিল। ভয়, লজ্জা ও মান তাহার দেহে কেহই নাই। শিবুই যেন সর্ব্বে সর্ব্বা! সংসারে যেমন উন্নতির শেষ আছে, তেমন অবনতিরও একটা শেষ আছে। দুঃখের পর সুখ, আবার সুখের পরেই দুঃখ হয়। আমাদের শিবু যখন এই সংসারের লোক তখন তাহাকেও এই আইনের পাকচক্রে ঘুরিতেই হইবে।

প্রায় ছয় মাস কাল পরে মানদার সহিত শিবুর ঝগড়া হয়। শিবু অন্যত্র নূতন আড্ডা করিল। হঠাৎ একদিন রাত্রে শিবুর কিছু টাকার দরকার হইয়া পড়িল। নূতন স্থান, টাকা না দিলেও সম্মান থাকে না। নিজ সংসারের বা সমাজের মানমর্জ্জাদা অতল জলে ডুবিয়া যাক তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু এ বেশ্যাসমাজের মানমর্জ্জাদা রক্ষা করিতে না পারিলে মাথা কাটা যাবে, লোকে হেয়জ্ঞান করিবে, বোধ হয় নরকেও স্থান হবে না। হায়রে বেশ্যা সমাজ! তোমার মোহিণী শক্তিকে আমি কোটী কোটী নমস্কার করি! যিনি এই ঘৃণিত সমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকেও ধিক্!

রাত্রি বারটার সময় দরোয়ান আসিয়া হানিফকে টাকার বিষয় জানাইল। হানিফ এখন ও মাইনে পায় নাই। আর সাতদিন পরে মাইনে পাইবে। কিন্তু এখন তাহার হাতে টাকা ও নাই। সেদিন শিবুকে একশত টাকা নগদ দিয়াছে। মাস•• কাবার না হইলে এখন টাকা কোথায় পাইবে। অথচ টাকা না দিলেই নয়। হয় ত শিবু নিজেই আসিয়া অত্যাচার করিবে।

এই ভাবিয়া একবার স্ত্রীর নিকট গেল, যদি তাহার হাতে কিছু থাকে। হানিফ দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কত টাকা চাই।"

দরোয়ান। অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা।

হানিফ তাহার স্ত্রীর নিকট সমস্ত প্রকাশ করিল। হানিফের স্ত্রী বলিল,—"আমার হাতেত টাকা নাই, তবে এক কাজ কর, আমার গলার এই হার ছড়া বাঁধা দিয়ে টাকা এনে দাও।" হায়রে গুরুদক্ষিণা! শেষে কিনা স্ত্রীর একমাত্র হার ছড়া তাও বাঁধা দিয়ে—

হানিফের স্ত্রী হানিফের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার কথায় বাঁধা দিয়া বলিতে লাগিল,—"তাতে দোষ কি, মাইনে পেলেইত আবার খালাস করে আনতে পারবে।" এই কথা বলিতে বলিতে গলার হার খুলিয়া হানিফের হাতে দিল। হানিফ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হার লইয়া টাকার অনুসন্ধানে চলিল। হানিফ কখনও কাহারও নিকট টাকা ধার করে নাই; তাই ভাবিতে লাগিল, কে টাকা দিবে, কাহার নিকট যাইব। রাত্রি প্রায় একটা বাজে। আর দেরী করা চলে না। খোদা যা'-করেন তাই হবে। এই ভাবিয়া উকিল পাড়ার দিকে চলিল। সতীশ বাবু ঢাকার একজন সিনিয়র উকিল, হানিফের সহিত তাঁহার বেশ বন্ধুত্বও আছে। তখনও সতীশ বাবুর বৈঠকখানার ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। আগামী দিবস তাহার একটা বড়

মোকদ্দমায় বক্তৃতা করিতে হইবে, তাই অনেক আইন নোট করিতে ছিলেন। এমন সময় হানিফকে দেখিয়া সতীশ বাবু তাহাকে খুব খাতির করিয়া সাদরে চেয়ারে বসাইলেন। সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্তিরে কি মনে ক'রে ইনস্পেক্টার সাহেব ?"

হানিফ। মনে কিছু করিবেন না, বিশেষ বিপদে পড়িয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি। এই হার ছড়া রাখিয়া আমাকে একশত টাকা দিতে হইবে, আমি মাইনে পাইলেই আপনার টাকা দিয়ে যাব।

সতীশ। এত রাত্তিরে টাকা ! বোধ হয়, আপনার শিবুর কারণেই টাকার দরকার হয়ে পড়েছে। তা' আপনার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই ! একটা চরিত্রহীন ব্রাহ্মণপুত্রের জন্য আপনি বৃথা এই পাপের বোঝা বহন করিতেছেন। আমরা হ'লে এতদিন দূর করে তাড়িয়ে দিতুম।

এই বিপদের সময় সতীশ বাবুর মুখে শিবুর নিন্দা শুনিয়া হানিফ কোন ও প্রতিউত্তর করিল না। অন্য সময় হইলে সতীশ বাবুর মুখের উপর লক্ষ কথা শুনাইয়া দিত। শিবুর নিন্দা হানিফের নিতান্ত অসহ্য। কিন্তু কি করে, বিপদে ধৈর্য্য চাই। তাই সতীশ বাবুর কথার প্রতিবাদ না করিয়া বলিল,—"সে কথা থাক, দয়াকরে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।"

সতীশ। ইনস্পেক্টার সাহেব আমায় ক্ষমা করুন, আপনার

হার বাঁধা রাখিয়া টাকা দিতে আমি পারব না। আপনার দরকার থাকে, আমি দিতেছি, আপনি অমনি একশত টাকা নিন্, যখন সুবিধা হবে দেবেন, আমি ইহার সুদও চাই না। আপনার মত মহত লোককে যদি সামান্য একশ টাকা বিশ্বাস না করি তবে সংসারে আমরা মানুষ বলিয়া পরিচয় দিব কি করে।

এই কথা বলিতে বলিতে সতীশ বাবু হানিফের হাতে একশত টাকা দিল। হানিফ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বাসায় আসিয়া দরোয়ানের হাতে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া দিল। শিবু টাকা পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নিত্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। তাই লোকে বলে, কা'র বিষয় কে ভোগ করে! একজন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কপালের ঘাম পায়ে ফেলিয়া পয়সা উপার্জ্জন করে, আর একজন বিনা ক্লেশে আনন্দে তাহা ভোগ করে। হায় রে বিধির বিধান! এই ঘটনার কিছুদিন পর হানিফ এক মাসের বিদায় লইয়া শিবুকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আসিল। পাঠশালার সংলগ্ন একটী ঘর প্রস্তুত করিল। এই ঘরটার নাম "বঙ্গচন্দ্র মিলন মন্দির"। অর্থাৎ এখানে হিন্দু মুসলমানের একত্র মিলন হয়। উভয় সমাজের রীতি ও নীতির আলোচনা হয়। সমাজের শিক্ষা বিস্তার করিয়া দেশের উন্নতির সাধন করাই এই মিলনের উদ্দেশ্য। "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই নীতিই এই মিলনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। গোহত্যা নিবারণ একেবারে নিসিদ্ধ। হানিফ কোরাণ ও হদিশ হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সকলকে

বুঝাইয়া দিতে লাগিল,---"গো হত্যা কোন শাস্ত্রে ও উল্লেখ নাই। যদি কোন ধর্ম্ম কর্ম্মে এমন দেশাচার প্রথা থাকে তবে অধুনা তাহাও সমূলে উৎপাটন করা কর্ত্তব্য। কারণ জীবহত্যা দ্বারা কোনও দেবকার্য্য সাধন হইতে পারে না ইহাই শাস্ত্রের মূল মন্ত্র। ভগবান সাত্বিক, তাঁহার পূজা ও সাত্বিক হওয়া উচিত। গোজাতি রক্ষা না করিলে দেশে চাষ আবাদের বিস্তর ক্ষতি হইবে। শিশু ও রোগীদের দুগ্ধের অভাব হইবে। আমাদের সন্তান সন্ততি দিন দিন হীনবীর্য্য হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ গোমাংস বিষাক্ত। আমাদের মোসলমান জাতির মধ্যে যত হাত পা টুট ও কুঠে,পক্ষাঘাত, কাণা, খোঁড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তেমন অন্যকোন ও জাতির মধ্যে নাই। ইহার প্রধান কারণই গোমাংস ভক্ষণ।" হানিফের এবম্বিধ সৎউপদেশ দেশে দেশে প্রচার হইল। কত খবরের কাগজে ও বাদ প্রতিবাদ চলিতে লাগিল। মোট কথা হানিফের এই মিলন মন্দিরে দেশের অনেক সৎকার্য্য সাধিত হইল।

হিন্দু মুসলমানের একতা সূত্রে আবদ্ধ হওয়াই এই মন্দিরের সৃষ্টি। উভয় জাতিরই গ্রন্থাদি এই মন্দিরে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। দেশের নানা প্রকার শিল্প কাব্য ও কৃষি কার্য্যের বিষয় আলোচনা হইত। দেশের নানা প্রকার অভাব ও অভিযোগ দূর করিবার জন্য উভয় জাতি মিলিয়া এক সাহায্য সমিতি সংস্থাপন করিল। উভয় সম্প্রদায়ের অনাথ বা বিধবার সাহায্যের নিমিত্ত চাঁদা

সংগ্রহ করা হইত। গ্রামের অন্যায় মামলা মোকদ্দমা কেহ আদালতে বা ফৌজদারিতে রুজু করিতে পারিত না। এই সমিতির নেতাগণই তাহার মিমাংসা করিয়া দিতেন। কেহ যদি এই সমিতির কথা অমান্য করিত তবে তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইত। এই সমিতির প্রধান নেতা বা সেক্রেটারী আমাদের হানিফ। হানিফ বিস্তর অর্থও ব্যায় করিয়াছে। গ্রামের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ও যথেষ্ট হইয়াছে। হিন্দু সমাজেরও অনেক গণ্যমান্য ওশিক্ষিত লোক এই সমিতির মেম্বার হইয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এমন কি দেশ বিদেশের লোক হানিফের এই কার্য্যের অনুসরণ করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই এইরূপ এক মাত্র বিক্রমপুরের মধ্যেই প্রায় পাঁচিশটী সমিতি সংস্থাপন হইল। তন্মধ্যে হানিফের সমিতিই কেন্দ্রস্থল হইল।

হানিফ দেশের কাজে ব্যস্ত থাকায় এত দিন বাড়ী থাকিয়াও শিবুর তত্ত্বাবধান তেমন করিতে পারিত না। একদিন হঠাৎ শুনিলেন,—শিবু পলাতক। হানিফের ছুটী বাকী থাকিতেই বাধ্য হইয়া সপরিবারে কার্য্যস্থলে আসিল। অনেক চেষ্টার পর শিবুর অনুসন্ধান পাওয়া গেল। শিবু এবার আর এক নূতন আড্ডার সর্দ্দার হইয়াছে। এ আড্ডা সবচেয়ে নিকৃষ্ট—যত ছোট লোকের যাতায়াত। বেশ্যাটাও অতি কদাকার ও বয়স্থা। শিবুও সবচেয়ে এখানেই বেজায় কাবু হয়ে পড়েছে!

আশা ফুরাইল।

শিবুর এইরূপ কুচরিত্র ও দুর্ব্যবহার দেখিয়াও হানিফ নির্ব্বাক। কোনও বাধা দিল না। যখন যাহা দরকার তাহাই যোগাইয়া থাকে। শিবুর আর লজ্জা, ভয়, মান, অপমান কিছুই জ্ঞান নাই। সে এখন বেশ্যাসক্ত উন্মাদ।

এবার হানিফের বড় ছেলে ইব্রাহীম বি, এ, পাশ করিল। হানিফের দু'এক মাসের চেষ্টাতেই ইব্রাহীম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইল। দ্বিতীয় ছেলে ইস্‌মাইল এবার বি, এ, পড়ে। এতদিন হানিফের সংসারের বোঝাটা অনেক হাল্‌কা হইল। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। ইব্রাহীমও হানিফের মত চরিত্রবান যুবক। দেশের ও দশের উন্নতি সাধনই তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইস্‌মাইলও তদ্রূপ, কিন্তু সে পরের চাকরী করিবে না ইহাই তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আব্দুল এখনও ছোট। ইব্রাহীম ও ইস্‌মাইল উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,— "যতদিন নিজে উপায় না করিতে পারিব, পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিব, ততদিন বিবাহ করিব না। দেশের ও দশের উন্নতির জন্য প্রাণ পণ করিব।"

ভগবানের রাজ্যে মানুষ অমানুষ, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, রোগ শোক, সবই আছে। এই সমস্ত লইয়াই সংসার। এ সংসারে

সংসারী হইতে হইলে, এই সমস্তগুলিকেই আলিঙ্গন করিতে হইবে। সংসার অসার, আবার সংসারই সার। সংসার ধর্ম্মই মানবের প্রধান ধর্ম্ম। আমাদের হানিফও তা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সে সুখ বা দুঃখকে সমভাবে আলিঙ্গন করিত। তাই আজ হানিফ সংসার জয়ী হইয়াছে শেষ জীবন সুখে কাটাইতে লাগিল। ইব্রাহীম আর ইস্‌মাইল এখন বড় হইয়াছে যথেষ্ট উপায় করিতেও শিখিয়াছে। হানিফকে আর চাকরী করিতে দেয় না। হানিফ এবার পেন্‌সান্ লইল।

কার্য্যের অবসর লইয়া হানিফ দেশের কাজে ব্রতী হইল, আর খোদার নিকট জগতের মঙ্গল কামনায় শেষ জীবনটা কাটাইবে মনস্থ করিল। কিন্তু শিবুকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে হইবে, কারণ শিবু ইব্রাহীমের কথার বাধ্য মোটেই হবে না। তাই হানিফ শিবুর অনুসন্ধানে বাহির হইল।

এখন শিবু আর হানিফের বাসায় আসিত না, দেখাও করিত না। টাকা যাহা দরকার দরোয়ানের মারফতেই পাইত। আহার বিহার সমস্তই আড্ডা বাড়ীতে সম্পন্ন করিত। মোট-কথা আড্ডাবাড়ী ছাড়া শিবুর আর দ্বিতীয় ঘর বাড়া ছিল না। আপনার জন বলিতেও বোধ হয় আড্ডার লোক ব্যতীত আর কেহ তাহার ছিল না।

মানুষের দেহটা একটা কলকারখানা মাত্র। কল বিগড়াইতে বেশী দেরী লাগে না। কল চলিতে চলিতে হঠাৎ

বিগড়াইয়া যায়। কলের মিস্ত্রি কলের সঙ্গে সঙ্গে থাকে—দেখা শুনা করে। যখন বিগড়ায় তখনই মেরামত করে। সঙ্গে সঙ্গে মেরামত না করিলে কল বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের দেহটাও তাই। কল বিকল হইলেই মেরামত করিতে হয়। দেহের কল বিগড়াইবার কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই। কোন্ সময় দেহের কোন্ কল বিগড়াইবে কেহ বলিতে পারে না। এতদিন আমাদের শিবুর দেহের কলকারখানা বেশ চলিতেছিল, একবার ভুলিয়াও মনে করে নাই—দেহে তা'র কোন রোগ হবে বা কখনও সে মরবে। সে মনে করিত এম্নি আমোদে এম্নি সবল দেহে চিরকাল কাটবে। মোটকথা ধরাটা শিবু সরা জ্ঞান করিত। কিন্তু হায়, চিরদিন কাহারও কখনও সমান যায় নাই আর সমান যাবেও না! শিবুর দেহের অত্যাচার হয়েছে যথেষ্ট। কখনও ভবিষ্যত ভাবিয়া কাজ করে নাই, এমনকি দেহের উপযুক্ত যত্নও নেয় নাই। তাই ঘুণ ধরার মত দেহ-পিঞ্জরটা তা'র একেবারে ঝাজ্‌রা হয়ে গিয়েছিল! একদিনও মেরামতের চেষ্টা করে নাই। যখন ঘুণ ভিতর ধ্বংশ করিয়া বাহিরে প্রকাশ হইতে প্রয়াস পাইল তখন শিবু কাবু হইয়া পড়িল, একেবারে শয্যাশায়ী—উত্থান শক্তি রহিত! সমস্ত শরীর শুষ্ক হইয়া গেল, মুখে কিছুই রোচে না, আহার প্রায় বন্ধ। ক্রমে ক্রমে শরীরময় খোস, খোস বদরসে পরিণত হইল, অবশেষে কুষ্ঠব্যাধী আক্রমণ করিল। শিবু অন্ধকার দেখিল!

শিবুর এই দুরবস্থা দেখিয়া একে একে প্রাণের ইয়ারগণ আপন আপন পথ দেখিল, একবার ফিরিয়াও কেহ চাহিল না। শিবু আছে কি নাই তারও একটা খবর কেহ লইল না। যা'র আশ্রমে এত পয়সা ব্যয় করিয়া এতদিন ঘরকন্না করিয়াছিল, সেও শিবুর এ অবস্থা দেখিয়া স্পর্শও করে না। তবে দয়া করিয়া থাকবার একটু স্থান দিয়াছে আর সময় সময় ঝি চাকর দ্বারা একটু খাবু বা জল যাহা দরকার হয় দেয়। যে ঘরটীতে শিবু অবস্থান করিতেছিল তাহা অতি কদর্য্য। নীচের ঘর, ভয়ানক অন্ধকার ও স্যাৎসেঁতে। কি করে, শিবুর উঠিবারও শক্তি নাই। একটা মাদুরের উপর ময়লা কাপড় ঢাকা দিয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিয়াছে। জোরে কথা কহিবারও শক্তি নাই। এমন একটা লোক নাই যে, হানিফকে কেহ খবর দেয়। দরোয়ান প্রায় একমাস হইল খরচের টাকা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেও আর আসে না। মানুষের যখন সময় মন্দ হয় তখন সকল প্রকারেই মন্দ হয়—আপনার জন ও পর হয়। দরোয়ান মনে করিল, শিবু এখন আমোদ স্ফূর্ত্তিতে আছে থাক, আবার একমাস পরে যখন টাকার দরকার হবে টাকা দিয়ে যাব, রোজ রোজ আর কি খবর লইব। হানিফ জিজ্ঞাসা করিলে দরোয়ান বলিত,—"হুজুর শিবু বাবু আচ্ছা হ্যায়।" কাজেই হানিফ মনে কোন সন্দেহ করিত না। কিন্তু আজ হানিফের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। শিবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া এবার দেশে পাকা বন্দোবস্ত করিয়া

থাকিবে। তাই দরোয়ানকে সঙ্গে করিয়া শিবুর সন্ধানে বাহির হইল।

বিপদেই হউক আর সম্পদেই হউক, ভগবানকে ডাকলে মানুষের শান্তি হয়। কারণ তিনি মঙ্গলময়। তিনি যা' করেন মঙ্গলের কারণেই করেন। শিবু যদি আজ এদুরবস্থায় না পড়িত—পাপের যন্ত্রনা না হইত, তবে হয়ত মঙ্গলময় ভগবানকেও ডাকিত না। না ডাকিলেও হানিফের প্রাণ কাঁদিত না—শিবুকে লইয়া দেশেও যাইতে পারিত না, রোগের শুশ্রূষাও হইত না। হয়ত ঐ ভীষণ নরকে থাকিয়াই পঁচিয়া গলিয়া, রোগে শোকে অনুতপ্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত। আর কাহারও কিছু না হোক, হানিফ জীয়ন্তে মড়া হইয়া থাকিত—হয়ত পাগল হইত!

যখন দরোয়ান হানিফকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল তখন শিবুর চোখের জলে বুক ভাসিতেছিল। হানিফ শিবুকে এবম্বিধ শয়ন অবস্থা দেখিয়া শিবুর বুকের উপর উবুর হইয়া পড়িয়া জড়াইয়া ধরিল। হানিফের চোখের জল আপনিই গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িয়া শিবুর বিছানা ভিজিয়া গেল। হানিফ কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল,—"কি হয়েছে ভাই আমার, একবার কথা কও, আমায় দাদা বলে ডাক।" আবার কাঁদিয়া উঠিল, বলিল,—"কেন ভাই আমায় খবর দেও নাই, তোমার টাকার কি অভাব ছিল ভাই, আমায় খবর দেও নাই কেন?"

শিবু হানিফকে দেখিয়া মনে করিল—"স্বর্গের দেবতা মর্ত্তে আসিয়া আমাকে রোগমুক্ত করিল। আমি নিরোগ, কই আমার ত কোন রোগ নাই!" হানিফকে দেখিয়া শিবু আনন্দে অধীর হইল—রোগের যন্ত্রণা একেবারে কোথায় লুকাইয়া গেল, শিবু রোগমুক্ত! যে শিবু একবার পাশ ফিরিতেও পারিত না, সে শিবু উঠিয়া বসিয়া হানিফকে বুকে জড়াইয়া ধরিল; যে শিবু একবার কথা কহিতেও পারিত না, একটু জল চাহিতেও কষ্ট বোধ করিত, সে শিবু উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিল—"দাদা, হানিফদাদা, তুমি এসেছ!"

শিবু আর কথা কহিতে পারিল না। বাক্ রোধ হইল—পুনরায় শক্তি হারা হইল—বিছানার উপর পড়িয়া গেল। হানিফ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। দুইজনে বিছানায় জড়াজড়ি অবস্থায় পড়িয়া রহিল। হানিফের কান্নারোল গগন ভেদ করিয়া খোদাতলার দরগায় পৌঁছিল—তা'র পিতাতুল্য গুরুমহাশয় সে করুণ ধ্বনি শুনিলেন, বলিলেন,—"হানিফ! শিবু নরকের কীট, ওকে স্পর্শ করিও না। তেমার গুরুদক্ষিণা আমি পেয়েছি—তুমি ঋণ মুক্ত।" হানিফ জাগ্রত অবস্থায় যেন স্বপ্ন দেখিল!

শিবুর চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর লোক সব ছুটিয়া আসিল। কেহ কেহ মনে করিল—শিবু মারা গেছে। যে কুহকিনী শিবুর এত পয়সা গ্রাস করিয়াছে সে বলিতে লাগিল,—"যদি মরে থাকে

তবে কে ওকে পোড়াবে আমি একপয়সাও খরচ করতে পারব না”

হানিফ এই নিদারুণ কর্কশ অসহ্য বাক্য আর সহ্য করিতে না পারিয়া একবার বলিল,—“উপরে ভগবান আছেন, একদিন তোমারও এমন দিন আসিবে। অনেক পয়সা খেয়েছ, বেশ্যা হয়েছ বলে কি ধর্ম্মটাও খেয়েছ। না, তোমাদের কাহাকেও কিছু করিতে হইবে না, খোদা সহায় থাকিলে আমিই আমার ভায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিব।”

হানিফ দেখিল এসব কুলটার সঙ্গে তর্ক করাও মহাপাপ। উপস্থিত শিবুর চেতন করা আবশ্যক। এই ভাবিয়া দরোয়ানকে ডাক্তার ডাকিতে আদেশ করিয়া নিজেই শিবুর সেবা করিতে লাগিল। শিবু একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। চেতন পাইয়া শিবু আবার কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—“দাদা, হানিফ দাদা আমায় নিয়ে চল।”

হানিফ। ভয়কি শিবু, আমি থাকতে তোমায় যমও স্পর্শ করতে পারবেনা। দরোয়ান ডাক্তার আনতে গেছে। ডাক্তার এলেই তোমায় পালকী করে নিয়ে যাব ভাই।

শিবু আবার কাঁদিল, বলিল,—“দাদা, আমায় ক্ষমা করো।”

হানিফ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—“শিবু তুই যে আমার সর্ব্বস্ব—আমার ধন জন, স্ত্রী পুত্র, এমন কি আমার নিজ প্রাণের চেয়েও যে তুই অধিক। যায় যাক্ আমার মান গৌরব, অতল জলে ডুবে যাক্ আমার ধনদৌলত ; যায় যাক্ আমার বংশ যাক্,

তবু তোকে চাই, তোকে নিয়েই আমি সুখী, তুই না থাকলে সংসার আমার অসার—অন্ধকার !

শিবু। দাদা, তুমিকি মানুষ !

হানিফ। শিবু মানুষ আর হতে পারলুম কই—পশুর ও অধম ! যে গুরুর কৃপায় সংসার দেখছি, তাঁর এক বিন্দু ঋণও যে আজ পর্য্যন্ত শোধ করতে পারলেম না ভাই !

শিবু। দাদা, আর তুমি আমায় ভুলাতে পারবে না—আর আমি চণ্ডাল নই—তোমার ভাই—হানিফ দাদার ভাই। আমি ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে ও চণ্ডালের অধম হয়েছি, আর তুমি মুস-লমানের সন্তান হয়ে ও ব্রাহ্মণ সন্তানেরও পূজ্য—স্বর্গের দেবতা ! হিন্দুর স্বর্গবলে যদি কোন রাজ্য থাকে, সেই রাজ্যের দেবতা বলে যদি কোন জাতি থাকে, তবে তুমিই সেই ! তোমায় নমস্কার !

হানিফ। (শিবুর হাত ধরিয়া) ছিঃ শিবু, ও কথা বলতে নাই। ভয় কি, ভগবানকে ডাক তিনিই তোমায় রক্ষা করবেন, তিনিই মঙ্গলময়।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছে এমন সময় ডাক্তার বাবু উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন—“কি হয়েছে ইন্‌স্পেক্টার সাহেব, ইনি আপনার কে, আপনি এখানে কেন ?”

হানিফ চোখের জল সম্বরণ করিয়া ডাক্তার বাবুকে আদ্যন্ত সমস্ত বিবৃত করিল, ডাক্তার বাবু অবাক্ হইয়া হানিফের

সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। শিবুর সমস্ত শরীর ভালরূপ পরীক্ষা করিলেন। ভয়ের কোন কারণ নাই—প্রাণে মরিবে না আশ্বাস দিলেন, কিন্তু ভোগ আছে খুব হয়ত সম্পূর্ণ আরোগ্য না ও হতে পারে। যাইহোক্ চেষ্টার ক্রটী হ'বে না।

এই কথা বলিতে বলিতে পাল্কী আসিল, অতি সন্তর্পণে শিবুকে পাল্কীতে শয়ন করান হইল। ডাক্তার বাবুর গাড়িতেই হানিফ বাসায় আসিল। দরোয়ান পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে বাসায় পৌঁছিল। হানিফ স্ত্রীপুত্র সকলে মিলিয়া শিবুর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। জলের মত পয়সা খরচ করিয়া বড় ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিল। একজন ব্রাহ্মণ পাচক শিবুর জন্য নিযুক্ত করিল।



গুরুদক্ষিণার চতুর্থ কিস্তি।

প্রায় দুই মাস কাল চিকিৎসার ফলে শিবু একটু সুস্থ হইল, কিন্তু এখনও চলাফিরা করিতে পারে না। তবে প্রাণের আর আশঙ্কা নাই। এই দুইমাস কাল হানিফ ও তাহার স্ত্রী আহার নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করিয়া শিবুর সেবায়ই রত ছিল। অপর কেহ দুর্গন্ধে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেও পারিত না, কিন্তু হানিফ একদিনের জন্যও মনে সেভাব আনে নাই বরং শিবুর সেবায় যেন হানিফ আনন্দ পাইত। শিবু যে দিন বলিত,—"দাদা আজ আমার যন্ত্রণা কম আছে" সেই দিনই যেন হানিফের প্রাণে দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়িত, আর খোদার নিকট করপুটে শিবুর মঙ্গল কামনা করিত।

এইরূপ যত্নে ও চিকিৎসায় শিবু একটু সুস্থ হইলে পর হানিফ সস্ত্রীক শিবুকে সঙ্গে করিয়া দেশে আসিল। দেশে আসিবার আর এক কারণ শিবুর ভগ্নিও স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই শিবুর অসুখের কথা শুনিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল! দেশে ভাল ডাক্তার বা ভাল ঔষধ পাওয়া যায় না, এই জন্যই হানিফ শিবুকে এত দিন দেশে আনে নাই। আজ শিবুকে দেশে আনিয়া হানিফের বড়ই আনন্দ হইল।

শিবুকে তাহার বাড়ীতেই রাখিল, কারণ, শিবুর ভগ্নিও স্ত্রী

উভয়েই বড় অধীরা হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ শিবুর জীবনের আর কোন আশঙ্কা নাই, এই ভরসায় হানিফও আর বেশী জুলুম করিল না। হানিফের যেমন ইচ্ছা, তেমন তাহাদেরও প্রাণের একটা আবেগ যে, শিবু তাদের কাছে থাকবে, চোখে দেখবে, সেবা করবে।

হরিমোহন সেন নামক এক জন বহুদর্শী কবিরাজ তখন সে দেশে বাস করিতেন। চিকিৎসক ও খুব ভাল। বিশেষতঃ শিবুর যে কঠোর ব্যাধি, কবিরাজী ঔষধ ব্যতীত এরোগের উপশম সম্ভব হইবার নহে। তাই সকলের পরামর্শ মতে হরি মোহন কবিরাজ-কেই দেখান হইল। শাস্ত্র মতে চিকিৎসা আরম্ভ হইল। দিন দিন রোগের ও উপশম হইতে লাগিল। হানিফ দিন রাতই শিবুর নিকট থাকিত। একদিন শিবু বলিল,—'দাদা, আমার জন্য আর তোমার এত ভাবিতে হবে না, ভগবানের কৃপায় আমি বেশ সুস্থ আছি। তুমি এত কষ্ট করে রোজ রোজ আসিও না, দর-কার হইলে ডাকিয়া পাঠাইব।"

শিবুর এই কথা শুনিয়া হানিফের প্রাণে আনন্দ লহরী খেলিতে লাগিল, আর বলিল,—"আহা তাই হোক্, শিবু আমার ভাল হোক্! শিবু যেদিন হাটিয়া আমার বাড়ী যাইবে, সেদিন মনে করব আমার গুরুদক্ষিণা পরিশোধ হইল। শিবু, তুমি যে আমার কে তা' আজও আমি বুঝতে পারলুম না! আমার প্রাণ বিনিময়েও যদি তোমায় ভাল করতে পারতুম তা'হলেও আমি তা' করতুম।"

শিবু। দাদা, আবার সে কথা কেন? যদি এবার ভাল হই—না না—আর বলব না!

এই কথা বলিতে না বলিতে শিবুর দু'নয়নের বারি ধারা বহিতে লাগিল। কেবল ঠোঁট নড়িল, কথা সরিল না! অন্তরের আগুণ অন্তরেই জ্বলিতে লাগিল। ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে চায়, কিন্তু শিবু তা' হৃদপিণ্ডে চাপিয়া রাখে—মানুষকে জানতে দেয় না। কিন্তু হানিফের কাছে তাহা চাপা রাখিতে পারিল না। হানিফ যে শিবুকে প্রাণে প্রাণে ভাল বাসে। হানিফ জানে,—শিবুই হানিফ, হানিফই শিবু! তাই হানিফ বলিল,—"ছিঃ শিবু, এত উতলা হ'ও না, ভাল হবে বই কি.ভয় কি ভাই। কবিরাজ মহাশয় বলেছেন, তুমি আর দু'মাস পরেই হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিবে।

শিবু। তা' পারব। কিন্তু দাদা, তোমার ঋণ কেমন করে শোধ করব? তোমার গুরুদক্ষিণা ত পরিশোধ অনেক দিন আগেই হয়েছে। এমন কি মায় সুদে আসলে আদায় করে নিয়েছি, কিন্তু তোমার ঋণ যে পরজন্মেও শোধ করতে পারব না দাদা!

হানিফ। সে কি শিবু, এমন কথা কি বলতে আছে ভাই? তুমি কেন ঋণী হবে ভাই। আমি আমার কর্ত্তব্য সাধনের চেষ্টা করিতেছি মাত্র, এখনও সে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারি নাই। তুমি বৃথা দুঃখ করো না শিবু। ভগবানকে ডাক, তিনিই তোমার মঙ্গল করবেন।

এইরূপ প্রবোধ দিয়া হানিফ বাড়ী গেল ! সে দিন শুক্রবার ---জুম্মা—নমাজ পড়িতে হইবে ! হানিফ যখন নমাজ পড়ে, আগু পিছু প্রায় দু' শ লোক ঘিরিয়া দাঁড়ায়,নমাজ পড়ে, পথিক-গণ অবাক্ হইয়া হানিফের সেই ভক্তিরসাপ্লুত নধর কান্তির জ্যোতি আর ধর্ম্মানুরাগের অলৌকিক তেজরশ্মি দর্শনে মোহিত হইয়া যায়। মনে হয়, এই সেই স্বর্গ—যেখানে খোদার আসন, এই সেই পুণ্য তীর্থ—যেখানে খোদা বিরাজিত, এই সেই মালিক —এই দুনিয়া যাঁ'র, যিনি নিজেই এই দুনিয়া। স্বর্গ বলে যদি কোন স্থান থাকে, তবে এই সেই—সেই মক্কা !

হানিফ যখন হদিশ বা কোরাণ শরিপ পাঠ করে, নয়নের ভক্তিবারি আপনি তখন গণ্ড বহিয়া পড়িতে থাকে—শ্রোতাগণ চীৎকার করিয়া কাঁদে—ভাবে বিভোর হইয়া তন্ময় হইয়া পড়ে ! হানিফ প্রত্যহ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে। প্রথমত পাড়ার মুসলমান কেহ কেহ হানিফের এইরূপ ধর্ম্মের প্রতি একাগ্রতার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিত না, উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন দেশ বিদেশে একটা সুনাম প্রচার হইল। তখন তাহারাও একবার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া লইল, বলিল,—"ধন্য হানিফ, বহু পুণ্য-ফলে আমরা তোমাকে পেয়েছি, খোদা তোমার মঙ্গল করুন, তুমি বেঁচে থাক।"

বস্তুত, হানিফ শেষ জীবনটা ধর্ম্মের নামেই উৎসর্গ করিল।

প্রথম অবস্থায় বিদ্যাভ্যাসে, দ্বিতীয়তঃ সংসার পালনে ও কর্ত্তব্য-সাধনে এবং শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মকর্ম্ম সাধনের পথে জীবন অতিবাহিত করিল। অর্থাৎ, মানুষ হইয়া মানুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহা হানিফ সাধন করিয়াছে। অতএব এই মানুষই মহাপুরুষ, এই মহা-পুরুষের জন্যই ভগবান মুক্তির পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। মহাপুরুষ ভিন্ন এই পথে অপর কেহ অগ্রসরও হইতে পারে না। ভগবানই জানেন কবে আমাদের এই মহাপুরুষ হানিফ আমাদিগকে চির-দিনের মত পরিত্যাগ করিয়া এই পথে গমন করিবে। এই মহানুভবের অভাবে সমাজের শক্তি অনেক হ্রাস হইবে সন্দেহ নাই, পরিণামে হয়ত এই দেশের মুসলমান জাতির এই অমূল্য রত্নের নামও কেহ লইবে না, আর তেমন উপযুক্ত কেহ জন্মাবেও না। খোদা জানেন এদেশে এজাতির ভাগ্যে কি আছে!

গ্রামের বহুলোক হানিফের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল, তাই অনেকে ভাবিতে লাগিল,—যদি হানিফ মরে যায় তবে আমাদের দেশের বা সমাজের যে কতদূর অনিষ্ট হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এতদিন মনে হইতেছে—এ দেশের লোকগুলি 'রাম রাজ্যে' বাস করিতেছে। কোন অভাব অভিযোগ নাই, সদাই যেন আনন্দময়। কতক্ষণে নমাজের সময় হবে, কখন হানিফ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করবে, কতক্ষণ আমরা হানিফকে দেখব—এই সব ভাবনাই সকলে ভাবে। একা হানিফ যেন এক সহস্র! এই হানিফ যদি না বাঁচে তবে এস্থান শূন্য শ্মশানে পরিণত

হইবে! হায় খোদা! আমাদের হানিফকে চিরঞ্জীবী কর প্রভু।

মানুষের আশা—অগাধ সমুদ্র। হানিফ ত দূরের কথা, সকলেই মনে করে 'আমি মরব না, কতকাল বা চিরকাল বাঁচব।' মরব এই কথাটা ভুলেও ভাবনায় আসে না। কেন না—আশা। আশার পর আশা, আবার আশা! কাজেই মরব এই কথাটা যেন বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ হানিফের মত মহাপুরুষ মরবে একথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। কিন্তু হায়রে অবোধ মানুষ! জান না, জন্ম-মৃত্যু লইয়াই সংসার। এ সংসারে জন্ম নিলে মরিতেই হবে। আমাদের হানিফ যে এত ভালবাসার, এত দয়ার ও এত ভক্তির পাত্র, তা'ও একদিন এই ভবসাগর পারি দিয়ে চলে যাবে—কেউ রাখতে পারবে না। তাই কবি গাহিলেন,—

"জন্মিলে মরিতে হ'বে, অমর কে কোথা র'বে,
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন-নদে!"

নিঃস্বার্থ ভালবাসা বা নিঃস্বার্থ পরোপকার এই দু'টাই মানব-জীবনের মহাব্রত। এই ব্রত সাধনায় মানুষ দেবতা হয়। সেই দেবতার অন্তর্দ্ধান বা অমঙ্গল চিন্তা আপনিই মানুষের হৃদয় অধিকার করে। আহা, এমন লোক যদি না বাঁচে, তবে দেশের ও দশের কি গতি হবে! আহা, যদি আর কিছুদিন এই মহাপুরুষ বেঁচে থাকে তবে আর ভাবনা কি, লোকের কত উপকার

হবে ! কিন্তু আবার এমন নর-পশুও আছে, যাহার জন্য ভাবনা দূরের কথা, কেহই তাহার মঙ্গল কামনা করে না, বরং কবে মরবে এই প্রার্থনা করিয়া থাকে। আমাদের হানিফ যদি স্বার্থ-ত্যাগী না হইত তবে কেহই "আহা" করিত না, তাহার মৃত্যু আশঙ্কা করিত না, বেঁচে থাকুক এ কামনাই করিত। এমন মানুষ কি বাঁচবে, এই ভাবনাই সকলের মনে অহরহ জাগিতেছে। খোদা জানেন, কার ভাগ্যে কি আছে !

এক সৃষ্টিকর্ত্তারই জীব আমরা। এক জনের জন্য দশজন কাঁদে, কিন্তু দশজনের জন্যও আবার একজনও কাঁদে না। এক জনের অভাবে দশজনের অভাব হয়, আবার দশজনের অভাবেও একজনেরও অভাব হয় না। বরং এইরূপ দশজন না থাকাই ভাল। এই দশজনই হয়ত সমাজের কণ্টক—দেশদ্রোহী বা সমাজদ্রোহী। সময়ে এইরূপ দশজনেই একজনকে খারাপ করে দেয়। দশচক্রে ভগবান ভূত ! কিন্তু আমাদের হানিফকে দশজনেও কিছু করিতে পারে নাই—সে একাই এক সহস্র। আজ এই এক জনের অভাবেই সকলের অভাব হইবে। হানিফের প্রতি লোকের একটা আন্তরিক ভক্তি ও প্রেম আপনা হতেই জন্মিয়াছিল। হানিফের প্রতি বাক্যে প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে এমনি ঐশ্বরিক শক্তি নিহিত ছিল যে, মানুষ ত দূরের কথা, স্বয়ং ভগবানও বশ্যতা স্বীকার করিত। হায়, এমন মহাপুরুষের জন্য মানুষ পাগল হবে না কেন ! তাঁ'র জন্য লোক

কাঁদবে না ত কাঁদবে কা'র জন্য ? এ পরশমণি হারা'লে আর কি পাওয়া যাবে ?

. . হানিফ সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত থাকায় শিবুকে আর ততদূর দেখাশুনা করিতে পারিত না। কিন্তু প্রত্যহ দুই বেলাই খবর লইত। শিবু ভাল আছে এই কথা শুনিয়া হানিফও নিশ্চিন্ত থাকিত। হানিফের বাড়ীতে নিত্য উৎসব। অতিথি সৎকার ও সাধুসঙ্গম প্রভৃতি তাহার দৈনিক উৎসব। এই উৎসবেই সে আত্মহারা। বিষয় চিন্তা তাহার হৃদয় থেকে একেবারে বিদূরিত হইয়া গিয়াছে।

গুরুদক্ষিণার রফা।

মক্কার পথে।

একদিন পাঁচজন ফকীর হানিফের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিল। পরিচয়ে হানিফ জানিতে পারিল যে, ইহারা সামান্য ফকীর নহে—জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক। এই পাঁচজন ফকীর হানিফের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেল। হানিফ ও এই ফকীরগণের সঙ্গ ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও শান্তি পাইত না। উভয়ের মধ্যে এমন আন্তরিক সম্বন্ধ জন্মিল যে, আহারে কি বিহারে কেহ কাহারও কাছ ছাড়া থাকিত না। যেন হরিহর আত্মার মিলন হইল! দেশের লোক আনন্দে বিভোর হইল!

এইভাবে কিছু দিন অতীত হইলে একদিন নমাজের শেষে একজন ফকীর হানিফকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল,—"ভাই, এবার রমজানে তোমাকে নিয়ে আমরা মক্কায় যাব।"

হানিফ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল,—"আমি খোদার নিকট এমন কি পুণ্য করেছি যে, তিনি আমাকে দয়াকরে মক্কায় পাঠাবেন!"

ফকীর। উপহাস নয় হানিফ। আমরা তোমায় মক্কায় নিয়ে যেতে এসেছি। তোমার মত সাধুকে পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তোমার সুনাম বহুদূর থেকে শুনেছি।

হানিফ। যদি দয়া করে এ অধমকে খোদার বাঞ্ছিত রাজ্যে নিয়ে যেতে পারেন, তবে জানব তোমরাই আমার বন্ধু—মুক্তির পথ! এ জীবন খোদার নামে, খোদার কাজেই উৎসর্গ করেছি। তবে আর কেন ভাই, তোমরা অন্ধের যষ্টীর ন্যায় আমাকে সেই নিত্য ধামে নিয়ে চল ভাই। এ অনিত্য দেহ আর যে বইতে পাচ্ছি না। খোদা! এ দেহ তোমার, তোমার দেহ তুমিই গ্রহণ কর প্রভু!

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে হানিফের নয়নের ভক্তিবারি গণ্ড বহিয়া পড়িল—বুক ভিজিয়া গেল—চক্ষুদ্বয় স্থির ও ধীর! মুখে আর কোন ও কথা ফুটিল না! কেবল একদৃষ্টে, আকাশ পানে চাহিয়া রহিল। ফকীরগণ হানিফের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। হানিফ নির্ব্বাক—নিশ্চল! সকলে মিলিয়া অতি সন্তর্পণে হানিফকে বাড়ীতে আনিল, বিছানায় শোয়াইয়া দিল। সকলে মিলিয়া হানিফের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। হানিফ অচেতন! ভগবানের ভাব ভাবিতে ভাবিতে হানিফের মহাভাব উদয় হইয়াছিল।

সারা রাত্রি শুশ্রূষার ফলে তৎপর দিবস হানিফ একটু সুস্থ হইল। হানিফের ছেলেরা ডাক্তার, হকিম ও অন্যান্য চিকিৎসক আনিয়া হাজির করিল। কিন্তু হানিফ বলিল,—"আমার জন্য কোনও ঔষধের আবশ্যক নাই। আমি খোদার নাম ভিন্ন অন্য ঔষধ পান করিব না। ভাই ফকীরগণ, তোমরা আমার কাছে

ছাড়া হ'ও না, সদা সর্ব্বক্ষণ খোদার নাম করবে আর কোরাণ পাঠ করবে। খোদার নামে যদি আমার অসুখ ভাল না হয়, তবে এই দুনিয়ায় এমন কোন ঔষধ নাই আমায় ভাল করতে পারে— আমি ভগবান ভিন্ন আর কিছুই বিশ্বাস করি না।"

হানিফের এইরূপ মনের ভাব বুঝিয়া ফকীরগণ চিকিৎসকদিগকে বিদায় দিলেন। হানিফের আদেশ মতে তাহারা ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। পাড়ায় যেন হঠাৎ একটা বিষাদের ছায়া পড়িল। সকলেই হানিফের ভাবনা ভাবিতে লাগিল। ভগবানের নিকট সকলেই হানিফের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল! কিন্তু হায়! মানুষ বুঝিতে পারে না যে, মঙ্গল কাহাকে বলে। অবশ্য যে যাহাকে ভালবাসে, তা'র অসুখের সময় মঙ্গল কামনা করার অর্থ—অসুখ ভাল হওয়া—রোগ মুক্ত হওয়া। কিন্তু আমাদের হানিফের বাসনা তাহা নহে। হানিফের বাসনা রোগ মুক্ত নয়—ভব বন্ধন মুক্ত—মোক্ষ লাভ! রোগমুক্ত হয়ে এরাজ্যে বাস করা আর হানিফের ইচ্ছা নহে। হানিফের বাসনা সেই রাজ্যে যাওয়া, যে রাজ্যে রোগ শোক তাপ কিছুই নাই; যে রাজ্যে মায়া মমতা নাই, যে রাজ্যে প্রবঞ্চনা নাই,— কেবল শান্তি—শান্তি—শান্তি!

হানিফের অসুখ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। জ্বর তদুপরি বিকার! আজ হানিফের অবস্থা বড়ই খারাপ! চতুর্দ্দিকে কান্নার রোল! যে দেখিতে আসিতেছে সেও কাঁদিতেছে। যে হানি-

ফের বাড়ীতে অহরহ আনন্দ উৎসব হইত সেখানে এখন অশ্রুপাত আর কান্নার রোল! স্ত্রী পুত্র সকলেই কাঁদিতেছে! পাড়া প্রতিবাসী সকলেই কাঁদিতেছে—কেঁদে কেঁদে তা'দের শোক ভার হালকা হইতেছে। কিন্তু এক জন এখনও কাঁদতে সময় পায় নাই, সে এখনও হানিফের কঠোর পীড়ার কথা শোনে নাই, আর উঠিয়া আসিবার ও তা'র শক্তি নাই!

হানিফের অসুখের সময় হইতেই সকলকে বলিয়া দিয়াছিল যে, শিবুকে যেন কেহ আমার অসুখের কথা প্রকাশ না করে। কারণ, শিবু আমার অসুখের কথা জানিতে পারিলে ভেবে ভেবে তাহার ও অসুখ বাড়বে। শিবু আর এখন সে শিবু নাই, তাহার চরিত্র এখন দেব তুল্য' আমার প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ভালবাসা জন্মিয়াছে। সে এখন অনুতাপানলে জ্বলিতেছে। এই কারণেই কেহ শিবুকে কোন কথা বলে নাই। শিবুকে দেখিতে প্রত্যহই লোক যাইত এবং হানিফকে তাহার সুস্থতার খবর দিত। শিবু জিজ্ঞাসা করিলে সে ও বলিত, "হানিফ প্রভৃতি সকলেই ভাল আছে।" তবে হানিফ ইব্রাহীমকে বলিয়া রাখিয়াছিল যে, যদি আমার অবস্থা শোচনীয় হয় তবে সেই সময় একবার শিবুকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

হায় রে মানব! আর কত আশা করে বসে থাকবে আশার কি আর তোমার শেষ হবে না? একবারও কি

যে, এ সংসারটা অসার, সার মাত্র সেই ভগবান ? এ সংসারে সংসেজে আর কত রঙ্গ করবে ! নাটমন্দিরের ভুয়ো সাজ পোষাক গুলি এবার খুলে ফেলে দেও, সাচ্চা পোষাকটা পর, নাচতে নাচতে সেই নিত্য মন্দিরে যাও,—দেখবে সবই সাচ্চা, সবই নিত্য। আমাদের হানিফ আজ সব অনিত্য দ্রব্য ত্যাগ করিয়া কেবল নিত্য ধামের ভাবনাই ভাবিতেছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। ফকীরগণ হানিফের শিয়রে বসিয়া কোরাণ পাঠ করিতেছে। হানিফের স্ত্রী ও পুত্রগণ তাহার পদসেবা করিতেছে আর যখন যাহা দরকার যোগাইতেছে। পাড়ার লোক সর্ব্বদা দেখা শুনা করিতেছে, ধর্ম্মালোচনা করিতেছে, হানিফের পরিবার বর্গকে সান্ত্বনা করিতেছে। এমন সময় হানিফের বিকার উপস্থিত হইল। একবার উঠিতেছে একবার বসিতেছে, একবার শুইতেছে। হঠাৎ উর্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিল,—"মা, এস মা, আমায় কোলে নেও মা।" এই বলিতে বলিতে যেমন উঠিল, অমনি পড়িয়া গেল। কেহই ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেনা। আবার চীৎকার করিয়া বলিল,—"কেও ? গুরু-দেব ! তোমার সাধের হানিফকে নাও গুরুমশাই ? না না, তোমার দক্ষিণা এখনও শোধ করিতে পারি নাই। গুরুদেব ! আমার উপায় কি হবে, আমায় রক্ষা কর, বলে দেও প্রভু, কি দিয়ে [illegible] আমার দক্ষিণা পরিশোধ করব ? একে ! শিবু ! এসে-[illegible] য ভাই আয় আমার বুকে আয়।" এই বলিতে

াতে বুকটা বজ্রের ন্যায় সজোরে আঘাত করিয়া চাপিয়া
াল। কেহই সেই হাত ছাড়াইতে পারিল না।

ঠিক এই সময় শিবু নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিতেছিল। গুরুমহা-
(শিবুর পিতা) বজ্র মুষ্টিতে এক হাতে শিবুর চুলধরিল আর
হাতে একটি প্রকাণ্ড মুদ্গর শিবুর বুকে চাপিয়া ধরিয়া,
ল,—"নরাধম, পাপী, কুলাঙ্গার! এখনও শুয়ে রয়েছিস্?
গর উঠ, তোর হানিফ দাদার কাছে যা, তা'র পায়ে ধরে
ভিক্ষা কর; তা'র সেবা কর, সে যে মৃত্যু শয্যায় শায়িত।"
বলিয়া শিবুকে সজোরে ধাক্কা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। শিবু
র ঘোরে * লাঠি হাতে করিযা, কি জানি কেমন করিয়া কোন্
দিয়া; একেবারে হানিফের ঘরে উপস্থিত; হানিফ যে মুহূর্তে
ক বুকে চাপিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিল, ঠিক সেই
। শিবু ও "দাদা, দাদা এই যে আমি এসেছি" বলিয়া যেমন
বাড়াইল অমনি হানিফও শিবুকে বুকে চাপিয়া ধরিল,
ুই হাত ছাড়াইতে পারিল না। শিবুর আর চৈতন্য
কি নাই তাহাও কেহ দেখিল না।

স্থায় প্রায় আধঘণ্টা কাল ছিল। অনেক শুশ্রূষার
যেন একটু সুস্থ হইল। হানিফ পাশ পরিবর্ত্তন
করিল, পাশ ফিরিল, সঙ্গে সঙ্গে শিবুর অচৈতন্য দেহ
গেল। শিবু আছে কি নাই তবু কেহ দেখিল না।

* Under the Fit of Somnambulism.